বিক্রয়-কেন্দ্র :

ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা,

প্রতিরোধ পাব্লিশার্স
ঢাকা,

চন্দ্রনাথ লাইব্রেরী
ও
মডার্ণ বুক ডিপো
শ্রীহট্ট ॥

দেড় টাকা

'হে বীর পূর্ণ কর' নাটকের দুইটি গণ-সঙ্গীত ("লেফ্‌ট্‌ রাইট্‌, লেফ্‌ট্‌ রাইট্‌, চল সেনাদল' এবং "ঊর্দ্ধে উড়িছে লাল-নিশান") লিখিয়াছেন শ্রীযুক্ত হেমাংগ বিশ্বাস এবং অন্য গানগুলি কবি-বন্ধু শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি দাশের রচনা। এই নাটক সম্পর্কে শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি দাশের অকৃত্রিম উৎসাহ ও সহযোগিতা, আমার প্রতি তাঁহার গভীর বন্ধু-প্রীতির নিদর্শন।

আমার বই-প্রকাশ সম্পর্কে কবি শ্রীযুক্ত অশোকবিজয় রাহা নিরন্তর উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন। আমার প্রথম নাটক যদি তাঁহার সে অভিপ্রায়ের কিছুমাত্র মর্যাদা রাখিতে পারে, তবে আমি যথার্থই সুখী হইব।

'বাণীচক্রে'র প্রাক্তন সম্পাদক, বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার ভদ্রের সঙ্গে আমার দীর্ঘ দিনের সাহিত্য-আলোচনার স্মৃতি জড়িত। আমার নাটকের প্রতি তাঁহার অনুরাগ চিরদিনের। এই সুযোগে তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

আমার নাটক-রচনা সম্পর্কে শ্রীযুক্ত রম্যাংশুশেখর দাশ ও কবি শ্রীযুক্ত গোপাল ভৌমিকের আগ্রহ এবং উৎসাহের কথা, নাটক প্রকাশের মুহূর্তে আমি বিশেষভাবে স্মরণ করিতেছি।

শ্রীযুক্ত বিমলেন্দু দাস বি, এ, ও শ্রীযুক্ত প্রণয়কুমার চন্দ বি, এ, পুস্তক প্রকাশে বিশেষ আনুকূল্য প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

শ্রদ্ধেয় নাট্যকার শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়ের ভূমিকা নাটকের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে।

শ্রীযুক্ত শ্যামাধন সেনগুপ্ত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নাটক প্রকাশের ভার গ্রহণ না করিলে, বইখানা সম্ভবতঃ এখন পর্যন্ত পাণ্ডুলিপি অবস্থায়ই থাকিত। তাঁহার নিকট আমার ঋণ, ধন্যবাদ প্রদানের চেয়েও বেশী।

প্রচ্ছদপট—শিল্পী শ্রীযুক্ত শঙ্কর চক্রবর্ত্তীর আঁকা।

বই প্রকাশে মেসার্স পি, সি, দাস এণ্ড কোং সহযোগিতা করিয়াছেন।

নাটকের পাণ্ডুলিপি-প্রস্তুত প্রভৃতি নানাভাবে যাঁহারা আমাকে বই প্রকাশে সাহায্য করিয়াছেন, নাম অনুল্লিখিত থাকিলেও, তাঁহাদের সকলের নিকট আমি সমভাবে কৃতজ্ঞ।

শ্রীহট্ট, তেলিহাওর
১৮ই আষাঢ়, ১৩৫১

মন্মথকুমার চৌধুরী

উৎসর্গ

'বাণীচক্র' সাহিত্য-বৈঠকের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা

শ্রীযুক্ত অমিয়াংশু এন্দ

করকমলেষু।

প্রথম মুদ্রণ ঃ

আষাঢ়, ১৩৫১

রচনাকাল :

পৌষ, ১৩৫০

'বাণীচক্র-ভবন' হইতে শ্রীশ্যামাধন সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত এবং
শ্রীহট্ট, 'সারদা প্রেস' হইতে শ্রীবিনয়ভূষণ দস্তিদার কর্তৃক মুদ্রিত ॥

ভূমিকা

বাঙ্‌লা সাহিত্যে নবনাট্য আন্দোলন শুরু হয়েছে এবং না হয়ে উপায় নেই, কারণ বাঙালীর জীবনও নব নব ঘাত প্রতিঘাতে আন্দোলিত হয়ে উঠেছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম বিশ ত্রিশ বৎসরে বাঙ্‌লার নাট্যমঞ্চে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাহিনীই ছিল প্রধান নাটকীয় উপাদান—কারণ বাঙালীর সামাজিক জীবন তখন ছিল অনেকটা বৈচিত্র্য-হীন। একনিষ্ঠ প্রেম, ধর্মভ্রষ্টতা, কন্যাদায়, জমিদারের ও মহাজনের অত্যাচার এবং বিলাতী শিক্ষার প্রসারজনিত সামাজিক চাঞ্চল্য—আমাদের জাতীয় জীবন এমনি কতকগুলি স্থূল সমস্যা নিয়ে বিব্রত ছিল—তদানীন্তন নাট্যসাহিত্যেও এই সব বিষয়বস্তুই প্রতিফলিত হয়েছিল বেশী। বিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর জীবন যে কয়টি রাজনৈতিক আন্দোলনে খুব বেশী করে প্রভাবিত হয়েছে, তা হচ্ছে বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, আইন-অমান্য আন্দোলন আর বাঙ্‌লার বিপ্লববাদ। পরাধীনতা-জর্জর বাঙালী জীবনে স্বাধীনতা ও স্বরাজ

লাভের যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা এই কয়েকটি আন্দোলনে মূর্ত হয়ে ওঠে -- বাঙ্লার নাট্যসাহিত্যে তা সুস্পষ্ট হবার সুযোগ ও সুবিধা না পেলেও কতকগুলি ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটকে তা প্রতিধ্বনিত হয়েছে সন্দেহ নেই। যেমন গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌল্লা', 'মীরকাশিম্', দ্বিজেন্দ্রলালের 'রাণাপ্রতাপ', 'মেবার পতন', 'তুর্গাদাস' ; শচীন 'সেনগুপ্তের 'গৈরিকপতাকা' 'সিরাজদ্দৌল্লা' ; আমার 'কারাগার' ও 'মীরকাশিম' মহেন্দ্র গুপ্তের 'নন্দকুমার' 'টিপুসুলতান' এবং অন্যান্য নাট্যকারেরও কোন কোন নাটক। এর মধ্যে গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা' ও 'মীরকাশিম' এবং আমার 'কারাগার' নাটক রাজরোষে প'ড়ে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ থেকে অপসারিত হয়।

কিন্তু বাঙালীর বর্তমান জাতীয় জীবনে শুধু পরাধীনতার সমস্যা নিয়েই আজ জর্জরিত নয়, নানাবিধ বিরুদ্ধ ভাবসঙ্ঘাতেও বিব্রত। বর্তমান মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়াও বাঙালীর জীবনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অতি জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছে। প্রভিন্সিয়াল অটোনমির দরুণ আর কিছু না হোক সাম্প্রদায়িক বৈষম্য বিকট রূপ ধারণ করেছে। কংগ্রেসের মধ্যে দলাদলি, বাঙালীকে কোনঠাসা

করার জন্য অবাঙালীর অপবিত্র প্রচেষ্টা—একদিকে চিত্তরঞ্জন, যতীন্দ্রমোহন, সুভাষচন্দ্র, অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, জগদীশ বসু, প্রফুল্ল রায় প্রমুখ বাঙালী কর্মবীরগণের অন্তর্ধান এবং পরিশেষে গত বৎসর ও বর্তমান বর্ষে বাঙালীর জীবনে মন্বন্তরের যে তাণ্ডব শুরু হয়েছে বাঙালী তাতে উদভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। মুসলীম লীগ, হিন্দু-মহাসভা, ফরোয়ার্ড ব্লক, র‍্যাডিক্যাল, কম্যুনিষ্ট, ফ্রেণ্ডস্ অব সোভিয়েট, এ, আর, পি, জনযুদ্ধ, ব্ল্যাক-আউট, সাইরেন, র‍্যাসন, পারমিট, কণ্ট্রোল আজ আমাদের দিশেহারা করেছে।

এমন এক অর্থনৈতিক বৈষম্য দেখা দিয়েছে যাতে ধনী হচ্ছে আরো ধনী এবং গরীব হয়ে যাচ্ছে আরো গরীব।

শ্রীযুত মন্মথকুমার চৌধুরীকে আমি ব্যক্তিগত ভাবে জানি না, তাই যেদিন তাঁর 'হে বীর পূর্ণ কর' নাটকের পাণ্ডুলিপি এবং ঐ নাটকের ভূমিকা লেখবার জন্য অনুরোধ এল, খুব যে একটা আশা ভরসা মনে জেগেছিল তা নয়। কিন্তু নাটকখানি পড়ে আনন্দে মন ভরে উঠেছে। নানা দিক দিয়েই তিনি আমাকে বিস্মিত করেছেন। বর্তমান বাঙালী-

জীবনের প্রায় প্রত্যেকটি সমস্যা, বর্তমান বাঙালী মনের প্রতিটি ভাবসঙ্ঘাত—তিনি নাটকে রূপায়িত করতে চেষ্টা করেছেন এবং সাফল্যও লাভ করেছেন আশাতীত রূপে। নাটকের পটভূমিকায় মনে হ'ল আমরা সবাই আছি—আমাদের সব কিছু দেখছি—এবং ওদের সবাইকেও চিনি। এই জন্যেই বলবো মন্মথকুমাব চৌধুরীব 'হে বীব পূর্ণ কর' নাটকখানি আরব্ধ নবনাট্য আন্দোলনের সার্থক অগ্রদূত। এই নাটক পড়ে আমার মনে যে আশা, যে স্বপ্ন আজ জেগে উঠেছে—মন্মথ কুমারকে বলব—সে আশা, সে স্বপ্ন

হে বীর পূর্ণ কর।

৩০, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

মন্মথ রায়

নাটকের নরনারী

শিবধন রায়	বিখ্যাত বনেদী বংশের দেউলে জমিদার।
মৃত্যুঞ্জয় ঘোষাল	জনৈক মহাজন. শিবধন রায়েব সহচর।
বিজন রায়	শিবধন রায়ের বড় ছেলে, বেকাব এবং পিতার মত থিয়েটার-বাতিকগ্রস্ত।
অশোক রায়	শিবধন রায়ের ছোট ছেলে, রাজনৈতিক আন্দোলন সংশ্লিষ্ট।
রায়বাহাদুর গণপতি চৌধুরী	হিন্দুমহাসভাপন্থী, এম্, এল, এ।
হীরালালপ্রসাদ মিত্র (ওরফে পল্টু)	ঐ ভাগ্নে, কনট্রাক্টার।
মুরারী চৌধুরী	প্রসিদ্ধ চাউল ব্যবসায়ী, গণপতি চৌধুরীর ছেলে।
সিতিকণ্ঠ সিংহ	জাপান-ফেরৎ বয়ন-বিশেষজ্ঞ।
শঙ্কর দাশগুপ্ত	কম্যুনিষ্ট কর্ম্মী।
প্রতুল তবকদার	"আওয়াজ" কাগজের সম্পাদক।
সুকুমারী	শিবধন রায়ের স্ত্রী।
মণিকা	ঐ কনিষ্ঠা কন্যা।
কুন্তলা	গণপতি চৌধুরীর একমাত্র মেয়ে।
সুজাতা	কুন্তলার বান্ধবী।

জনৈক বক্তা, কম্যুনিষ্ট মেয়েরা, চাকর, বেয়ারা এবং জনতা।

নবকুমার সরাই

প্রথম দৃশ্য

ঢাকার একখানি অতিপুরাতন, জীর্ণ বাড়ীর কক্ষ। আসবাব-পত্রগুলি সাবেকী এবং দামী কিন্তু ভগ্নপ্রায়। যবনিকা উঠিলে দেখা গেলো কক্ষটি শূন্য, প্রায়ান্ধকার—গৃহস্বামীর খাস্‌কামরা এবং বৈঠকখানা, দুই প্রয়োজনেই ব্যবহার করা চলে। ভিতর হইতে নাটকীয় কণ্ঠের আবৃত্তি ভাসিয়া আসিতেছে, যেন কোন নাটকের মহলা চলিতেছে।

"শেষে—শেষে আমাদেরই হাতে উঠবে পরাধীনতার প্রথম শৃঙ্খল? আমাদেরই জীবনে প্রথম ডুববে—আমাদের এত কালের স্বাধীনতার সূর্য্য! জগৎশেঠ! রায়দুর্লভ! ভেবে দেখুন—একটীবার ভেবে দেখুন, জাতির ইতিহাসে, দেশের ইতিহাসে কি প্রেতমূর্ত্তিতে আমাদের বিচরণ করতে হবে চিরকাল"।

"আমিয়ট সাহেব বলেছেন উনি হিন্দু এবং হে সাহেব ওঁর কানে কানে একথাও বোধহয় বলে দিয়েছেন আমি মুসলমান। এত কাল এসব আমরা ভুলে বসেছিলাম, হঠাৎ আজ এসব বেরিয়ে পড়ল। বেইমানি করবার সময় এসব মনে ছিল না—মনে পড়ল কখন জানো? যখন দেশের জন্য এদের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করলাম। শুনুন, সাহায্য করতে না চান, করবেন না। শুধু একটা প্রার্থনা—আর বেইমানি করবেন না।...অন্ধকার রাত্রে হতাশ হ'য়ে যখন আকাশের পানে চাই, কেবলি দেখি সিরাজের অন্তিম হাহাকার—'বেইমান!' 'বেইমান'!"

স্পষ্টই বোঝা গেলো 'মীরকাশিম' নাটকের মহলা চলিতেছে। এর মাঝখানে ঘরে ঢুকিলেন মৃত্যুঞ্জয় ঘোষাল—বয়স পঞ্চান্নের কাছে। অভিজ্ঞতা ও কূটবুদ্ধির ছাপ চেহারায়। চুল শাদা হইয়া আসিয়াছে তবু অটুট স্বাস্থ্য, এমন কি এই বয়সেও চশমা ধরেন নাই। এ বাড়ীতে তার অবাধ গতি যত্র তত্র—রায় পরিবারে তিনি 'ঘোষাল কাকা'। 'বেইমান'। 'বেইমান।' শুনিয়া প্রথমটায় থমকিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু বুদ্ধিমান ঘোষালের বুঝিতে দেরী হইল না যে শিবধন রায় পার্ট আওড়াইতেছেন। তাঁর খেয়াল ও নেশার সঙ্গে তিনি পরিচিত ও জড়িত। তবু একটুখানি হাসির ঝলক খেলিয়া গেল তার লম্বা মুখে। বসিয়া পুরাণো পঞ্জিকাখানা তুলিয়া লইলেন। মহলা আরো জোরে ভাসিয়া আসিল। চাকর গুড়গুড়ি আনিয়া দিল। ঘোষাল অন্যমনস্কভাবে নস্য নাকে গুজিলেন।

"শুধু পাটনায় নয় আরাব, শুধু পাটনায় নয়—বাংলা বিহার উড়িষ্যার প্রতি শান্তিকামী নিরস্ত্র, নিরীহ নরনারীর বুক-ফাটা কান্নার বোল আকাশে বাতাসে ধ্বনি তুলে আজ খোদাতালার কাছে বেদনার আরজি পেশ করে প্রতিকার প্রার্থনা করছে, কে আছ শহীদ, কে আছ গাজী, কে আছ খোদার নফর—অত্যাচার অবসানের এই পুণ্য জেহাদে যোগ দিয়ে পলাশীর পাপ প্রক্ষালন করবার জন্য প্রস্তুত হও। পাটনায়, মুঙ্গেরে, বাংলায়, বিহারে কোম্পানীর প্রতিষ্ঠিত সব কুঠী অবরোধ কর। সমগ্র ইংরেজ ব্যবসায়ীকে বন্দী করে শাঠ্যের সমুচিত শাস্তি দিয়ে পলাশীতে অনুষ্ঠিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর।"

"মিরকাশিম" বই হাতে নিয়া শিবধন রায়ের প্রবেশ

শিবধন। এই যে ঘোষাল, আগেই এসেছ দেখছি—আমি তোমার ওখানেই লোক পাঠাচ্ছিলুম।

মৃত্যুঞ্জয় ॥ (চমকিয়া উঠিলেন । "বেইমান! বেইমান!" শুনে প্রথমটা আমি দমেই গেছলাম রায় মশাই, মনেই হয় নি যে আপনি 'এক্টো' করছেন।

শিবধন ॥ উকিল বাবুরা এসে চেপে ধরলেন, তাই মত দিতে হলো। "মিরকাশিম" প্লে ভালো উৎরেছে, শুনেছি বইখানি হালে খুব নামও কিনেছে।

মৃত্যুঞ্জয় ॥ রায় মশাই 'এক্টো' করবেন,—সহরে আবার রৈ রৈ কাণ্ড সুরু হ'লো বলুন।

শিবধন ॥ (হাসিয়া) চাণক্যের নেশা তোমার চোখে আজও জড়িয়ে আছে ঘোষাল!

মৃত্যুঞ্জয় ॥ নাট-মন্দিরের পুরণো ঝাড়ে আবার তা'হলে সত্যি সত্যিই আলো জ্ব'লবে রায়মশাই।

শিবধন ॥ কী যে বলো ঘোষাল। নাটমন্দিরের একহাত পুরু ধূলো উড়িয়ে প্রবেশ করবেন কবচ কুণ্ডলধারী মহাবীর কর্ণ—আজ সে শুধু আকাশকুসুম কল্পনা। নেহাতই দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারের সাহায্য কল্পে এ অভিনয়, তাই আর 'না' বলতে পারলাম না।

মৃত্যুঞ্জয় ॥ মহৎ প্রয়াসে 'না' বলা আপনারও মানায় না রায়মশায়—দেশের কোন শুভ কর্মই মানগোবিন্দ রায়ের দান থেকে বঞ্চিত হয়নি।

শিবধন ॥ তুমি তো বলছ 'শুভকর্ম'। কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখো, হয়ত সবাই পেছনে গিয়ে মুখ ভ্যাংচি কেটে বলছে—"শিবু রায় ডোবালে, মানগোবিন্দ রায়ের রাজ সম্পত্তি, অকাল কুষ্মাণ্ড ছেলেটা থিয়েটার করে করে খুইয়ে দিলে।"

মৃত্যুঞ্জয় ॥ (নস্য নাকে টিপিয়া) সবই লীলাময়ের লীলা। কারো পায়ে ঢেলে দিচ্ছেন রাজার ভাঁড়ার, কারো হাতে তুলে দিচ্ছেন ভিক্ষের ঝুলি। আপনার আমার সাধ্য কি রায় মহাশয়, তাঁর অনন্ত লীলা বুঝব।

শিবধন ॥ সব কিছু বুঝিনে বলেই না এখনো ভেসে থেরে বাঁচতে পারছি। (হঠাৎ বিমর্ষভাবে) নইলে দু'দিনেই মানগোবিন্দ রায়ের অতুল ঐশ্বর্য্য ভোজবাজির মতো শূন্যে মিলিয়ে গেলো, এর পরেও শিবু রায়ের হাতে কেউ নাটক দেখতে পেত ঘোষাল ?

• এমন সময় নম্র পদে ঘরে ঢুকিলে শিবধন রায়ের ছোট মেয়ে মণিকা। শিবধন রায়ের কাছে আসিয়া কিছু বলিবার ভঙ্গীতে—

মণিকা ॥ বাবা !

শিবধন ॥ কি মা !

মণিকা নীরব রহিল

শিবধন ॥ সংকোচের কোন কারণ নেই মা। তোমার ঘোষাল কাকার সামনে আমাদের লুকোবার কিছু নেই।

মণিকা ॥ (খানিকক্ষণ ইতস্ততের পর) বাজার খরচের টাকা বাবা! মা বল্লেন তার হাতে আজ টাকা নেই।

শিবধন ॥ শুনলে ঘোষাল, নিজের কানেই শুনলে তো। শাস্ত্রে কি লেখা আছে বলছিলে—অতীব বিচিত্র এই সংসার, নইলে মানগোবিন্দ রায়ের বংশধররা টাকার অভাবে বাজার করতে পারছে না—তা কি কেউ কখনও ভাবতে পেরেছিল ? অথচ যে জুড়ী গাড়ী চড়ে মানগোবিন্দ রায় হওয়া খেতে বেরুতেন তার ঘোড়ার দামেই ওমন কত পরিবার বর্তে যেত। আচ্ছা তুমি যাও মা, আমি দেখছি।

মণিকার প্রস্থান

মৃত্যুঞ্জয় ॥ সবই লীলাময়ের লীলা। আজ যে পর্বতের চূড়ায়, কাল সে পথের ধুলোয়। শাস্ত্রেরই কথা 'হরতি নিমেষাৎ কাল সর্বম।'

শিবধন ॥ এবার তত্ত্ব আর শাস্ত্রের কথা থাক্। যে জন্যে তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম···আমার পাঁচশ টাকা চাই ঘোষাল—

মৃত্যুঞ্জয় ॥ (অমায়িক হাসিতে) আপনার টাকার দরকার ? সে জন্যে একটা আদেশ, না, না, তাও নয়, শুধু ইচ্ছে প্রকাশটাই যথেষ্ট রায়মশাই। তবে আপনি তো সবই দেখছেন, এই যুদ্ধের বাজারে তেজারতির কারবার যেন হঠাৎ জুড়িয়ে এলো। মহাজনীটা আজকাল মোটা লাভের ব্যবসা থাকছে না রায়মশাই।

শিবধন ॥ (গম্ভীরভাবে) ওত ভণিতা না করে সোজা ভাষায়ই বলো না কেন ঘোষাল—কিছু বাঁধা না রেখে টাকা আগাম দেবার ইচ্ছে তোমার নেই।

মৃত্যুঞ্জয় ॥ (বিনয়াবনত ভঙ্গীতে) ও কথা বলে আর আমাকে ঋণী করবেন না।

শিবধন ॥ দেউলে শিবধন রায় ! কপর্দকহীন শিবধন রায় (অনুতাপে ও ক্ষোভে) আমার চাওয়াটাই ভুল হয়েছিল।

মৃত্যুঞ্জয় ॥ এসব বলে শুধু আমারই অপরাধ বাড়াচ্ছেন রায়মশাই।

শিবধন ॥ বেশ, বাঁধাই রাখব, তবু পাঁচশ টাকা আমার চাই-ই। তা এই বাড়ীটাত এখনো আছে—এটাই তোমার কাছে বাঁধা রইলো, লিখে দিচ্ছি।

মৃত্যুঞ্জয় ॥ কিচ্ছু না, কিচ্ছু দরকার হ'বে না। আপনি মুখে বলেছেন তাই যথেষ্ট। হাকিম বদলালেও হুকুম বদলাবে না।

শিবধন ॥ টাকাটা কালই দিচ্ছ তো ?

মৃত্যুঞ্জয় ॥ টাকা যদি আপনাদের দশজনের কাজে না লাগলো—তবে যখের ধনের মত এগুলো আগলে ত আমি সারা জীবন বেঁচে থাকব না রায়মশাই ॥ জীবনটা হচ্ছে পদ্মপত্রে জলবিন্দুর মত, অতীব ক্ষণস্থায়ী, অতিশয় চপল, আর বিষয় বলুন, সম্পত্তি বলুন, যতদিন চোখ খোলা আছে ততদিন সবই আমার, আর দুচোখ বুজলেই সব অন্ধকার—

শিবধন ॥ আমি সেই অন্ধকারের বুকেই ছুটে চলেছি—উল্কার গতিতে। কেউ এর গতিরোধ করতে পারবে না, কেউ না। (অকস্মাৎ তিনি মোহাচ্ছন্নের মত আবৃত্তি করিতে লাগিলেন) "ইচ্ছে করে কাঁদি, চীৎকার করে কাঁদি, আমার অশ্রুজলে পৃথিবী ভেঙে চুরে ভাসিয়ে দিই। কিন্তু অশ্রুর উৎস শুকিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে মনে হয় ভিতরে অশ্রু জমাট হ'য়ে গেছে, অবিচারে অত্যাচারে ঈশ্বরকে পর্য্যন্ত ছেয়ে ফেলেছে।"

মৃত্যুঞ্জয় ॥ আজ্ঞে…

শিবধন ॥ ভাবছ সম্পত্তির শোকে লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গেলো নাকি। না ঘোষাল, সব জিনিষের মধ্যে ঐ মাথাটাই এখনো ঠিক আছে—আর মাথাটা ঠিক রাখবার জন্যেই সংসারকে ভুলে থাকতে চাই—অভিনয়ে

চাণক্যের পার্ট আবৃত্তি করিতে লাগিলেন

"মাঝে মাঝে সমুদ্রের মত তরঙ্গ তুলে' ধেয়ে আসি কিন্তু তীরে বাধা পেয়ে গভীর হতাশ্বাসে ফিরে যাই। কোন শক্তি নেই, কোন শক্তি নেই। বিচক্ষণ, বিদ্বান, কূট না? ঠিক, শুনেছিলে, কেবল শুননি যে তার হৃদয় নেই, তার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে।"

সচেতন হইয়া উঠিলেন

(উৎফুল্ল কণ্ঠে) ঘোষাল, আমি নাটক করব, চাণক্যের পার্টে শিবু রায় আবার সারা সহরে উন্মাদনা জাগিয়ে তুলবে। হালে সাত রকম দেখিয়েছে, আমি দশ রকম করে ফুটিয়ে তুলব। আমাদের নাট-মন্দিরে আবার জাগবে ঐক্যতান, আবার বাজবে নর্ত্তকীর নূপুরধ্বনি। সব গেছে—বাড়ীটাও যাক্, তোমার কাছে বাঁধা রইলো। টাকা আমার চাই-ই ঘোষাল—টাকা আমার চাই-ই।

চাকর একটা কার্ড আনিয়া শিবধন রায়ের হাতে দিল। তিনি পড়িলেন

H. P. Mitter
Military Contractor & order Supplier.

ঠিক চিনতে পারছি না তো

চাকরকে লক্ষ্য করিয়া

আচ্ছা, আসতে বল।

শিবধন রায় উত্তেজনায় ঘন ঘন তামাক টানিতে লাগিলেন। অন্য দরজা দিয়া সুট পরিহিত একজন যুবক প্রবেশ করিল। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। শিবধন রায় প্রথমে চিনিতে পারিলেন না। তারপর চশমা চোখে আঁটিয়া বসিলেন। হীরালাল প্রণাম করিল।

ও! আমাদের পল্টু। আমি তো ভেবেই পাইনে H. P Mitter কোত্থেকে এলেন? তা' আজকাল বুঝি কার্ড পাঠিয়ে সব দেখাশুনা করছ?

হীরালাল ॥ আজ্ঞে, তা নয়। অনেক বদলে গেছি কিনা. সেই একমাথা ঝাকড়া চুলের হাফসার্ট পরা দুরন্ত পল্টুতে আর হীরালালে অনেক তফাৎ. জ্যেঠামশাই। ভাবলাম হঠাৎ দেখলে হয়ত চিনিতেই পারবেন না।

মৃত্যুঞ্জয় ॥ (টানিয়া টানিয়া) চৌধুরী ম'শায়ের ডানপিটে ভাগনে না রায়মশাই?

হীরালাল ॥ (প্রণাম করিয়া) আমাকে তো এত সহজে ভুলবার কথা নয় ঘোষাল কাকা। আপনার ফুল বাগানের দুরবস্থার জন্যে এ হতভাগাইত দায়ী।

মৃত্যুঞ্জয় ॥ বসো বাবাজী, বসো।

হীরালাল চেয়ারে বসিল

একেবারে হ্যাটকোট পরে সাহেবটী সেজে আছ বাবাজী।

হীরালাল ॥ (মৃত্যুঞ্জয়ের দিকে) সারাদিন সাহেব সুবোর সঙ্গেই কারবার কিনা, সুট ছাড়া দেখাটি করার জো আছে নাকি। আজ কলকাতায়, কাল বোম্বে, টাই আর কলার টাইট না থাকলে দোরগোড়া থেকেই বলবে "আভি নিকেল যাও।"

শিবধন ॥ (হীরালালের দিকে) কন্ট্রাক্ট নিয়েছ ? বাঁশ, না বোল্ডার ?

হীরালাল ॥ ও দুটোতে মোটেই মার্জিন নেই জ্যেঠামশাই শুধু পরিশ্রমটাই পণ্ডশ্রম। আমি পাঠা খাসির চালান দিচ্ছি।

মৃত্যুঞ্জয় ॥ (নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া) হিন্দুর ছেলে হ'য়ে পাঠা খাসি জবাই করছ ? কাজটা কি খুব সঙ্গত হ'লো বাবাজী !

হীরালাল ॥ ওসব উচ্চ অর্থনীতির কথা কাকা, ওসবের রহস্য আপনি বুঝবেন না।

শিবধন রায় নিরবে তামাক টানিতে লাগিলেন

মৃত্যুঞ্জয় ॥ তা বটে, তা বটে।

হীরালাল ॥ আর এই পাঠা খাসি কেটেই মামার বাড়ীতে আশ্রয় পেলাম ঘোষাল কাকা।

শিবধন ॥ (উঠিয়া দাড়াইলেন) কাটো হে কাটো, মানুষ গুলোকে বাদ দিয়ে যত খুসী কাটো। (মৃত্যুঞ্জয়ের দিকে) আমার আহ্নিকের সময় হ'লো ঘোষাল, তা টাকাটা কালই পাঠিয়ে দিও। তুমি বস পল্টু।

শিবধন রায় ভারিক্কী ভঙ্গীতে প্রস্থান করিলেন

মৃত্যুঞ্জয় ॥ আমাকেও উঠতে হয় ! বাবাজী সবই লীলাময়ের লীলা, তাঁর ইচ্ছা।

মৃত্যুঞ্জয়ের প্রস্থান। হীরালাল একখানি দেয়ালে টাঙ্গানো ছবির নিকট উঠিয়া গেল। একটু পরেই পা'ন হাতে নিয়া ধীর পদক্ষেপে প্রবেশ করিল মণিকা

মণিকা ॥ (হীরালালের পাশের টিপয়ে পান রাখিয়া) আপনার পান।

হীরালাল ॥ (পেছন ফিরিয়া উৎফুল্লস্বরে) পান. তা' আমি তো আর পালিয়ে যাচ্ছি না। এত ব্যস্ততা কিসের ?

মণিকা ॥ (সংযতকণ্ঠে অন্যদিকে তাকাইয়া) বাবা চা দিতে বলেছিলেন. কিন্তু আমাদের চিনি ফুরিয়ে গেছে। তাই চায়ের বদলে শুধু পানই দিতে হ'ল।

হীরালাল ॥ কেন এসব মিছিমিছি হাঙামা করা।

মণিকা ॥ এতদিন পর আমাদের বাড়ীতে এসেছেন, শুধু মুখে ফিরে যাবেন সেটা যে আমাদের পক্ষে কতখানি লজ্জার···

হীরালাল ॥ লজ্জা ভাবলেই লজ্জা, নইলে আমি ত তোমাদের অতিথি হয়ে আসিনি যে চা, পান এসবের জন্য সারা বাড়ী তোলপাড় করে বেড়াচ্ছ।

মণিকা ॥ শুধু মুখে চলে গেলে মা ভারী রাগ করবেন।

হীরালাল ॥ আমি যে এ ক'দিনেই তোমাদের এত পর হয়ে গেছি, তা তো, জানতাম না।

মণিকা ॥ (প্রসন্ন হাসিতে) আপনি আমাদের সব জানেন বলেই তো, ভেতরের কথা খুলে বলতে আমার সংকোচ নেই।

হীরালাল ॥ থাকা উচিত নয়, ক'বছর আগেও পেয়ারা কেড়ে নিয়ে তোমায় জ্বালাতন করেছি. আজ আবার না চা, পানের জন্যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠ।

মণিকা ॥ এসব বলে আমাদের লজ্জা আর বাড়াবেন না পল্টুদা।

হীরালাল ॥ আমি কি এ বাড়ীতে নতুন, না জেঠ্যামশাই তাঁর ডানপিটে ভাইপোর সঙ্গে সম্পর্কটা একেবারেই তুলে দিলেন !

মণিকা ॥ বাবা আজকাল কারো সঙ্গেই বড় একটা দেখাশোনা করেন না কি না ··

হীরালাল ॥ এই যে সরলতা, এই যে আন্তরিকতা, আমি যে কত খুসী হয়েছি মণি, এর বদলে মাংস পোলাও দিয়ে অভ্যর্থনা করলেও আমি বেশী সন্তুষ্ট হতাম ভাবো ?

মণিকা ॥ আপনি তবু নিজের জোরে বরাত ফিরিয়ে নিলেন, দাদা ত এখনো সেই থিয়েটার নিয়েই মত্ত। চাকরীর নাম শুনলেই তার হাড়ে কাঁটা ফুটতে থাকে।

হীরালাল ॥ ভালো, তবু ভালো,- একটা নেশা নিয়ে আছে, আর্ট, কালচার ·· আমাদের জীবন তো স্রোতের শ্যাফলা।

মণিকা ॥ পরিবার যে ডুবতে বসেছে সেদিকে যদি একটু নজর থাকুক।

হীরালাল ॥ (বিহ্বল-কণ্ঠে) ঠিক আমার মত—ভেসে যাচ্ছি—আশ্রয়ের অভাবে।

মণিকা ॥ মা'র সঙ্গে আপনার আলাপ হলো না.—তাঁকে ডেকে দোব ?

হীরালাল ॥ আজ এই বেশে, এই সাহেবী পোষাকে নয়, (আবেশ-বিহ্বল কণ্ঠে) আমার যত কথা তোমাকে বলার জন্যে।···

মণিকা ॥ এসব কথা আজ থাক পল্টুদা !

হীরালাল ॥ রাগ করে তুমি না শুনতে পার, তবু তোমাকে আমার জানাতেই হবে। একটা আশ্রয়, একটা অবলম্বন ছাড়া পুরুষের সংসার গড়ে উঠে না, টাকাকড়ি, বাড়ী গাড়ী থাকলেও না।

মণিকা ॥ এসব জেনে কা'র কী লাভ ?

হীরালাল ॥ তোমার শুনে হয়ত কিছুই লাভ নেই, কিন্তু এ সব না জানালে আর একজনের ক্ষতির তুলনা নেই। (আবেগ স্পন্দিত কণ্ঠে কাছে গিয়া) তুমি বিশ্বাস কর মণি, তোমার প্রতি আমার সেন্টিমেণ্ট, সে আজকের নয়।

এমন সময় আবৃত্তি করিতে করিতে বিজন নাটকীয় বেশে ঘরে ঢুকিল। প্রিয়দর্শন, চোখে পাঁশ-নে, সর্বাঙ্গ ধয়োধরো ভাব, "সীতা" নাটক আবৃত্তি করিতেছিল। মণিকার দ্রুত প্রস্থান

"কার কণ্ঠস্বর, ওরে কার কণ্ঠস্বর।
স্বর্ণময়ী দেবীর প্রতিমা
মানসী হইয়া চির পরিচিত পুরাতন কণ্ঠস্বরে···

হীরালালের দিকে চোখ পড়িতেই নিজের ভ্রম কি সত্যি বুঝিবার চেষ্টা করিল।

তুমি ? Are you ? Really ?

খুসীতে তার বাক্য নিঃসৃত হইল না। হীরালালকে প্রায় জড়াইয়া ধরিল

হীরালাল ॥ শ্রীহীরালাল প্রসাদ মিত্র—ওরফে পল্টু, মিলিটারী কনট্রাক্টার এণ্ড অর্ডার সাপ্লাইয়ার।

বিজন ॥ একটা খবরও দিতে নেই !

হীরালাল ॥ তুমি তো সীতার বিরহে কাতর, আমাদের ডাক তো তোমার কানে পৌঁছবে না।

বিজন ॥ (তৃপ্তি ও গর্ব্বের হাসিতে) সরস্বতী পূজায় 'সীতা'প্লে নামাচ্ছি কি না—তাই একটু ব্যস্ত আছি।

হীরালাল ॥ তা'ত শুনতেই পেলাম। তুমি তো ফিমেল্ এক্টিং এ সেই সেকেণ্ড-টু-নান বিজনই আছ।

বিজন ॥ (বিনীত লজ্জায়) নেহাতই মেয়ে এক্টারের অভাব, নইলে মেয়ে ছাড়া কি মেয়ের পার্ট মানায় ? (চিত্রাঙ্গদা হইতে আবৃত্তি)

বিজন ॥ 'দক্ষিণ সমীরে দূর গগনে
একেলা বিরহী গাহে বুঝি গো
কুঞ্জবনে মোর মুকুল যত
আবরণ বন্ধন ছিঁড়িতে চাহে'।

যারা শুনেছে, তারাই বলেছে 'ইউনিক'। ও পার্টে মেয়েরাও হার মেনে যেত।

ঘরের অপর প্রান্ত হইতে সৌম্য প্রশান্ত হাসিতে প্রবেশ করিলো শঙ্কর। পরণে খদ্দরের কাপড় ও পাঞ্জাবী, কম্যুনিষ্ট কর্মী

শঙ্কর ॥ তার কারণ বাংলা দেশের পুরুষরা সব মেয়ে হয়ে যাচ্ছে বিজনবাবু

কপালে চোখ তুলিয়া ব্যঙ্গকণ্ঠে

বিজন ॥ কে তুমি বাবা 'সার্মন-কীং', বিবেকানন্দের বীরবাণী শোনাতে এলে।

তারপর পশ্চাৎ ফিরিয়া তাকাইয়া

হ্যালো, কমরেড মার্কস্, চাষা মজুরদের বেশ তো ক্ষেপিয়ে বেড়াচ্ছিলে, আমাদের গরীবদের কথা হঠাৎ কি ভেবে স্মরণ করলে কমরেড্ দাদা।

শঙ্কর ॥ (উদার হাসিতে) রাজনীতি নিয়ে তাহলে আজকাল নাড়াচাড়া করছেন?

বিজন ॥ রাজনীতিটা তোমাদেরি মনোপলি থাক ভাই। আমাদের ঝুকিয়ো না।

শঙ্কর ॥ দয়া করে একবার মণিকাকে ডেকে দেবেন।

হীরালাল বাঁকা দৃষ্টিতে তাকাইল

বিজন ॥ সহোদর ভাইটার মাথা ত খেয়েছ, এখন দয়া করে মণির কানে লাল ইস্তাহার আর জাপানকে রুখবার মন্ত্রটা ঢুকিয়ো না কম্যুনিষ্ট ভিয়ার, আমাদের মুখের দিকে তাকিয়েও ওকে দয়া কর।

হীরালাল ॥ আমার সাড়ে ছ'টায় ষ্টোরে যেতে হবে—এবার উঠি তবে।

বিজন ॥ আমারও রিহার্স্যাল,—চলো একসঙ্গেই যাই।

দুইজনের প্রস্থান। শঙ্কর নীরবে কাগজ পড়িতে-ছিল, হঠাৎ বেগে প্রবেশ করিল হীরালাল, শঙ্কর কিছু জিজ্ঞাসা করিবার জন্ম মুখব্যাদন করিল. হীরালাল টুপি ফেলিয়া গিয়াছিল. টুপি নিয়া শঙ্করের দিকে কুটিল কটাক্ষপাত করিয়া বাহির হইয়া গেলো। শঙ্কর আবার দৈনিকে মনোনিবেশ করিল. একটু পরেই প্রবেশ করিল মণিকা

মণিকা ॥ (কাছে গিয়া বিস্মিত কণ্ঠে) শঙ্কর দা...

শঙ্কর ॥ (উজ্জ্বল হাস্যে) খুব অবাক হয়ে গেছ ত—আমাকে হঠাৎ এভাবে এ অবস্থায় দেখে।

মণিকা ॥ অবাক তো তুমি আমায় আজ নতুন করলে না, (কাছে ঘেষিয়া) কখন এলে ?

শঙ্কর ॥ এই খানিকক্ষণ।

মণিকা ॥ ডাক নি কেন ?

শঙ্কর ॥ ডাকলেই কি আসতে ?

মণিকা ॥ (বাঁকাসুরে) তার মানে ?

শঙ্কর ॥ এত বড় বাড়ী, কে কার ডাক শুনতে পায় ?

মণিকা ॥ তুমি হাসালে শঙ্কর দা।

শঙ্কর ॥ কান্নাটা আমি মোটেই পছন্দ করিনে কিনা।

মণিকা ॥ তোমার গলার আওয়াজ চিনে নিতে আমার এক মিনিট ও দেরী হতো না, অবশ্য যদি...

মণিকা নীরব হইল

শঙ্কর ॥ এ কি? কথা কইছ না যে?

মণিকা ॥ ভাবছিলাম···

শঙ্কর ॥ নিশ্চয়ই আমার শরীরের কথা ভাবছিলে? 'নিয়মে খাওয়া নিয়মে শোয়া, এই তো? পুরুষদের বুড়ো খোকার মত আগলে না রাখতে পারলে মেয়েদের তৃপ্তি নেই।

মণিকা ॥ (স্বপ্নালু সুরে) ভাবছিলাম আজ থেকে তিন বছর আগে, এমনি এক শীতের রাতে

মুহূর্তে মঞ্চের আলো নিভিয়া গেলো। মঞ্চ অন্ধকার। ভিতর হইতে নাটকের আবৃত্তি ভাসিয়া আসিতেছে।

"ঐ তারা আসছে—তুমি অন্তরালে অবস্থান কর। স্বাধীনতা রক্ষার সাধনা যদি ব্যর্থ হয়—পরাধীনতা দূর করবার সাধনা নিয়েই যাব ভারতের গ্রামে গ্রামে—ঘরে ঘরে—কিন্তু স্বাধীন দেশের চেয়ে পরাধীন দেশে হবে ভীষণতর ভ্রমণ—স্বাধীনতার এই সমাধিতে সেই বেইমানদের ধ্বংস করে তবে আমরা যাব।"

মঞ্চে আলো জ্বলিয়া উঠিল! মণিকার শয়নকক্ষ খাটের একাংশ দেখা যাইতেছে! স্কার্ফ খাটের উপর ছড়ানো। মণিকা আয়নার সামনে প্রসাধনরত। এখনই শুইতে যাবে। পরণের কাপড় অবিন্যস্ত। রাত্রি প্রায় এগারোটা! সারা বাড়ী নিস্তব্ধ, হঠাৎ খুট করিয়া শব্দ হইল! মণিকা চমকিয়া উঠিল। অবিন্যস্ত বসনে একটী লোক ঘরে প্রবেশ করিল—হাতে চামড়ার ব্যাগ, মণিকা অপ্রস্তুতভাবে স্কার্ফটা গায়ে জড়াইয়া সাহসের সঙ্গে ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

মণিকা ॥ কে, কে, আপনি ?

আগন্তুক ॥ আমি ? (ব্যাগটা টেবিলে রাখিয়া) আমি মানুষ।

মণিকা ॥ ঠাট্টা করবার জায়গা যে এটা নয়, তা বোঝবার মত জ্ঞান আপনার নিশ্চয়ই আছে।

আগন্তুক ॥ (ক্লিষ্ট হাসিতে) ঠাট্টা. জীবন মরণের প্রশ্ন নিয়ে কেউ ঠাট্টা করে না শ্রীমতী· (থামিয়া) আমার আশ্রয়দাত্রীর নাম জানতে আপত্তি আছে কি ?

মণিকা ॥ জানবার দরকার নেই! এত রাত্তিরে ভদ্রলোকের বাড়ীতে ঢুকতে আপনার ভদ্রতায় বাধলো না ?

আগন্তুক ॥ ভদ্রতার খাতিরে পুলিশের দড়ি হাতে পরবার শখ আমার নেই। অবিশ্যি এ ঘরে যে কোন মেয়ে আছেন তা আমি জানতাম না, আর জানলেও আমাকে ঢুকতেই হতো।

মণিকা ॥ কে আপনি ?

আগন্তুক ॥ আমি কে তা নাই বা জানলেন। আত্মীয়তা পাতাতে আমি আসিনি, কাল ভোরের আলো ফুটবার আগেই আমি এ শহর ছেড়ে চলে যাব।

মণিকা ॥ কী আপনার উদ্দেশ্য ?

আগন্তুক ॥ (পরম নির্ভয়ে ইজি চেয়ারে বসিয়া) চুরি নয়, ডাকাতি নয়, তা চেহারা দেখেই বুঝতে পারছেন।

মণিকা ॥ তবে কেন আপনি এত রাত্তিরে ঢুকেছেন ?

আগন্তুক চুপ করিয়া রহিল। তারপর পাশের বইটির প্রথম পৃষ্ঠায় চোখ বুলাইয়া অনুচ্চকণ্ঠে পড়িল—

মণিকা রায়

আগন্তুক ॥ এই দেখুন নাম জানবার দরকার নেই বলছিলেন তবু জানলাম, জানার দরকার ছিল।

মণিকা ॥ এক্ষুণি যদি আপনি বেরিয়ে না যান ··

আগন্তুক ॥ তা হলে আপনি দারোয়ান ডাকবেন তো? এখানে এলে দারোয়ান, বাইরে বেরুলে পুলিশ ; কি মুস্কিলেই যে ফেলেছেন।

মণিকা ॥ আপনার গল্প শুনবার মত মনের অবস্থা আমার নয়।

আগন্তুক ॥ দারোয়ানই ডাকুন আর পাড়ার লোকই জড়ো করুন, বাইরে আমি সিকি পাও বাড়াচ্ছি না।

মণিকা ॥ আপনি যাবেন না ?

আগন্তুক ॥ এখন অবশ্যই নয়, কাল ভোরের আগে নিশ্চয়ই।

মণিকা ॥ এ জিদের মানে ?

আগন্তুক ॥ আশ্রয়, শুধু এক রাত্রির জন্যে মাথা গুঁজবার মত একটু থা.ন ঠাই।

মণিকা ॥ এই বুঝি আশ্রয় চাইবার নমুনা ? জোর করে রাত এগারটায় ··

আগন্তুক ॥ রাত এগারোটায় ফেরারী আসামীকে কে জামাই আদরে ডেকে আনতো বলুন ?

পকেট হইতে আগন্তুক একটা রিভলভার বাহির করিল।

মণিকা ॥ (অনুচ্চ আর্ত্তনাদে) পিস্তল ?

আগন্তুক ॥ (হাসিয়া) না, রিভলবার। আপনার অত খুটিয়ে জানবার কথা নয়।

মণিকা ॥ বিপ্লবী (আচ্ছন্ন বিস্ময়ে) আপনি বিপ্লবী ?

আগন্তুক ॥ বিপ্লবী বল্লে প্রাপ্যের অতিরিক্ত সম্মান দেওয়া হয়। তার চেয়ে বলুন ডাকাত—স্বদেশী ডাকাত।

এমন সময় ভিতর হইতে শিবধন রায়ের আবৃত্তি ভাসিয়া আসিল।

"ধিক, ধিক শত ধিক জীবনে আমার।
সভামাঝে উচ্চকণ্ঠে কহিল রমণী
সুত পুত্রে না বরিব কভু।
বিষশল্য সম বাণী পশিল অন্তরে
দুর্নিবার জ্বালা তার সহিতে না পারি
মৃত্যু শ্রেয়ঃ শতগুণে মৃত্যু শ্রেয়
লাঞ্ছিত জীবন হতে।"

আশঙ্কায় মণিকার মুখ শুকাইয়া গেল, করুণ কণ্ঠে

মণিকা॥ আপনি যান, দয়া করে আপনি যান, বাবা হয়ত এক্ষুনি এসে পড়বেন।

আগন্তক॥ আপনার বাবা? আবৃত্তি শুনলাম কার—রাত এগারোটায়?

মণিকা॥ (শঙ্কিত গলায়) বাবা রিহার্সেল থেকে ফিরলেন, সারাদিন নাটক নিয়েই মেতে আছেন (মিনতি করিয়া) আপনি যান, হঠাৎ যদি এসে পড়েন তবে আর রক্ষে থাকবে না।

আগন্তক॥ তা বেশ ত, আপনি শুতে যান, আমি না হয় ইজি চেয়ারটা বাইরের বারান্দায় নিয়ে যাচ্ছি। চাদর মুড়ি দিয়ে শুতেই রাত কাটিয়ে দোব।

ভিতর হইতে শিবধন রায়ের গলা শোনা গেল 'বড় বৌ, বড় বৌ'। মণিকা শঙ্কায় বিবর্ণ ও চঞ্চল হইয়া উঠিল।

মণিকা॥ (খানিক ভাবিয়া) এই ঠাণ্ডায়, বারান্দায়? না, না, তার চেয়ে ঐ পাশের কামরা খোলা আছে, ছোড়দার বিছানায় শুয়ে পড়ুন। ওর আজ বাড়ী ফেরবার আশা কম।

আগন্তুক। (কৃতজ্ঞচিত্তে) ধন্যবাদ (ব্যাগটা হাতে নিয়া) হয়ত এই প্রথম ও শেষ দেখা, রাজনৈতিক ফেরারী আসামীর এক পা ত এমনি জেলে, তবু যদি আবার দেখা হয়···

মণিকা ॥ ক্ষণিকের পরিচয় অন্ধকারেই হারিয়ে যাবে না।

আগন্তুক ॥ নিশীথরাতের অতিথি ও ভুলে যাবে না--তার আশ্রয়দাত্রীকে, দেখা যদি না-ই বা হয় তবু দূর থেকে সে জানাবে কৃতজ্ঞ নমস্কার।

মণিকা ॥ যদি কোনদিন দেখা হয়, বিপ্লবী বলে ভয় পাব না--পেতে দেব আশ্রয়ের আসন।

দুজনেই ভাবঘন হইয়া আসিল, গভীর নীরবতা।

আগন্তুক ॥ এই মুহূর্তের আশ্বাস এক সৃষ্টি-ছাড়া বিপ্লবীর জীবনে চিরদিনের সম্পদ হযে বেঁচে থাকবে। নমস্কার মণিকা দেবী।

মণিকা বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, নীরবে হাত তুলিয়া প্রতি নমস্কার করিল, আলো নিবিয়া গেলো, আবৃত্তি ভা সয়া আসিল।

"খুব বেশী হলে, এক লক্ষ ? দু'লক্ষ ? আমি তোমায় সমগ্র মুঙ্গের অর্পণ করচি। বিশ্বাসঘাতকতা করো না। তাতেও যদি তৃপ্ত না হও, তুমি কি চাও বল. অসংকোচে বল। কিন্তু বেইমানি, বেইমানি করো না আরাব আলি। নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্যে একটা স্বাধীন জাতিকে, একটা স্বাধীন দেশকে—বিদেশীর কাছে বিক্রয় করো না।"

মঞ্চে আলো জ্বলিয়া উঠিল। পূর্বের দৃশ্য—শঙ্কর ও মণিকা।

মণিকা ॥ (স্বপ্নালু সুরে) শহর ছাড়া তোমার হলো না। পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্যে তুমি পালিয়ে বেড়ালে এ বাড়ী থেকে ও বাড়ী, আর লুকিয়ে লুকিয়ে আমি ছুটে গেলাম তোমার পেছনে, খাবার

হাতে নিয়ে। তারপর তোমাকে ধরলো সর্ব্বনাশা রোগে—চলে গেলে তুমি দূরে—শহর ছেড়ে, সবাইকে ছেড়ে, আমাদের ছেড়ে।

শঙ্কর ॥ সে সব পুরণো কথা মনে পড়ছে ?

মণিকা ॥ পড়েছ, ঠিক যেন স্বপ্নের মত, ছবির মত।

শঙ্কর ॥ স্বপ্নটা সত্য না হয়ে উঠলে তা সুন্দর থাকে না—আঘাতে, বেদনায় হয়ে উঠে কুৎসিত। ছবিকে স্পষ্ট না রাখতে পারলে, ম্লান হয়ে যায় অবহেলায়।

প্রথমে ইস্তাহার ও পরে পুস্তিকা দিয়া

এই আমাদের ছবি ও স্বপ্ন—দেশের, স্বাধীনতার। আর একে সত্য করে তুলবার দায়িত্ব শুধু পুরুষের নয়, তোমাদেরও।

শঙ্কর উঠিয়া দাঁড়াইল

মণিকা ॥ এরই মধ্যে উঠবে ?

শঙ্কর ॥ হ্যাঁ, এগুলো রেখে যাচ্ছি,

শঙ্করের হাত হইতে প্রচারপত্রগুলি গ্রহণ করিল

মণিকা ॥ রিভলবার ছেড়ে কলম ধরেছ ?

শঙ্কর ॥ মতটা বদলে গেল কি না—তাই পথটা ও ছাড়তে হলো।

শঙ্করের প্রস্থান। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অশোকের প্রবেশ:
অত্যন্ত ত্রস্ত ভঙ্গী, হাতে একটা বাণ্ডিল, হাফ্ সার্ট গায়ে।

মণিকা ॥ ছোড়দা, তবু ভালো বাড়ীর কথা মনে পড়লো।

অশোক ॥ (একটা বাণ্ডিল মণিকার প্রতি আগাইয়া) এটা ঠাকুর ঘরের কুর্শির নীচে চট্ করে রেখে আয় তো, দেখিস খুব সাবধানে, কেউ যেন জানতে না পারে।

মণিকা ॥ এটা কি ছোড়দা ?

অশোক ॥ সে পরে বলবখ'ন। এখন আমার সময় নেই।

মণিকা ॥ ঘোড়ায় চড়ে আসছ, ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছ, বাড়ীতে ক'দণ্ড থাক তুমি শুনি ?

অশোক ॥ তর্ক করবার সময় আমার নেই। ওটা আগে রেখে আয়।

মণিকা ॥ আজ লক্ষ্মীবার, চান করে এসেছি, ওতে কি না কি, যা তা ছুঁয়ে আবার গা ধুতে পারব না।

অশোক ॥ উঃ, জাত আর জেরা (অসহিষ্ণু ভঙ্গীতে) রেখে আয় না ছাই।

মণিকা ॥ আগে বলো ওতে কি ?

অশোক ॥ ওতো উকিল ব্যারিষ্টারের মত জেরা কেন শুনি ?

মণিকা ॥ রুজি রোজগারের সঙ্গে তোমাদের যে রকম অহিনকুল সম্বন্ধ, শেষে আমাকেই উকিল, ব্যারিষ্টার কি ডাক্তার, যা হোক একটা কিছু হতে হবে।

অশোক ॥ লেকচারটা একটু থামাত, বাণ্ডিলটা রেখে আয় দিকিন্।

মণিকা ॥ আগে শুনি কী এমন সাতরাজার ধন গজমোতির হার ওতে লুকনো আছে।

অশোক ॥ হার নয়, হাতিয়ার, (গলা নামাইয়া) তার কাটার সব যন্ত্রপাতি।

মণিকা ॥ (আতঙ্কে শিহরিত হইল) কী সাংঘাতিক, তুমি বুঝি ওদের দলে আছ ?

অশোক ॥ চুপ, আস্তে বল্। বাবা শুনতে পেলে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধাবেন।

মণিকা ॥ এ সব ষড়যন্ত্রে জড়ানো তোমার ভালো হচ্ছে না ছোড় দা।

অশোক ॥ এর নাম ষড়যন্ত্র ! মেয়েদের এ জন্যেই সিরিয়াস্ কিছু বলতে নেই। দুনিয়ার সব বড় আদর্শ বার বার মেয়েদের জন্যেই পণ্ড হয়ে গেছে।

মণিকা ॥ দেখনি, মার শরীর দিন দিন কি রকম শুকিয়ে যাচ্ছে—শুধু তোমাদের কথা ভেবে। তুমি কলেজে পড়বে, পাশ করবে, চাকরী করে মা'র দুঃখ ঘোচাবে···

অশোক ॥ সারা দেশ জুড়ে আজ দুর্ভিক্ষ, মহামারী আর প্লাবনের তাণ্ডব নৃত্য। এমন দিনে আমি পুঁথিতে মাথা গুঁজে শুধু পাশ করে যাব ?

মণিকা ॥ এর পরিণাম ফল কি ভেবে দেখেছ ?

অশোক ॥ এ পথে অনেক দুঃখ, অনেক লাঞ্ছনা। কিন্তু ভুলে যাচ্ছিস কেন পায়রার পালকে শুয়ে যুদ্ধ করা চলে না।

মণিকা ॥ তোমার যদি ভাল মন্দ একটা কিছু হয়,' মার অবস্থা কি হবে?

অশোক ॥ জানি, তার বুকে বাজবে, দারুণ বাজবে, হয়ত এ আঘাত তিনি সইতে পারবেন না।

মণিকা ॥ তবে কেন ওপথে পা বাড়াচ্ছ ?

অশোক ॥ তাঁর মত শত শত মায়ের বুক থেকে ছেলেকে ছিনিয়ে নিয়েছে দেশের দাবী। হাজার হাজার ছেলের আত্ম-বলিদানে গড়ে উঠেছে জাতির মুক্তি-যুদ্ধের ইতিহাস—এ সইতে হবে, হাসিমুখে সইতে হবে।

এমন সময় শিবধন রায়ের গলা শোনা গেল "মণি, মণি, কার গলা শুনছি মা। অশোক এসেছে ?" অশোক ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়া চুপ থাকিতে বলিল। তারপর পা টিপিয়া টিপিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রায় বাহাদুর গণপতি চৌধুরীর ড্রয়িংরুম। রায় বাহাদুর হিন্দু মহাসভাপন্থী এম. এল, এ। তাই আধুনিকতার সঙ্গে ভারতের অতীত ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির প্রতি মমত্ববোধের এবং শ্রদ্ধার সংমিশ্রনের ছাপ আছে গৃহ-রচনায়। শ্রীঅরবিন্দ, রামকৃষ্ণ, চৈতন্য, বুদ্ধ প্রভৃতি ধর্মনেতা এবং সমাজ সংস্কারকদের তৈলচিত্র সাজানো আছে, একদিকে পিয়ানো—অন্য ধারে বৌদ্ধ মূর্ত্তি। পিছনে দোতালা হইতে নামিবার সিড়ির অর্দ্ধাংশ দেখা যায়।

রায়বাহাদুর গণপতি চৌধুরী এবং সাপ্তাহিক 'আওয়াজ' সম্পাদক প্রতুল তরফদারের প্রবেশ। হিন্দু মহাসভাপন্থী গণপতি চৌধুরী এম, এল এ, কথা বলেন দৃঢ়তাব্যঞ্জক আবেগে। "অখণ্ড হিন্দুস্থান" এবং হিন্দু প্রাধান্য ও প্রতিপত্তিতে বিশ্বাস তাঁর ভবিষ্যত ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার স্বপ্নে উজ্জ্বল ও উচ্চারিত। চুলগুলি শুভ্র, দীর্ঘ, ঋজুদেহ, মর্য্যাদা-দীপ্ত চলন ও বলার ভঙ্গী। একহাতে দামী চুরুট অন্য হাতে দৈনিক কাগজ। প্রতুলবাবুর পরণে মোটা খদ্দর, পায়ে পাম্পসু, জহরব্যাণ্ড ভেস্ট্ পরা—খুব তুখোড় এবং প্রত্যুৎপন্নমতি, রাজ-নৈতিক মতবাদে তিনি উগ্রপন্থী, বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ, একটু ছন্নছাড়া। দুজনেই আলোচনা করিতে করিতে প্রবেশ করিতেছেন। মুরারী কি একটা হিসাব দেখিতেছে, শঙ্কর জবাবের প্রত্যাশায় উদ্‌গ্রীব।

গণপতি ॥ মূর্খ, তারা মূর্খ! বই পড়ে যারা পলিটিক্স করতে নামে, তারা হিন্দুকেও জানে না, মুসলমানকেও না। তাই গোটা দেশটাকেই তাদের জানা হয় না।

তিনি কাগজে মনোযোগ দিলেন।

প্রতুল ॥ মূর্খ সবাই প্রথমে বলেছিল স্যর, তারপর র‍্যাডিকেল লীগ যখন কম্পাস বের করে ইঞ্চি মেপে দেখিয়ে দিলে—ভারতের স্বাধীনতালাভ করার প্রশ্নটা এখন আর উঠছে না, প্রশ্নটা হচ্ছে কী ভাবে ন্যাশন্যাল গবর্ণমেণ্ট formed হবে।

গণপতি ॥ (কাগজ ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া উত্তেজিতভাবে) ধাপ্পা, ধাপ্পা, লোকের চোখে ধূলো দেবার একটা নতুন কৌশল।

উত্তেজিতভাবে পায়চারি।

প্রতুল ॥ লোকে বলে এটা আমাদের নতুন ডিগবাজী কিন্তু যখন কম্পাস খুলে ইঞ্চি মেপে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া হলো থিয়োরিটা আমাদের সায়েণ্টিফিকেলি কী অদ্ভুতভাবে এ্যাকুরেট।

গণপতি ॥ (অসন্তোষের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) কি সব লম্বা লম্বা কথা বলছ, এ দিকে ক্যাবিনেটের ডিসিশনটা দেখেছ?

প্রতুল ॥ (আশ্বস্তভাবে) ও, র‍্যাডিকেল লীগ সম্বন্ধে কিছু বলছেন না।

গণপতি ॥ (প্রায় স্বগতভাবে) কথা, কথা, শুধু বড় বড় কথা। এদিকে গোটা জাতটা উপোস করে মরতে বসেছে, তোমরা আছ শুধু থিয়োরী নিয়ে। (ব্যঙ্গ কণ্ঠে) নিজের দেশের হাড়ির খবরটী জানা নেই, বৃটিশ ইম্পিরিয়ালিজম নিয়ে লম্বাচওড়া গবেষণা।

শঙ্কর কি বলিতে যাইতেছিল, রায়বাহাদুর সে সুযোগ দিলেন না, কাগজ খুলিয়া।

এই দেখ, মজুতবিরোধী অভিযান থেকে কলকাতা হাওড়াকে বাদ দিয়ে দিয়েছে। তার অর্থ কি জানো?

প্রতুল গভীর ঔৎসুক্যে খবরে চোখ দিল। রায়-বাহাদুর বসিয়া পড়িলেন ও গভীর উত্তেজনায় চুরুট খাইতে লাগিলেন।

ওরা কি ভেবেছে বলত? বাংলাদেশে সব লোকই কি টাকায় বিকিয়ে গেছে যে, ওরা মানুষের জীবন নিয়ে খুসীমত ছিনিমিনি খেলবে?

প্রতুল ॥ এই জন্যেই তো গবর্ণমেণ্ট মেসিনারীগুলো ক্যাপ্‌চার করা চাই। তা কংগ্রেস ত সে কথা কানেই তুল্লে না।

শঙ্কর ॥ আমি চা'ল সম্পর্কেই আপনার কাছে এসেছিলাম রায়বাহাদুর।

গণপতি ॥ (শঙ্করের দিকে তাকাইয়া) বেশ, বলো।

শঙ্কর ॥ চালের অভাবে শীগ্‌গিরই বোধ হয় লঙরখানা বন্ধ করে দিতে হবে। আর লঙরখানা বন্ধ মানে ·· ··

গণপতি ॥ মারাত্মক, (মুরারীর দিকে) তোমাদের ফার্ম থেকে কত দেয়া হয়েছে মুরারী?

মুরারী ॥ (হিসাব বহি হইতে মুখ না তুলিয়া) আজ্ঞে, দুই কিস্তীতে পাঁচশ টাকা।

গণপতি ॥ আরো হাজার টাকার চেক্ পাঠিয়ে দাও।

শঙ্কর ॥ মুসকিল কি জানেন রায় বাহাদুর, নগদ টাকা আমাদের হাতে আছে, কিন্তু চা'ল পাচ্ছিনা।

গণপতি ॥ বেশত (মুরারীকে) ঐ টাকার অনুপাতে বস্তা কয়েক চা'লই পাঠিয়ে দাও মুরারি।

মুরারী ॥ (মুখ তুলিয়া) ষ্টকের চা'লের জন্য আগাম বায়না নেয়া হয়ে গেছে, করেন কন্‌ট্রাক্‌ট্‌।

গণপতি ॥ তার পাঠিয়ে cancel করে দাও।

মুরারী ॥ কনট্রাক্টের চা'ল ঠিক সময় সাপ্লাই না দিতে পারলে হয়ত গোল বাধতে পারে।

গণপতি ॥ সব কিছুরই Emergency measure আছে তো।

মুরারী ॥ তা ছাড়া ফার্মের ও দুর্নাম, ব্যবসার ও প্রচুর ক্ষতি।

গণপতি ॥ দেশের লোক না খেয়ে মরবে, আর এদিকে তুমি ফার্মের সুনাম আর ব্যবসার লাভের জন্য বাংলার চা'ল বাইরে পাঠাবে? (একটু থামিয়া) ব্যবসাই ত করতে বসেছ, কসাইতো হওনি।

মুরারী ॥ এ দেয়ার কি শেষ আছে বাবা? অজগরের ক্ষুধা মেটাবার সাধ্য আমাদের নেই।

গণপতি ॥ তবু যা পারা যায়, যতটুকু করা যায়।

মুরারী ॥ (শঙ্করের দিকে) আপনি এখন যান। বিকেলে একবার আপিসে এসে চা'ল নিয়ে যাবেন।

গণপতি ॥ হ্যাঁ, তাই দাও, যা লাগে তাই দাও। আমি মিনিষ্টারকে লিখে রিলিফের জন্যে কণ্ট্রোল রেটে চাল আনিয়ে দিচ্ছি।

শঙ্করের প্রস্থান

একবার এসো তো প্রতুল ও ঘরে। একটা কড়া তার পাঠাতে হবে প্রিমিয়ারকে। এসেম্বলী সেখানে কিন্তু ঘুণাক্ষরেও জানায়নি যে এই ছিল তাদের আসল মতলব।

উভয়ের প্রস্থান

মুরারী ॥ (ফোন হাতে নিয়া) 203 ম্যানেজার বাবু, চৌধুরী এণ্ড সন্স—হ্যাঁ বাড়ী থেকে বলছি। চা'লের মণ কত পড়তা পড়েছে—তিরিশ টাকা ছ'আনা, কত রেট ফেলেছেন···তা'হলে পুরো নব্বুই টাকা করেই দিন···সে আপনাকে ভাবতে হবে না। যে রেইটই দিন আমাদের ফার্ম থেকেই চা'ল নিতে হবে। ঢাকায় আর চা'ল মজুত

নেই।·· মানে বাবা রিলিফ কমিটিকে চাল দিতে বল্লেন কি না তাই···ও দামটা তো আর আমরা পকেট থেকে দিতে পারিনে··· হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই···হিন্দু-মহাসভার নামে তিনি গোটা দোকানটাই বিলিয়ে দিতে পাবেন·· আমরা তো অন্নসত্র খুলে বসিনি।

ফোন ছাড়িয়া হিসাবের খাতা সহ মুরারীর প্রস্থান। একখানি 'মনুসংহিতা' হাতে নিয়া অপর দরজা দিয়া প্রবেশ করিলেন রায়বাহাদুর। চিন্তার জটিল রেখা মুখে, ইজিচেয়ারে বসিয়া চুরুট টানিতে টানিতে সিলিংএর দিকে তাকাইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে বইখানায় ও চোখ বুলাইতে লাগিলেন। উপরের তালায় কুন্তলার গলার স্বর শোনা গেল। ১৮।১৯ বছরের তরুণী তন্বী যেন পল্লবিনী সঞ্চরিণী লতেব। বুদ্ধি ও ভাবালুতার সংমিশ্রণে চেহারার জাদু আরো আর্কষণীয়। চঞ্চল ভঙ্গী, চটুল তার কথাবার্ত্তা। জীবনের দীপ্তি যেন সারা অঙ্গে ফাটিয়া পড়িতেছে। নাচের ভঙ্গীতে সে সিঁড়ি দিয়া গান গাহিয়া গাহিয়া নামিয়া আসিল।

"লেফট্ রাইট্, লেফট্ রাইট্ চল সেনাদল
সমর শিবিরে শোন হাঁকে বিউগিল্'
ঐ হাঁকে বিউগিল্।"

গণপতি চৌধুরীর কাছ ঘেঁষিয়া

কুন্তলা॥ তোমাকে নিয়ে আর পারা গেলো না বাবা।

গণপতি॥ (কৌতুক মিশ্রিত হাসিতে) আবার কি হলো?

কুন্তলা॥ কি যে হলো না তাই ভেবে দেখো। কাল থেকে বলছি আমার কতকগুলো অর্ডিনারী শাড়ী চাই, তা তোমরা কানই দিলে না।

গণপতি ॥ বাক্স বোঝাই শাড়ীগুলোর ডিজাইন বুঝি একদিনেই পুরণো হয়ে গেছে মা!

কুন্তলা ॥ তোমাকে যে কী করে বোঝাব। একুশে জানুয়ারী আমাদের লেনিন-ডে। ঐদিন পার্টি থেকে আমরা একটা কালচারেল প্রোগ্রাম তৈরী করেছি – ওতে থাকবে গণ-সঙ্গীত, গণ-নাটিকা লালফৌজের মার্চ্চ-সঙ্গীত এমনি সব নতুন জিনিষ। সে জন্যে ড্রেস চাই ত! আমার তো সব জর্জেট আর ঢাকাই···ও সব পরে তো আর গণসঙ্গীত হয় না।

গণপতি ॥ এতক্ষণে বুঝলাম মা, রাজনীতি নিয়ে মেতেছিস।

কুন্তলা ॥ আমি তো তোমারই মেয়ে বাবা।

(সুরে) ঐ আসে দুষমণ দস্যুর দল
ধর ধর হাতিয়ার বীর সেনাদল
চল বীর সেনাদল।

জানো বাবা, মেয়েদের আজ পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ফ্যাশিষ্টদের বিরুদ্ধে অভিযান করতে হবে— রাশিয়ার মেয়েরা তাই করছে, সে সবই তো তোমার জানা।

গণপতি ॥ আজকাল তোদের কলেজে মেয়েদের এসব শেখাচ্ছে বুঝি?

কুন্তলা ॥ (চপল ভঙ্গীতে, মৃদু অনুযোগে) তোমার ও যেমন কথা বাবা। আমি হলাম গিয়ে রায়বাহাদুর গণপতি চৌধুরীর মেয়ে কমরেড কুন্তলা। আমার কি ঘরের কোণে লজিকে নিয়ে ঘাড় গুঁজে থাকা মানায়? আচ্ছা, তুমিই বলো না বাবা?

আদরে এলায়িত হইল।

গণপতি ॥ আমাকে আর বলবার ফুসরৎ দিচ্ছিস্ কই?

কুন্তলা ॥ ফুসরৎ সত্যিই নেই বাবা (বক্তৃতার ভঙ্গীতে) দ্বারের পাশে বর্ব্বর জাপানী দস্যু, দেশের অভ্যন্তরে বিভীষণ বাহিনীর গুপ্ত ছুরি,

হাত উঁচাইয়া সঙীন তোলার ভঙ্গীতে

নষ্ট করবার মত ফুসরৎ আমাদের নেই।

(আবৃত্তির সুরে) মুক্তি আহবে চলে বিশ্বমানব

ধ্বংস করিব চল ফ্যাশিষ্ট দানব

যত ফ্যাশিষ্ট দানব।

গণপতি ॥ দেখ কুন্তলা, যাব যা মানায় না, সে যদি তা নিয়ে মাতে তবে উদ্দেশ্য ত নিষ্ফল হয়ই, সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেও ব্যর্থ হয়ে যায়। মেয়ের—মেয়ের মতই থাকা উচিত।

কুন্তলা ॥ রাশিয়ার মেয়েদের তো তুমি দেখোনি। তাই ও কথা বলছ। মেয়েরা পুরুষের পাশে না দাঁড়ালে ওরা যুদ্ধ করবার জোর পাবে কোথেকে ? কে তাদের অনুপ্রাণিত করে বলবে

বন্ধন-জর্জর-ক্ষিপ্ত রুধির

উন্নত শির চল নির্ভীক বীর

চল নির্ভীক বীর।

গণপতি ॥ রাশিয়ায় কোনদিন যাইনি কিনা, ওদের মেয়েদের দেখব কি করে বল ?

কুন্তলা ॥ ও আর গিয়ে দেখতে হয় না বাবা, কমরেড দাশগুপ্ত নিজে বলেছেন। মস্ত বড় মার্কসিষ্ট্। একজন গুণী লোক।

গণপতি ॥ কমরেডী গান গেয়ে আকাশ ফাটালেও বিদেশী সরকার একটুও টলবে না মা। অমন ফাঁকা আওয়াজে ওরা ভয় পায় না।

কুন্তলা ॥ আজো শিরে সরকারী জুলুমের রাজ

একতার হাতিয়ারে আনিব স্বরাজ

মোরা আনিব স্বরাজ ॥

কমরেড দাশগুপ্ত বলেছেন মার্কস কখনও ভুল হতে পারে না। রাশিয়ায় যা হয়েছে আমাদের দেশে তা না হবার কোন কারণই নেই।

গণপতি ॥ এটা রাশিয়া নয়, ভারতবর্ষ। সাতাশ কোটী হিন্দুর দেশ এই দেশ, এই ভারতবর্ষ, অথচ তাদের মধ্যে সাতাশ' খুঁটিনাটী নিয়ে মতভেদ। এদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে না পারলে তোমরা কমরেডরা সবাই মিলে চেঁচালেও দেশকে জাগাতে পারবে না মা।

কুন্তলা ॥ এত দেরী করার সময় কোথায় বাবা? (বক্তৃতার ভঙ্গীতে) পূর্ব সীমান্তে ফ্যাশিষ্ট দস্যু, তবু তুমি আছ হিন্দুমহাসভা আর হিন্দু সংগঠন নিয়ে?

সাথে আছে সোভিয়েট বীর মহাচীন
বিশ্বের সাথে হবে ভারত স্বাধীন
হবে ভারত স্বাধীন।
পরাজয় মানিব না বল বারবার
বেওনেটে বেওনেটে তোল ঝংকার
আজ তোল ঝংকার॥

গণপতি ॥ এদেশের আকাশে বাতাসে ভগবান বুদ্ধের মৈত্রীর বাণী, এ জাতের অস্থিমজ্জায় শঙ্করাচার্য্যের দর্শন, এ দেশের সমাজনীতিতে মনুর আদর্শ, এ জাতের রক্তে বিবেকানন্দের স্বপ্ন—রাশিয়ার দোহাই দিলেই এ দেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, একদিনে মিথ্যে হয়ে যেতে পারে না কুন্তলা। বিদেশী চারা এদেশে শুধু রসের অভাবেই শুকিয়ে মরবে।

কুন্তলা ॥ এদেশ আর ওদেশ কি বাবা, সব দেশই এক দেশ—মানুষের দেশ। ফ্যাশিষ্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে সেই দেশকে বাঁচাবার জন্যেই তো আমার কমরেডরা হাতিয়ার হাতে নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছি—এই যুদ্ধ অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে মিত্রশক্তির যুদ্ধ। তার মানে ফ্যাশিষ্টদের

বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধ আর রাশিয়ার যুদ্ধ মানেই জনযুদ্ধ। আর আমরা হচ্ছি সব ইণ্টার ন্যাশন্যাল ফ্রিডম-ফাইটারস্।

(সুরে) লেফট্ রাইট্ লেফট রাইট্ চল সেনাদল
সমর শিবিরে শোন হাকে বিউগিল
ঐ হাঁকে বিউগিল।

গণপতি ॥ (উঠিয়া দাঁড়াইলেন) আমাকে আবার statement প্রেসে পাঠাতে হবে। (গমনোদ্যত) দেখিস্ বেশি বাড়াবাড়ি করলে সোজা নাম কেটে কলেজ থেকে বের করে দেবে।

গণপতির গমন-পথের দিকে তাকাইয়া

কুন্তলা ॥ কা'র বয়ে যাচ্চে কলকাতায় ফিরে যেতে – কমরেড দাশগুপ্ত বলেন আমাদের সব চেয়ে বড় কর্ত্তব্য হচ্চে দেশকে রক্ষা করা. দেশ বাঁচলে তবে তো তোমার কলেজ আর কাউন্সিল।

গণপতি ॥ (পেছন ফিরিয়া হাসিলেন) তুই একটুও বদলাস্‌নি···তেমনি ছোটাই আছিস।

প্রস্থান। কুন্তলা পিয়ানোর কাছে গিয়া সুর তুলিল

ইনক্লাব জিন্দাবাদ
পতিত জমি কর আবাদ
ভুলো যত বাদ বিবাদ
মিলাও সবে কাঁধে কাঁধে
কাহারে ডরাই।

একটু পরেই প্রবেশ করিল সুজাতা। ছিপছিপে গড়ন, শ্যামবর্ণ, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দীপ্তি সারা চেহারায়। খুবই সাধাসিধে পোষাক তপস্বিনীর সংযম বসনে ভূষণে—খদ্দরের শাড়ী ও ব্লাউজ—ধীর স্থির। চেহারায় দীপ্ত আদর্শানুরাগের ছাপ। ক্লান্ত পদে ঘরে ঢুকিয়া সোফায় শ্রান্ত শরীর এলাইয়া দিল।

কুন্তলা ॥ এতক্ষণে এলি পোড়ারমুখী।

সুজাতা ॥ তোর মত অখণ্ড অবসর ত আমাদের নেই। রান্নাবান্না সেরে, ঘরের পাঁচটা ফুটফরমাস করে তবে ত বেরুতে হয়।

কুন্তলা ॥ আর সাফাই গাইতে হবে না। তোর জন্যে সত্যি দুঃখ হয়।

সুজাতা ॥ গরীবের কপালে পথ চলতে ঘাসের ফুল ফুটেনা ভাই।

কুন্তলা ॥ মান দেখাতে হবে না কুন্দনন্দিনীর।

প্রচারপত্র হাতে দিয়া।

তোর জন্যে রেখে গেছে।

সুজাতা প্রচার পত্রে মনোনিবেশ করিল।

আমি কিন্তু তোর মত অমন অহল্যার তপস্যা করতে পারতাম না সুজি।

সুজাতা ॥ দুর্ভাগ্য আমারই, অমন রূপ ও নেই, অমন নামী বাবার মেয়ে ও আমি নই।

কুন্তলা ॥ তুই বলতে চাস···শুধু রূপ আর বাবার নামেই ও আমাকে ভালোবাসে?

সুজাতা ॥ মাপ কর ভাই। তোর ঐ ভালবাসাবাসির কথা আমি ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারি না। তার চেয়ে যা···এক প্লেট খাবার নিয়ে আয়।

কুন্তলা ॥ তুই মিছে ভাবছিস্। কাঞ্চনমালা কিন্তু কুণালকে ঠিকই পেয়েছিল।

সুজাতা ॥ অর্থাৎ ঢেকীকে স্বর্গে গেলেও ধান ভাঙতে হবে। এই ত? কিন্তু স্বামী নিয়ে সুখে ঘরকন্না করাই কি মেয়েদের জীবনে চরম কামনা? রান্না আর বাসরঘর ছেড়ে এ পরাধীন দেশের মেয়েরা কি কোন দিন মানুষ হবে না।

কুন্তলা ॥ রান্না আর বাসরঘর ছাড়লে ত মেয়েদের বেকার বসে থাকতে হয়।

সুজাতা ॥ হয়েছে। এবার চটপট চা আর খাবার নিয়ে আয়। সারা দিন ঘুরেছি। তুই হ'লে সিমলা কি মুসৌরী যাবার জন্যে বায়না ধরতিস্।

কুন্তলা ॥ অত খাটলে কি আর কাজ হয়। শুধু কাজের নামে নিজকে জাহির করাই সারা হয়।

(আবৃত্তির সুরে)

কুন্তলা ॥ এ বরণ গান নাহি পেলে মান
মরিবে লাজে
ওগো প্রিয়তম, দেহে মনে মম
ছন্দ বাজে।

কুন্তলার ঠোঁটে রহস্য-মধুর হাসি। তাহার আকাশে অনুরাগের রঙ ধরিয়াছে। সে স্পন্দিত হইল সুরে ও স্বপ্নে, লীলায়িত দেহ-ভঙ্গীতে।

সুজাতা ॥ একেবারে অথৈ জলে হাবুডুবু খাচ্ছিস্। দেখিস্ জোয়ারের জলে নিখোঁজ হয়ে ভেসে যাসনে।

কুন্তলা ॥ (সুরে) যৌবন সরসী নীরে...

সুজাতা ॥ আমার কিন্তু বড্ড খিধে পেয়েছে।

কুন্তলা ॥ আমার গান গাইতে ইচ্ছে করছে।

সুজাতা ॥ খালি পেটে গান? কুইনাইন গেলাও এর চেয়ে ঢের সহজ।

কুন্তলা ॥ তুই যখন না খেয়ে গান শুনবিনে আর আমিও যখন তোকে গান না শুনিয়ে ছাড়ব না, তখন "সন্ধি হোক দু'জনে নির্জনে।"

কুন্তলার গান।

আকাশ আমার রঙিন হলো ফুলের আমন্ত্রণে
ঐ পলাশ শিখার শাখায় শাখায়
রঙের পরশ বনে বনে।
দখিন হাওয়ায় কী কথা কয়,
উতল হলো সারা হৃদয়,
বুঝি, তার আসার সময়
হয়েছে এই লগনে।

বেয়ারা চা ও খাবার দিয়া গেল। কুন্তলা তাহাকে খাবার দিতে মানা করিল। সুজাতা খাবার তুলিয়া নিল।

মৌমাছিদের পাখায় পাখায়,
সেই বারতা পত্রলেখায়,
সেই পথিকের পথ চেয়ে হায়
রচি মায়া মনে মনে॥

কুন্তলা গান-শেষে সুজাতার গাল টিপিয়া দিল।

সুজাতা॥ কী দস্যি মেয়েরে বাবা!

ছটোপুটিতে সুজাতার খোপা এলাইয়া পড়িল।

যবনিকা

তৃতীয় দৃশ্য

মণিকার বাড়ি। অতি সাধারণভাবে সাজানো। হীরালাল একটি টেবিলের উপর পা তুলিয়া চুরুট ফুঁকিতেছে। মণিকা টেবিলের পাশে দাঁড়াইয়া, চোখে মুখে তার অনুযোগের চিহ্ন পরিস্ফুট।

মণিকা ॥ এই উপহার পাঠানো, রুমাল তৈরীর বায়না, এ সবের মানে কি পণ্টু দা ?

হীরালাল ॥ মানে ? (অর্থপূর্ণ হাসিতে) সব কিছুরই একটা স্পষ্ট মানে থাকে নাকি ? (একটু থামিয়া) মৌমাছি যখন এসে ফুলের উপর উড়ে বসে, তখন কেউ প্রশ্ন করে না, ওটা কেন এলো ?

মণিকা ॥ একরাশি উপহার পাঠিয়ে দিলেই মেয়েদের মন জয় করা যায়, এ খেয়াল আপনার মাথায় কে ঢুকিয়ে দিলে বলুন ত ?

হীরালাল ॥ খেয়ালই বলো, আর নেশাই বলো, তোমার হাতে ছুটো খুচরো জিনিষ তুলে দিতে না পারলে, তোমার পণ্টু দা তো শান্তি পায়না মণি।

মণিকা ॥ কনট্রাক্টারদের টাকা শস্তা জানি, কিন্তু তা কি এতই শস্তা-যে খোলাম-কুচির মত যেমন খুসী ছড়িয়ে দিতে হবে ?

হীরালাল ॥ তুমি শুধু টাকাটাই দেখলে, দেখলে না তার পেছনের মন···

মণিকা ॥ জিনিষগুলো নিয়ে আপনি চলে যান।

হীরালাল ॥ তুমি, তুমি জিনিষগুলো ফিরিয়ে দিচ্ছ ?

মণিকা ॥ আপনি মিছে রাগ করছেন। এ নিয়ে পাড়া শুদ্ধোটি টি। আপনি শুধু এগুলো ফিরিয়ে নিন্, আমি অনুরোধ করছি…

হীরালাল ॥ তোমাদের অভাবের সংসার, ঝোঁকের মাথায় পরিবারের সর্বনাশ ডেকে এনো না মণিকা।

মণিকা ॥ আমাদের অভাব আমাদেরই থাক…করুণার দানে সে লজ্জাকে আর বাড়াবেন না পল্টু দা।

হীরালাল ॥ সে কী বলছ? তুমি হ'লে গিয়ে হিরণগড়ের রাজা শিবধন রায়ের মেয়ে শ্রীমতী মণিকা দেবী। তোমার মুখে অতি-বিনয়টা নেহাতই বেমানান শোনায় ডার্লিং…

ক্রূর পরিহাসে তাহার ভব্যতার মুখোস সম্পূর্ণ খসিয়া পড়িল।

মণিকা ॥ ছোড়দা বাড়ীতে থাকলে…

হীরালাল ॥ ও থাকলেও বিশেষ কিছু লাভ হতো না। এক শ্রীমান ত ফিল্ম ফিল্ম করেই বেহুঁশ হয়ে আছেন। আর একজন দেশোদ্ধারে বেরিয়েছেন হাতিয়ার হাতে নিয়ে… তা 'বডি এণ্ড সোলকে টুগেদার' রাখতে হলে কিঞ্চিৎ 'সলিড সাবষ্টেন্স' পেটে দিতে হবে ত? সেটি তো আর দেশের লোক 'ফ্রি অব কস্ট' জোগাচ্ছে না ডার্লিং…

মণিকা ॥ আপনি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন হীরালালবাবু…

হীরালাল। দাদা থেকে একেবারে বাবু—সাহারা থেকে সাইবেরিয়ায় জাম্প! কিন্তু দাদাই তো সব চেয়ে নিরাপদ। আধুনিক যুগের দাদারাই তো তোমাদের Knight Errants.

মণিকা। আপনি যদি এক্ষুনি চলে না যান…

হীরালাল। যাচ্ছি, যাচ্ছি। তোমার মত না পেলে আমি তো এখানে পাকাপাকি আসর পাততে পারব না। উপহারগুলো রইলো ডিয়ারি (আবেগে)। আর খোলা রইলো আমার মনের দরজা

তোমার জন্যে—চিরদিনের জন্যে। Good night, Miss Roy.

কুটীল ভঙ্গীতে প্রস্থান। মণিকা মিনিট কয়েক রুদ্ধ বেদনায় কাঁপিতে লাগিল. একটু পরে শঙ্করের প্রবেশ

শঙ্কর ॥ প্যাম্পলেট্‌গুলো লেখা শেষ হয়েছে ?

মণিকা ॥ (খানিকক্ষণ পরে) আমার প্রতি বিশ্বাস হারাবার কোন কারণ ঘটেছে ?

শঙ্কর ॥ সোনা সব সময় সোনাই থাকে। সে ধূলায়ই লুটাক আর ছাইতেই ঢাকা পড়ুক, কিছুই তাকে মলিন করে দিতে পারে না।

মণিকা ॥ রাজনীতির হুজুগটা কী না ছাড়লেই নয় শঙ্কর দা ?

শঙ্কর ॥ হঠাৎ এই অনুযোগ ?

মণিকার ॥ অনুযোগ নয়, অনুরোধ। যে অসুখ থেকে তুমি উঠেছ···

শঙ্কর ॥ (বাধা দিয়া) এই যে শহরের লোক একশ' টাকা মণ দরে ও চা'ল পাচ্ছে না—এর জন্যে যে আন্দোলন. এর নামও কি হুজুগ ?

মণিকা ॥ ওসব রাজনীতির জটিল সমস্যা। মেয়েদেরে ওসবে না থাকাই ভালো।

শঙ্কর ॥ আমাদের সংগ্রাম মানুষের মুক্তির সংগ্রাম। মেয়েদের ত দূরে সরে দাঁড়ালে চলবে না মণিকা।

মণিকা ॥ পুরুষকে চিরদিন বীরের বেশে জয়টিকা পরিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়েছে নারী, আজ হঠাৎ কেন এই ব্যতিক্রম !

শঙ্কর ॥ কারণ আজ সে যুদ্ধক্ষেত্র ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশের ঘরে ঘরে ? দেশের মুক্তি আনবে পুরুষ, আর মেয়েরা তার অর্দ্ধেক হাত বাড়িয়ে ভাড়ারে তুলবে, সে শুধু হাস্যকর কল্পনা।

উঠিয়া দাঁড়াইল

একটা শতাব্দীর পরাধীনতা আর গ্লানির পুঞ্জীভূত পাপ ভেদ করে জাতির জীবন-আকাশে জাগবে—স্বাধীনতার নতুন সূর্য্য, সে তপস্যা শুধু পুরুষের একলার নয় মণিকা। কম্যুনিষ্ট পার্টি নারী

পুরুষের সে মুক্তিকেই এগিয়ে আনতে চায়। (একটু থামিয়া) প্যাম্পলেটগুলো দাও।

মণিকার হাত হইতে প্রচারপত্র নিয়া শঙ্করের প্রস্থান।

একটু পরে বিজন 'মা' 'মা' বলিয়া প্রবেশ করিল।

বিজন ॥ এই মণি, মা কোথায় রে ?

মণিকা ॥ বাবার ওষুধ তৈরী করছেন।

বিজন ॥ তোর ত দেখছি অবসর। পল্টু তোকে দু'খানা রুমাল তৈরী করতে দেয়নি ? শেষ হয়েছে ?

মণিকা ॥ (প্রচারপত্র তুলিতে তুলিতে) বাজে কাজে নষ্ট করবার মত যথেষ্ট সময় আমার নেই দাদা॥

বিজন ॥ ও ; ভারী আমার কাজের মেয়েরে ! কাজের মধ্যেত ড্রয়িংরুমে বসে ফপরদালালি করা। ভালো হবেনা বলছি, আমার বন্ধুর অপমান আমি সইব না।

মণিকা ॥ ওকে বন্ধু বলতে তোমার লজ্জা করা উচিত।

বিজন ॥ লজ্জা ত মেয়েদের ভূষণ, ও মেয়েদেরই মানায়।

মণিকা ॥ কিন্তু সে লজ্জাটুকুও তুমি কেড়ে নিতে চাচ্ছ। (ঘৃণা ও অন্তর্দাহে) কিসে মেয়েদের ইজ্জত নষ্ট হয়. সে টুকু বোঝবার মত জ্ঞানও তোমার অবশিষ্ট নেই।

দ্রুত প্রস্থান

বিজন ॥ থাক, আর লেকচার ঝাড়তে হবেনা (চেঁচাইয়া) মা, মা।

ওষুধের খল হাতে সুকুমারীর প্রবেশ।

সুকুমারী ॥ (স্নিগ্ধকণ্ঠে) ওঁর পেটের ব্যথা আবার বেড়েছে বিজু।

বিজন ॥ (তাচ্ছিল্যে) ও ত chronic pain (হঠাৎ যেন জরুরী কথা মনে পড়িল) তোমাকে যা বলতে এসেছি। চোখের সামনে টাকা ছড়িয়ে দিলেও যদি কুড়াতে না পার তবে কে কী করতে পারে বলো ? এই আমাদের পল্টু ! পল্টু কীসে মণির অযোগ্য শুনি ?

সুকুমারী ॥ (দ্বিধায়) ওরা যে বংশে আমাদের চেয়ে অনেক নীচুরে। উনিই রাজী হবেনা। তা ছাড়া……

বিজন ॥ (বাধা দিয়া) বংশ! বংশের লেজুড় ধরে কি স্বর্গ প্রাপ্তি ঘটবে নাকি? জানো ত মা, অতি দর্পে হত লঙ্কা।

সুকুমারী ॥ ওর স্বভাব চরিত্রও নাকি সুবিধের নয় বিজু।

বিজন ॥ এই বুঝি আর একটা নতুন বায়না ধরলে? বংশ, স্বভাব, চরিত্র… (মাথায় দু'হাত দিয়া) উঃ! তোমার ফরমাস মত অমন কার্ত্তিক ঠাকুর ত্রিভুবন খুঁজলেও পাওয়া যাবে না মা। (গলা বাঁকাইয়া) পল্টুকে বুঝি তোমার গরবিনী মেয়ের পছন্দ হলো না?

সুকুমারী ॥ তাই বলে যা'র তা'র গলায় ত জুড়ে দেওয়া যায় না।

বিজন ॥ জানো! পল্টু কনট্রাকটে কত টাকা পেয়েছে? ইচ্ছে করলে সে সারা হিরণগড় কিনে নিতে পারে।

সুকুমারী ॥ টাকা আজ আছে, কাল নেই। আজ নেই, কাল হবে। সে জন্যেই ত মেয়ের বিয়েতে সৎ পাত্র খুঁজতে হয়।

বিজন ॥ তোমার ভুড়ু ও খাব তামাক ও খাব, ও একসঙ্গে চলবে না মা। মেয়ের বিয়ে হবে পুরুষের সঙ্গে—সে পুরুষ হ'লেই হ'লো, তার আবার বংশ চাই, স্বভাব ভালো থাকা চাই। আর কী কী চাই বলো, বলো না…

সুকুমারী ছেলের রাগে হাসিতে লাগিলেন।

সুকুমারী ॥ ওকে ওষুধ খাওয়াবার সময় হলো। তুই চা খেয়ে একবার ও ঘরে যাস্ মত। মকরধ্বজ আনতে হবে।

প্রস্থান। উল নিবার জন্য মণিকার প্রবেশ।

বিজন ॥ (উল নিয়া চলিয়া যাইতেছিল)। শোন্ ত। তোর কেমন লাগে?

এই প্রথম মেইল পার্টে নামছি কিনা

"সীতা, প্রাণেশ্বরী
জীবন-সর্বস্ব মোর,
কেমনে কঠিনা হলে!
চির পরিচিত পুরাতন প্রেম
কেমনে হইলে বিস্মরণ?

মণিকাকে "সীতা" কল্পনা করিয়া তাহার দিকে অনুরাগ ভঙ্গীতে আগাইয়া গেল। মণিকা নির্বাক বিরক্তিতে টুল হাতে নিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অডিটরিয়াম্ থেকে গলা শুনতে পাবেত? ভয়েসটা ঠিকমত "থ্রো" করতে পারছি কিনা লক্ষ্য করিস্।

'নির্মম নিয়তি!
জীবনের পরিপূর্ণ সুখ
দেখাইয়া বিজলি ঝলকে
আবার কাড়িয়া নিবি?

মণিকাও বিজনের অজ্ঞাতসারে পিছন দিকে হটওয়াটার ব্যাগ পেটে চাপিয়া লাঠি ভর দিয়া শিবধন রায় আসিয়া দাঁড়াইলেন।

'তোর চেষ্টা বিফল করিব।
রে লক্ষ্মণ,
আন্ আন্ মোর শর-শরাসন,
সপ্তসিন্ধু মথিত করিয়া,
জানকীরে ফিরায়ে আনিব!
'সীতা, সীতা, সীতা'!

কেমন লাগছে বলত?

শিবধন ॥ চমৎকার। তুমি এত ভালো পার্ট করতে পারো তা'ত জানতাম না।

বিজন ॥ (চমকিয়া উঠিল, মনিকা সঙ্কুচিত হইল। ব্যস্ত সুরে) এই, মা কী বলছিলেন?

শিবধন ॥ দয়া করে বসুন! রিহার্সেলের পর এক কাপ চা খান। এত পরিশ্রম করেছেন---এরপর মা'র খবর নেবার সময় কোথায়? যা ত মা মণিকা, বাছার জন্যে কড়া এক কাপ চা নিয়ে আয় ত, গলা বোধ হয় শুকিয়ে গেছে।

বিজন ॥ (মণিকাকে) তা, তা চা'ল আর মকরধ্বজ আনতে হবে মণি, মা'র কাছ থেকে টাকাটা চেয়ে নিয়ে আয় ত।

শিবধন ॥ সে কী! পয়সার অভাবে ঠাকুর চাকর নেই বলে তুমি কষ্ট করে বুড়ো বাপের জন্য ওষুধ আনতে যাবে? মডার্ণ যুগের ছেলে তোমার। তোমরা মা বোন—ওরা আছে কি করতে? রান্না বান্না সেরেও ওরা যথেষ্ট সময় পাবে বাজারে যাবার—তোমার থিয়েটারের ক্ষতি করে, বাজারে গেলে পোষাবে কেন?

মণিকার প্রস্থান। বিজন মাথা হেঁট করিয়া করিল। খল হাতে নিয়ে সুকুমারীর প্রবেশ।

সুকুমারী ॥ (শিবধন রায়কে) পেটের ব্যথা নিয়ে আবার তুমি। উঠে এসেছ? উত্তেজনা পেলেই যে বাড়বে।

শিবধন ॥ তোমার গুণধর ছেলের তা'তে কী আসে যায় বড়বৌ। থিয়েটারে নাম কিনলেই ত আমাদের পেট ভরবে! (অনু-শোচনার হাসিতে) আমারই ছেলে ত? তুমি রত্নগর্ভা বড়বৌ, যেমন বড় রায়, তেমনি ছোট রায়!

সুকুমারী ॥ (অনুনয়ে) তুমি শুবে এসো—বেশী কথা কইলে তোমার শরীর খারাপ হয় তা জেনেও······

শিবধন ॥ (গভীর দুঃখ সুরে ফুটিয়া উঠিল) বুড়ো বাপ মরেন কী বাঁচেন সে খবরে তোমার ছেলেরা উঁকি দিয়েও দেখছে না। তুমি কেন শুধু শুধু প্রাণটা পাত করছ বল ত। এবার ভালোয় ভালোয় আমায় দু'চোখ বুঁজতে দাও বড় বৌ।

সুকুমারী ॥ ছিঃ, ওকথা বলতে নেই। ভরসন্ধ্যে বেলা অমন অনাচ্ছিটির কথা মুখে আনতে নেই।

শিবধন ॥ (অকস্মাৎ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, বিজনকে) বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও আমার বাড়ী থেকে।

শিবধন রায় পেটের ব্যথায় কাতর হইলেন। হট্ ওয়াটার ব্যাগটা পেটে চাপিয়া ধরিলেন। যবনিকা নামিতে লাগিল।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রায়বাহাদুরের ড্রয়িংরুম। মৃত্যুঞ্জয় আগ্রহভরে মুরারীর কথাগুলি শুনিতেছিলেন। মুরারী ফাইল নিয়া ব্যস্ত।

মৃত্যুঞ্জয় ॥ (খুসী-মিশ্রিত ঔৎসুক্যে) চালের দামটা বুঝি খুব বাড়ছে? কি পর্য্যন্ত উঠবে মুরারী?

মুরারী ॥ আর দু'টো মাস, শুধু দু'টো মাস যদি মজুত মাল নিয়ে টানাটানি না করে, তবে দেখে নিও ঘোষাল কাকা (স্বপ্নে যেন সে প্রাচুর্য্যের ছবি ভাসিয়া উঠিল) চালের বাজারটা বিলকুল্ পাগলা হয়ে গেছে—ঘণ্টায় ঘণ্টায় দর বাড়ছে, শুধু ফোনের কাছে বসে হাজার হাজার টাকা ঘরে আস্‌ছে।

মৃত্যুঞ্জয় ॥ (গভীর স্বস্তি ও উল্লাসে) এখন সবই তাঁর ইচ্ছা, সবই তাঁর ইচ্ছা। ডাইনে বায়ে যা কিছু সম্বল ছিল সব খুটিয়ে তোমাকে ভরসা করে দিয়েছি বাবাজী।

মুরারী ॥ কিচ্ছু ভেবো না কাকা, শতকরা কুড়িটাকা সুদে, টাকার সংখ্যা দ্বিগুণ লিখিয়েও এ জীবনে যা জমাতে পারোনি, এই মুরারী চৌধুরীই তার দশগুণ তোমার হাতে তুলে দেবে।

মৃত্যুঞ্জয় ॥ (উর্দ্ধে তাকাইয়া) আমি যে তাঁর উপর সব ভার দিয়ে বসে আছি বাবাজী। তিনি যদি রাখতে চান থাকব, ডুবাতে চান ডুবব।

মুরারী ॥ শুধু তাঁর ভরসায় বসে থাকা চল্‌বে না কাকা। এ'মাসের মধ্যেই এ অঞ্চলের সব ধান আগাম টাকা দিয়ে আটকে রাখতে হবে।

তুমি ত ভাবতেই পারছ না ঘোষাল কাকা, এবার যে জমিতে সত্য সত্যিই সোনা ফলবে।

মৃত্যুঞ্জয় ॥ বেচা কেনা তাহলে ঠিকই চলবে? কী বলো মুরারি?

মুরারী ॥ আলবৎ চলবে।

অপর দরজা দিয়া শঙ্করের প্রবেশ।

শঙ্কর ॥ নমস্কার মুরারীবাবু। (ঘোষালের দিকে) প্রণাম ঘোষাল কাকা, (মুরারীর দিকে) আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম মুরারী বাবু।

মুরারী ॥ (গভীর আপ্যায়নে) বিরক্ত আর কি! (মৃত্যুঞ্জয়ের দিকে) ব্যবসা করা মানেই দশজনের মন জুগিয়ে চলা। কী বল কাকা।

মৃত্যুঞ্জয় ॥ বিলক্ষণ, বিলক্ষণ।

শঙ্কর ॥ এলাম এই রিলিফের ব্যাপার নিয়ে। দেখতেই ত পাচ্ছেন, দিনের পর দিন অবস্থা কী রকম খারাপের দিকে যাচ্ছে।

মুরারী ॥ (মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল) কেন? দু' কিস্তিতে আমাদের ডোনেশন্ দেড় হাজার টাকার চেক্ ত আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি।

শঙ্কর ॥ কিন্তু টাকা দিয়েও যে চোরা বাজারেও মাল পাওয়া যাচ্ছে না।

মুরারী ॥ আমাদের কি করতে বলেন?

শঙ্কর ॥ শহরের সব চেয়ে বড় ধনী আপনারা; বলতে গেলে এ অঞ্চলের সব চালই আপনাদেরই গুদামে।

মুরারী ॥ (বাঁকা গলায়) তারপর?

শঙ্কর ॥ হপ্তার মধ্যে চাল না পেলে দু'দুটো লঙরখানা বন্ধ হয়ে যাবে। আপনাদের দিকে তাকিয়ে আছে সারা শহরের লোক।

মুরারী ॥ আপনি ভুলে যাচ্ছেন, আমরা ব্যবসা করতে বসেছি, দানসত্র খুলে বসিনি।

শঙ্কর ॥ অবস্থা এভাবে চলতে থাকলে শুধু মণ্ড খেয়ে যারা কোন রকমে টিঁকে ছিল, তাদের মৃতদেহেই সারা শহরের বুক ভরে উঠবে।

মুরারী ॥ দেখুন, মানুষ, মার্কস্, লালনিশান, ও সব বড় বড় বুলি মাঠে গিয়ে আওড়াবেন। আমরা ব্যবসা করতে নেমেছি। কমরেডদের মত লালঝাণ্ডা হাতে নিয়ে টো টো করে বেড়ালে আমাদের চলে না।

শঙ্কর ॥ কিন্তু সারা শহরের লোক চালের অভাবে উপোস করে মরবে, আর হাজার হাজার বস্তা চাল এমনি পড়ে থাকবে আপনার গুদামে ?

মুরারী হিসাবের খাতায় মনোযোগ দিল

মৃত্যুঞ্জয় ॥ চেতাবনীর কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাচ্ছে বাবাজী, কলির শেষ কিনা।

নাকে নস্য দিলেন

শঙ্কর ॥ এই সান্ত্বনা নিয়ে আমরা সব হাত পা গুটিয়ে বসে থাকব ঘোষাল কাকা ?

মৃত্যুঞ্জয় ॥ পাপ স্বয়ং বাপকেও ছেড়ে কথা কয় না। স্বয়ং ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকেও নরক দর্শন করতে হয়েছিল।

শঙ্কর ॥ লোকে টাকা দিয়েও চাল কিনতে পাচ্ছে না। দেশ জুড়ে হাহাকার উঠেছে—পথে ঘাটে টাকার ছড়াছড়ি, নেই শুধু মানুষের সব চেয়ে যা বড় প্রয়োজন—সেই চা'ল। দুর্ভিক্ষ আর পাপ পুণ্য বিচার করছে না ঘোষাল কাকা।

মৃত্যুঞ্জয় ॥ কর্মচক্র থেকে কারো রেহাই নেই শঙ্করবাবাজী। সবই লীলাময়ের লীলা !

শঙ্কর ॥ ফুট্ পথে, অলিতে, গলিতে কুকুর বেড়ালের মত লোক মরছে, তবু বলতে চান আপনার ভগবান বেঁচে আছেন ?

মৃত্যুঞ্জয় ॥ শাস্ত্র কখনো মিথ্যে হতে পারে না বাবাজী।

শঙ্কর ॥ কিন্তু ব্যবসায়ী, জোতদার, জমিদার, হিন্দু মুসলমান সবাই মিলে যদি চেষ্টা করি, তবে ভগবানের সাহায্য ছাড়াই যে দুর্ভিক্ষের ভূতকে দেশ থেকে চিরদিনের জন্তে তাড়িয়ে দিতে পারি ঘোষাল কাকা।

মৃত্যুঞ্জয় ॥ ভুল বাবাজী. ভুল। তাঁর ইচ্ছা তিনি পূর্ণ করছেন, মানুষ ত নিমিত্ত মাত্র।

শঙ্কর ॥ এতবড় তত্ত্বজ্ঞান লাভ করলে তেজারতির কারবার ছেড়ে চা'লের বাজারে জুয়া খেলতে আসতেন না কাকা।

মৃত্যুঞ্জয় ॥ (ক্রুদ্ধ স্বরে) জুয়া খেলছি মানে ? (কটমট্‌ভাবে) কমরেডী ভেক নিয়েছ কি না, তাই কথা কইতে ব্রাহ্মণশূদ্রে ভেদাভেদ নেই।

শঙ্কর ॥ চটেন কেন কাকা। তেজারতি কারবার করে গ্রামের লোকের জোত জমি সব আত্মসাৎ করে বসে আছেন, এবার আগাম ধান কিনে চাচ্ছেন তাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে···মতলবটা মন্দ আঁটেননি কাকা।

মৃত্যুঞ্জয় ॥ (দাঁড়াইয়া) শুনলে মুরারী, শুনলে তোমার সামনে যা নয় তা বলে গাল দিচ্ছে।

মুখ ভ্যাংচাইয়া, শরীর দোলাইয়া

দেশশুদ্ধো ছেলে মেয়েদের জড়ো করে যে কিশোরীভজনের দলটি গড়েছ কমরেড বাবাজী···(কুটিল হাসিতে) ভেক নিলেই ত আর সন্ন্যেসী হওয়া যায়না।

বক্র হাসিয়া প্রস্থান। মুরারী চলিয়া গেলো। একটু পরেই গান গাহিতে গাহিতে কুন্তলার প্রবেশ।

আমি যে কথা বলিতে চাহি
বহি যে বেদনা খানি,
তোমার আকাশে কভু
ভেসে যায় তা'রি বাণী।
কেন এই আঁখি জল
বেদনা ছলছল,
কেন এ পরাণ কাঁদে,
পথ চেয়ে দিন গণি!

ওগো, কাননে ফুটিয়া ফুল
ঝরে যায় নিরলায়,
আমি গাঁথি কত ফুলহার
নিলে নাকো সে মালায়।
বিফল বাসনা রাশি
আঁখি নীরে যায় ভাসি,
তবু ও পরাণ তোমায়
কেন চাহে নাহি জানি॥

সুজাতার প্রবেশ

সুজাতা॥ কার জন্যে এই পথ চাওয়া? দেখিস ভাই বাঁশির ডাক শুনে অনুরাগে অঙ্গ যেন অবশ না হয়ে যায়।

কুন্তলা॥ "আমার সোনার ধানে গিয়াছে ভরি
"ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট সে তরী।"

কুন্তলা খুসীতে সুজাতার মাথা ঝাপটাইয়া দিল।

সুজাতা॥ কবিতা আর গান ছেড়ে এবার দয়া করে এগুলোর দিকে মন দিবে।

প্রচার পত্র রাখিল

কুন্তলা॥ কী ওগুলো? পাম্পলেট্? আমার ভালো লাগছে না।

সুজাতা॥ এভাবে কাজে গাফিলতি কর্‌লে শঙ্কর দা কিন্তু ভীষণ রাগ করবেন।

কুন্তলা॥ সেই ভয়েই ত ইঁদুরের গর্ত্ত খুঁজছি। তোর ভক্তি থাকে, তুই খুসী করগে। আমার অত গরজ নেই।

সুজাতা॥ এর একটা দায়িত্ব আছে কুন্তলা। লোকে যাই বলুক, আমরা ত জানি, কম্যুনিসট্ পার্টি একটা খেয়াল মেটাবার আড্ডা নয়।

কুন্তলা॥ জানি গো, জানি, ওগো নব অনুরাগিনী, এত পলিটিকস্ নয়, পলিটিক্‌সের ছল করে নল রাজার জন্যে দময়ন্তীর তপস্যা।

সুজাতা ॥ তোর মনে রঙের মাতন, তাই সারা দুনিয়াটাকেই তুই রঙিন দেখছিস। নে, নে, বাজে কথা ছেড়ে এবার ফুড্ কিউতে চল যাই।

কুন্তলা ॥ যথা আজ্ঞা দেবী। কিন্তু তুই যে ভাই কাঞ্চনমালার প্রতীক্ষাকে হার মানিয়ে দিলি।

সুজাতা ॥ আমার কিন্তু এসব কথা ভালো লাগছে না কুন্তলা। পার্টি অফিসে মিটিং—অথচ তুই যেন গ্রাহ্যের মধ্যেই আনছিস্ না।

কুন্তলা ॥ সুখের লাগিয়া পীরিতি করিনু
শ্যাম-বধূঁয়ার সনে
পরিণামে এত দুখ হবে বলে
কোন অভাগিনী জানে ॥

সুজাতা ॥ এই বুঝি সুরু হলো? (সুর বদলাইয়া) সারা দিন যদি তোর মুখে ভালোবাসা আর প্রাণ-বিনিময়ের খৈ ফুটতে থাকে, নিজের পক্ষে খুব গৌরবের কথা ভাবিস্। গোটা দেশ জুড়ে যখন অনাহার, মহামারী আর বন্যার আক্রমণ, তখন সে দেশের মেয়েরা শুধু প্রজাপতির মতো হাল্কা স্বপ্নের আকাশে উড়ে বেড়াবে?

কুন্তলা ॥ কী আমার সরোজিনী নাইডুরে! কথাগুলো রেকর্ডে তুলে রাখবার মত।

সুজাতা ॥ স্বাধীনতার মন্ত্র তুই ভুলে গেছিস্, তোর কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে দেশ, মিথ্যে হয়ে গেছে জাতি। নইলে তুই দিব্যি আরামে সব কিছুর উপর ভেসে বেড়াতে পারতিস্ না। তোকে নেমে আসতেই হতো—সংগ্রামের আবর্তে, দেশের দুঃখবেদনার ভাগী হতে।

কুন্তলা ॥ Splendid। কী বল্লি সংগ্রামের আবর্তে········
দাঁড়া, শাড়ীটা বদলে আসি।

সুজাতা ॥ তোদের ঐ শাড়ী, ব্লাউজে আর বডিসের কাল্‌চারকে আমি ঘৃণা করি কুন্তলা।

কুন্তলা ॥ (মৃদু হাসিতেছে)। তুই পারবি, শঙ্করের শ্মশান তপস্যা শুধু তুই ভাঙাতে পারবি।

সুজাতা ॥ ডায়োসিশানে পড়ে শুধু মডার্ণ ছেলে দেখেছিস্ আর শিখেছিস্ কায়দা করে ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বলা। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। ভালোবাসা ছাড়াও মেয়েদের জীবনের বড় উদ্দেশ্য থাকতে পারে, তোর মত কলেজে পড়া মেয়েরা তা ধারণাও করতে পারে না। কম্যুনিষ্ট হওয়া তোর শুধু বিড়ম্বনা কুঁন্তলা।

কুন্তলা ॥ (সুরে) 'হৃদয় আমার চায় যে দিতে, কেবল নিতে নয়'···

সুজাতা ॥ থাক তুই তোর দেয়া-নেয়া নিয়ে। আমি চল্লাম।

কুন্তলা ॥ রাগ করলি ? ঠাট্টা বুঝিস্ না।

সুজাতা ॥ ছ'টার মিটিং —সবাই অপেক্ষা করে বসে আছে।

কুন্তলা ॥ দু'দশ মিনিটেই তোমার মিটিং রসাতলে যাচ্ছে না Miss Punctnal (শাড়ী পরিতেছে) আচ্ছা তুই যা, আমি একটু পরে যাচ্ছি।

সুজাতার প্রস্থান।

(কুন্তলার আবৃত্তি)

নাই আমাদের কণক চাপার কুঞ্জ
বন-বীথিকায় কীর্ণ বকুল পুঞ্জ।

* *

*

"আমরা চকিত অভাবনীয়ের
ক্কচিৎ কিরণে দীপ্ত,
হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে
ঝলমল করে চিত্ত"

শঙ্করের প্রবেশ। কুন্তলা 'অল এটেনশন্' ভঙ্গীতে দাঁড়াইল।

শঙ্কর ॥ সুজাতা আসেনি ?

কুন্তল ॥ চলে গেলো।

শঙ্কর ॥ কখন ?

কুন্তলা ॥ এই মাত্র।

শঙ্কর ॥ মিটিংএ গেলো বোধ হয়। তুমি যাচ্ছ না ?

কুন্তলা ॥ সে জন্তেই তৈরী হচ্ছিলাম।

শঙ্কব ॥ নাচ, গানের প্রোগ্রামটা ঠিক আছে ত ?

কুন্তলা ॥ (ঈষৎ শ্লেষে) তুমি গান লিখেছ, আমি সুর দিয়েছি, এর পর প্রোগ্রামটা O. K. না হয়ে পারে ?

শঙ্কর ॥ অশেষ ধন্তবাদ।

শঙ্কর পুস্তিকা ও প্রচারপত্র দেখিতে লাগিল। কুন্তলার গান

বেলা যে বহিয়া যায়
লগন বহিয়া যায়
দেবতা, আমার পাষাণ দেবতা
তবু ও ফিরে না চায়।

শঙ্কর ॥ (গান শেষ হইবার পূর্বে) ফুড্ সেন্সাসের ফাইলটা দাও ত।

কুন্তলা গানের প্রতি শঙ্করের উপেক্ষায় মর্মাহত হইল

কুন্তলা ॥ এসব আধুনিক গান বুঝি আপনার পছন্দ হয় না ?

শঙ্কর ॥ দেখো কুন্তলা, তুমি ওসব বাজে কাজে সময় নষ্ট করবে, সে আমরা চাই না। পার্টি তোমার কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করে।

কুন্তলা ॥ কিন্তু আমারও পছন্দ অপছন্দ বলে একটা জিনিষ আছে। পার্টির জন্যে আমি ব্যক্তিগত মত বিসর্জ্জন দিতে পারিনে।

শঙ্কর ॥ কম্যুনিস্‌ট্‌ পার্টি ত তোমাদেরই পার্টি। জনসাধারণের দাবি নিয়েই তা এগিয়ে যেতে চায়।

কুন্তলা ॥ আপনার কথা শুনতে শুনতে আমি নিজেই ভুলে গেছি, কোনটা আমার কথা, আর কোনটা আপনার কথা।

শঙ্কর ॥ দেশের চরম দুদিনে তোমার মান অভিমান মানায় না কুন্তলা।

কুন্তলা ॥ মন যখন আছে তখন তার সঙ্গে দু'চারটে উপদ্রবও থাকবে বৈ কি!

শঙ্কর ॥ থাক্‌ ওসব কথা। কালচারেল্‌ প্রোগ্রামটা তৈরী হচ্ছে ত?

কুন্তলা ॥ সে ত আপনাদের অ-শে-ষ ধন্যবাদের বিনিময়ে।

শঙ্কর হাসিয়া উঠিল

শঙ্কর ॥ যার শেষ ভালো, তার সব ভালো। আমি ফুড্‌ সেন্সাসের রিপোর্টটা নিয়ে যাচ্ছি।

সহাস্যে শঙ্করের প্রস্থান। কুন্তলা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। মঞ্চে শাদা আলোর পরিবর্ত্তে সবুজ আলো জ্বলিয়া উঠিল। কুন্তলার মুখে বেদনার ছায়া, সে পিয়ানোতে আঙুল চালনা করিতে লাগিল। করুণ সুর ধাপে ধাপে উঁচুতে উঠিতে লাগিল। তারপর চরম বিন্দুতে পৌঁছিলে কুন্তলা উপুড় হইয়া পিয়ানোর উপর ভাঙ্গিয়া পড়িল। মন্থর যবনিকা।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কুন্তলার কক্ষ। খুবই রুচিসম্মত এবং আড়ম্বরের শোভায় সজ্জিত। 'শেল্‌ফে' বিস্তর বই। 'রেডিও'তে নাটক অভিনয় হইতেছিল। কক্ষটি আপাত-দৃষ্টিতে শূন্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আলমিরার পাশে ইজিচেয়ারে 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান' কাগজের আড়ালে মিঃ সিতিকণ্ঠ সিনহাকে দেখা সম্ভব নয়। জাপান হইতে বয়ন-শিল্পে ডিগ্রী নিয়া তিনি দেশে ফিরিয়াছেন। বাংলা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছেন। দুই একটা যাহা অনুগ্রহ করিয়া বলেন, তাহাও উচ্চারণের কায়দায় দুর্বোধ্য ও হাস্যকর শোনায়। সাহেবী পোষাক, হাতে সব সময়ই পাইপ্।

সিতিকণ্ঠ ॥ Stop, Stop·········

হীরালাল প্রবেশ করিতেছিল, মিঃ সিনহার ধমকে থমকিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ কাগজ ছুড়িয়া সিতিকণ্ঠ তাহার বাজ পাখীর মতো কর্কশ এবং তীব্র কণ্ঠে চেঁচাইয়া উঠিলেন—'Stop, Stop.'

হীরালাল ॥ You mean me ?

সিতিকণ্ঠ ॥ (হীরালালকে দেখিয়া) রেডিওটা বন্ধ করে দিন। To be brutally frank, আপনাদের ঐ বাংলা প্রোগ্রাম, আমি মোটেই Stand করতে পারি না। It gets on my nerves.

তিনি 'কেউ কেটা' গোছের ভঙ্গীতে ঝাঁকিয়া বসিলেন

হীরালাল ॥ ফরেন্ কোনো ষ্টেশন খুলো দেবো ?

সিতিকণ্ঠ ॥ রিও-ডি-জেনেরো।

হীরালাল ॥ (বুঝিতে না পারিয়া) বেগ ইওর পারডন্।

সিতিকণ্ঠ ॥ (অসহিষ্ণু কণ্ঠে) Hopeless rot. ব্রেজিলের Jaz-band broadcast শুনেন নি কখনো ? এখানে কেউ কিছু বুঝতে চায় না। An impossible country indeed ! In Japan, you will never find such collosal ignorance.

সবেগে পাইপ টানিতে টানিতে লাগিলেন। হীরালাল বিষয়টি ঠিক বুঝিতে না পারিয়া রেডিও বন্ধ করিয়া দিয়া আসিল

হীরালাল ॥ (বিনীত ভাবে) জাপানে যাবার সময় করে উঠতে পারিনি স্যর।

সিতিকণ্ঠ ॥ You ought to manage.

হীরালাল ॥ যুদ্ধের পর ভাবছি, দিন কয়েক জাপানে পায়চারি করে আসবো।

সিতিকণ্ঠ ॥ A trip to Japan is a question of a few hours only by air.

হীরালাল ॥ আজ্ঞে না, একখানা টু'শিটারে করে বার্মারোড দিয়ে via শ্যাম একেবারে ইন্ দি হার্ট অব টোকিওতে পৌছব।

সিতিকণ্ঠ ॥ To be brutally frank, জাপান ত বলতে গেলে ঘরের পাশে adjacent room. যখন খুসী যাওয়া চলে।

সিতিকণ্ঠ নিবিষ্ট মনে পাইপ টানিতে লাগিলেন, মুচকি হাসিয়া হীরালালের প্রস্থান। আপন হৃদয়াবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া

Textile—Tex-ti-le, my joy, my dream.

পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল শঙ্কর

শঙ্কর ॥ কুন্তলা বাড়ীতে আছে ?

সিতিকণ্ঠ ॥ (বিরক্তিভরে) your card please.

শঙ্কর ॥ (প্রশান্ত হাসিতে) ওর সঙ্গে দেখা করতে আমার কার্ডের দরকার হয় না।

সিতিকণ্ঠ ॥ (ভুরু কুচকাইয়া) A stranger should behave like a stranger.

শঙ্কর ॥ এ বাড়ীতে আমি অপরিচিত নই।

সিতিকণ্ঠ ॥ But that's only a nice way of begging the question.

শঙ্কর ॥ পার্টির কতকগুলো জরুরী কাজেই আমি ওর কাছে এসেছি।

সিতিকণ্ঠ ॥ What the devil you are speaking ? I should like to know your particulars.

কুন্তলার প্রবেশ। মধুর হাস্যে

কুন্তলা ॥ আমি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি

সিতিকণ্ঠকে নির্দেশ করিয়া

মিঃ সিতিকণ্ঠ সিংহ, Fresh from Japan, expert in textile & texture.

শঙ্করকে দেখাইয়া

কমরেড্ শঙ্কর দাশগুপ্ত, সেক্রেটারী কম্যুনিসট্ পার্টি।

সিতিকণ্ঠ ॥ (হাসিয়া) Young communist, out to exterminate the bourgeois.

শঙ্কর ও কুন্তলা হাসিয়া উঠিল। সিতিকণ্ঠ সেক্-হাণ্ডের জন্যে হাত বাড়াইলেন। শঙ্কর নমস্কার করিল

সিতিকণ্ঠ ॥ (পাইপে টান দিয়া) Y—e—s.

সকলে বসিল

কুন্তলা ॥ আপনারা আলাপ করুন। আমি এক্ষুনি আস্‌ছি।

কুন্তলার প্রস্থান

শঙ্কর ॥ জাপান থেকে Textile ডিপ্লোমা নিয়ে এসেছেন, এবার যন্ত্রপাতি কিনে কারখানা চালু করুন।

সিতিকণ্ঠ ॥ That's exactly what I am aspiring after. To be brutally frank, there are two problems in life—one is bread problem—another is cloth problem. না খেয়েও আপনি দু'চার দিন উপোস করে থাকতে পারেন, কিন্তু কাপড় ছাড়া, I mean, you cannot go naked even for a single day.

শঙ্কর ॥ এ সম্পর্কে দ্বিমতের অবসর নেই মিঃ সিংহ।

সিতিকণ্ঠ ॥ (অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভঙ্গীতে) To be brutally frank, দেশের পক্ষে কাপড়ের সমস্যাই সবচেয়ে বড় সমস্যা।

খাবার নিয়া কুন্তলার প্রবেশ

এগুলো আবাব কেন ?

কুন্তলা ॥ Fresh from Japan, বলতে গেলে প্রায় এক যুগ পরে দেশের মাটিতে পা দিলেন, তারপর সামান্য কিছু মিষ্টিমুখ না করলে কেমন দেখায় বলুনত ?

শঙ্কর ॥ আপনাদের মত লোক যদি বিদেশ থেকে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করে মিল গড়ে তুলেন. তা'তে বেকার সমস্যার সমাধানত হয়ই, সঙ্গে সঙ্গে দেশের ধন দৌলতও বাড়তে থাকে।

সিতিকণ্ঠ ॥ Exactly, exactly so.

কুন্তলা ॥ আপনি কেন এমন চমৎকার দেশ ছেড়ে এ পোড়া মাটীতে পা দিলেন মিঃ সিন্‌হা ?

সিতিকণ্ঠ ॥ কাপড় সমস্যার একটা solution না হলে এ জাতের মুক্তি নেই Miss Choudhury.

শঙ্কর ॥ কিন্তু দেশের লোক যখন দু'মুঠো ভাত খেতে পাচ্ছে না, তখন কাপড় সমস্যা নিয়ে কি একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না মিঃ সিংহ ?

সিতিকণ্ঠ ॥ Not an inch, To be brutally frank, Adam and Eve (শঙ্করকে) বাইবেল পড়েছেন ?

শঙ্কর ॥ অনেক আগে—কলেজে পড়বার সময়।

সিতিকণ্ঠ ॥ Adam and Eve in their first clothes mark the dawn of civilisation, and you know the collapse of textile industry means the end of human civilisation

শঙ্কর ॥ (উঠিয়া দাঁড়াইল) আর একদিন আপনার সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে আলাপ হবে। 'লেনিন-ডে' নিয়ে এখন আমরা একটু ব্যস্ত। (কুন্তলাকে) তোমার নাচ, গান, তৈরী ?

কুন্তলা ॥ তৈরী।

শঙ্কর ॥ নমস্কার মিঃ সিংহ।

সিতিকণ্ঠ ॥ Hope to meet you again. Bye-bye.

শঙ্করের প্রস্থান। সিতিকণ্ঠ কুন্তলার সন্নিহিত হইলেন।

সিতিকণ্ঠ ॥ To be brutally frank, textile mill start করবার জন্যে আমার পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা চাই। তোমার বাবা half reluctantly কিছু টাকা দিতেও রাজী হয়েছেন। এখন তোমার মতের 'পরই সব নির্ভর করছে।

কুন্তলা বিস্ময়ে তাকাইল

সিতিকণ্ঠ ॥ আর টাকাগুলো তোমার বাবার কাছ থেকে তোমাকেই আদায় করে দিতে হবে।

কুন্তলা ॥ এত টাকা বাবা আপনাকে শুধু শুধু দিতে রাজী হবেন কেন ?

সিতিকণ্ঠ ॥ Not for nothing. To be brutally frank, dowry system I hate. বিয়ে করব মেয়েকে, টাকাত নয়—তাই মিল্ start করবার জন্য initial expenditure—এই ধরো গোটা পনেরো হাজার টাকা পেলেই—We can go in for the holy bond of marriage—বাকী টাকা by instalment-এ, পরে দিলেও চল্‌বে।

কুন্তলা ॥ মিঃ সিন্‌হা, এটা কী বাড়াবাড়ি হচ্ছে না ?

সিতিকণ্ঠ ॥ Don't be slushy. I am after all a textile expert—তোমার অযোগ্য নই।

কুন্তলা ॥ এ সম্বন্ধে আপনার কাছ থেকে দ্বিতীয় বার কিছু না শুনলেই সুখী হব।

সিতিকণ্ঠ ॥ আমি আজকেই জবাব চাই না। ভেবে দেখো—Upon your 'yes or no' depends the industrial progress of India. It is textile industry that can lead India to the paradise of prosperity.

বিহ্বল কণ্ঠে

Textile, Textile—sweet t-e-x-t-i-le.

প্রস্থান। কুন্তলা "Revolt of women" বইখানা নিয়া নীরবে পড়িতে লাগিল। একটু পরে পিছন হইতে অশোকের প্রবেশ।

অশোক ॥ (বইটির নাম পড়িয়া) "Revolt of women", নারীর বিদ্রোহ ?

অশোকের গলার আওয়াজ শোনার সঙ্গে সঙ্গে কুন্তলার সারা দেহে বিদ্যুত-শিহরণ খেলিয়া গেল। তার লীলায়িত ভঙ্গীতে বিস্ময় এবং জিজ্ঞাসা ফুটিয়া উঠিল।

অশোক ॥ (অনুরাগ-মিশ্রিত পরিহাসে) বিদ্রোহটা কী 'চৌধুরী-ভিলা' থেকেই সুরু হবে নাকি ?

কুন্তলা ॥ (অশোকের পানে তাকাইয়া ব্রীড়া-চঞ্চল ভঙ্গীতে) তোমার আপত্তি আছে ।

অশোক ॥ (মৃদুহাস্যে) না, না। তবে লজিক ছেড়ে Revolt of women নিয়ে মেতেছ কিনা, তাই একটু আশ্চর্য হচ্ছি।

কুন্তলা লীলা-চঞ্চল হইল। অশোক একটু অগ্রসর হইল

বিদ্রোহটা নিশ্চয়ই পুরুষের বিরুদ্ধে ?

কুন্তলা ॥ যদি বলি তোমার অনুমানটা অমূলক।

অশোক ॥ খুসী হবো. আর সঙ্গে সঙ্গে পালটে জিজ্ঞেস করবো তবে কী শূন্যে আস্ফালন ?

কুন্তলা ॥ শূন্যে আস্ফালন করবার মত বিলাসিতার সম্বল সকলের থাকে না। এ বিদ্রোহ তাদেরই বিরুদ্ধে (বাঁকা দৃষ্টিতে তাকাইয়া) যারা নির্বোধের মত গোলা বারুদ নিয়ে রাতারাতি দেশকে স্বাধীন করবার আস্ফালন করে।

অশোক ॥ (হাসিয়া উঠিল) ছুরিটা ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায়ই চালিয়েছ। মন্ত্রটা মুখস্থ করতে একটুও ভুলচুক হয়নি দেখছি ! (বেদনাহত তাচ্ছিল্যে) নেতৃত্বের ভারটা নিশ্চয়ই কম্‌রেড দাশগুপ্তের হাতে ?

কুন্তলা ॥ আগের কুন্তলাকে খুঁজতে গেলে তুমি ভুল করবে। কমরেড্ কুন্তলার সঙ্গে তার আকাশ-পাতাল তফাৎ।

অশোক গভীর দৃষ্টি তুলিয়া ধরিল। অনুরাগ ও উন্মাদনা ঝরিতেছে সে দৃষ্টিতে

চুপ করে রইলে যে? বিশ্বাস হলো না বুঝি?

অশোক ॥ বেশত পড়াশুনা করছিলে, হঠাৎ এই বাতিক চাপলো কেন?

কুন্তলা ॥ বাতিক নয়, বলো বন্যা।

অশোক ॥ রাজনীতি এ দু'টোর একটাও নয়। তুমি যে কোনদিন একটা উপোস করা ভিখিরীও চোখে দেখনি।

কুন্তলা ॥ তাই বলে উপোস করার দুঃখ বুঝিনে, তাই বা তোমাকে কে বল্‌লে?

অশোক ॥ কেউ না বললেও তোমাকে আমার চেয়ে আর কেউ বেশী জানে না। (স্নিগ্ধ হাসিতে) আর যেখানেই হোক, রাজনীতিতে তোমাকে মানায় না কমরেড্ কুন্তলা।

কুন্তলা ॥ (শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠে) এটা কী হিরণগড়ের রাজকুমারের সুচিন্তিত অভিমত?

অশোক ॥ (বেদনাহত কণ্ঠে) হিরণগড় আর তা'র রাজকুমারকে একেবারে ভুলে যাওনি তা' হলে?

কুন্তলা ॥ (নির্লিপ্তকণ্ঠে) প্রা—য়?

অশোক ॥ প্রায়? আমাদের অতীতটা কী তোমার কাছে এতই তুচ্ছ যে তা নিয়ে ঠাট্টা করতে তোমার বাধছে না?

কুন্তলা ॥ এতকথা ভাববার সময় আমার নেই।

অশোক ॥ একদিন ছিলো—তোমার প্রচুর সময় ছিল, ভাববার, ভাবাবার।

কুন্তলা ॥ সে শুধু একটা অতীত স্মৃতি। আমি ভুলতে বসেছি।

অশোক ॥ (আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে) কিন্তু সে অতীত যে তোমারই রচনা। তুমিই তাকে গড়ে তুলেছিলে, স্বপ্নে, গানে, গল্পে……

(অশোক যেন স্বপ্নে কথা বলিতেছে) তুমি একদিন আমার গলায়

ফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে বলেছিলে রাজপুত্রের গলায় বিজয়ের মালা পরিয়ে দিলুন। ফুল ঝরে গেছে, কথা ডুবে গেছে, কিন্তু সে সুর এখনো বাজছে আমার মনে, আমার স্বপ্নে···

কুন্তলা ॥ অতীতের স্মৃতি অন্ধকারেই হারিয়ে যাক। এখন এ সব জেনেও কারো কোন লাভ নেই।

অশোক ॥ আমি যদি বলি হারানো দিনেই আমাদের সত্যিকারের পরিচয়, অতীতে ফিরে যাওয়াতেই আমাদের লাভ।

কুন্তলা ॥ আমার আপত্তি হবে।

অশোক ॥ (অসহিষ্ণুভাবে) কিন্তু কেন তোমার আপত্তি ?

কুন্তলা ॥ এই দেশ–আমাদের দেশ। ফ্যাশিসট্ আক্রমণের হাত থেকে এ দেশকে রক্ষা করবার দায়িত্বও আমাদের। যারা স্বাধীনতার নামে দেশরক্ষার আয়োজনকে পণ্ড করে দিতে চায়, তারা দেশের সব চেয়ে বড় শত্রু। দেশকে তারা বিদেশীর পায়ে বিকিয়ে দিতে চায়।

অশোক নিরুত্তর

আমার জবাব পেয়েছ ?

অশোক ॥ এ সব পাঠ বুঝি কমরেড্ দাশগুপ্তের কাছ থেকে নিয়েছ ?

কুন্তলা ॥ বিদ্রূপ করে তুমি আমার মতকে টলাতে পারবেনা—আদর্শকে ভোলাতে পারবেনা।

অশোক ॥ (কুন্তলার হাত নিবিড় আবেগে টানিয়া) আমি তোমাকে ভোলাতে চাইনা, ভাঙতে চাই না। (গভীর আবেগে স্পন্দিত হইল) আমি তোমাকে পেতে চাই আমার পাশে, আমার আদর্শে।

কুন্তলা ॥ তুমি ভদ্রতার মুখোসটুকুও রাখতে পারছ না।

অশোক ॥ তোমাদের এই ভদ্রতা, এই ভীরুতা, আমি মানি না কুন্তলা···

কুন্তলা ॥ হাত ছাড়··· আমার পথ, আর তোমার পথ এক নয়।

অশোক ॥ আমি ছাড়ব না। এ আমার অধিকার।

কুন্তলা ॥ অধিকার, না আস্পর্দ্ধা? হাত ছাড়…

অশোক ॥ অধিকার… অশোকদা'র অধিকার, ভালোবাসার অধিকার। আমার পথই তোমার পথ…আমার মতই তোমার মত। জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে তোমাকে আমি দোবনা কুন্তলা।

কুন্তলা শান্ত ভাবে হাত ছাড়াইয়া নিল

কুন্তলা ॥ তুমি বলেই আজকের অভদ্রতাকে আমি ভুলে যাব…

হঠাৎ আঘাত পাইয়া নির্জীবের মত দাঁড়াইয়া রহিল অশোক

ভবিষ্যতে অধিকার প্রতিষ্ঠার এ পথ বেছে নিলে তার পরিণাম খুব প্রীতিকর না-ও হতে পারে।

অশোকের চোখে মুখে গুরুতর প্রতিক্রিয়া

অশোক ॥ তুমি ভুল করছ কুন্তলা…

কুন্তলা ॥ হিরণগড়ের রাজাদের রাজত্ব না থাকলেও রাজগীর নেশা ঠিক পুরোদমেই আছে দেখছি।

অশোক ॥ তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের কথা এটা নয়, এখনো ফেরবার পথ তোমার খোলা আছে।

কুন্তলা ॥ দাসীর প্রতি মহারাজকুমারের অসীম অনুগ্রহ !

অশোক ॥ যে সত্যকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পার না, তা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ…(একটু থামিয়া, রুদ্ধকণ্ঠে) তোমার মুখে ভালো লাগে না।

কুন্তলা ॥ আজকালকার মেয়েদের বুদ্ধিটা ক্রমশই বাড়ছে কিনা।

অশোক ॥ তোমাদের… আধুনিক মেয়েদের দাসী হতেই শুধু আপত্তি—আপত্তি নেই পুরুষদের হাতের খেলনা হতে, না ?

কুন্তলা ॥ নিজের রূপটা নিজেই প্রকাশ করছ ত ?

অশোক ॥ জাপানী ডলের মত হাত থেকে পড়ে গিয়ে খেল্‌না ভেঙে গেলেই যারা নতুন খেল্‌না তুলে নেয়, তাদের হাতে নাচতেও তোমাদের লজ্জা নেই।

কুন্তলা ॥ গর্জনটা বুঝলাম্—কিন্তু বর্ষণটা কা'র 'পর হচ্ছে?

অশোক ॥ মন তোমার আচ্ছন্ন, তাই বুঝতে পারছনা। শঙ্কর তোমাকে তার রাজনীতিক খেলার পুতুল হিসেবেই ব্যবহার করতে চায়। সে মণিকাকেও দলে টানতে চেয়েছিল···আদর্শের বড় বড় কথা শুনিয়ে তাকে নিয়েও খেলতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি, মণি তেমন মেয়েই নয়।

কুন্তলা ॥ (আশঙ্কা-মিশ্রিত কৌতূহলে আগাইয়া গিয়া) মণিকা! কে মণিকা?

দ্রুত যবনিকা

তৃতীয় দৃশ্য

মুরারী চৌধুরীর কক্ষ। টেবিলের শেল্‌ফে কাগজ পত্রের ফাইল এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রে কক্ষটি সজ্জিত। পাশের শোফায় বসিয়া র‍্যাডিকেল লীগের মুখপত্র 'আওয়াজ" কাগজের সম্পাদক প্রতুল তরফদার। হাতে একরাশি ফাইল। চেহারা উচ্ছ্বাস-প্রবণ এবং উত্তেজনায় উগ্র, চুলগুলি উসকোখুসকো। সব সময়ই বক্তৃতার ভঙ্গীতে কথা বলেন। নিজকে তিনি একজন খাঁটি এ্যান্টি-ফ্যাসিষ্ট বলিয়া স্বতই দাবী করেন। যবনিকা উঠার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেলো মুরারী চুরুট জ্বালাইতেছে।

মুরারী ॥ (দেশলাইয়ের কাঠি নিভাইতে নিভাইতে) যাকে খুসী রাখছেন, যাকে খুসী মারছেন, কাগজের বুকে বক্তিমার ফোয়ারা তুলে পরস্মৈপদী বেশ আছেন প্রতুলবাবু !

প্রতুল ॥ (উপেক্ষা করিয়া) দেশের জনমতের বিরুদ্ধে যাঁরা দাঁড়াবেন, তিনি যত বড় নেতাই হোন না কেন, 'আওয়াজে'র চাবুক তাঁকেও রেহাই দেবে না মুরারী বাবু।

মুরারী ॥ সাধু, সাধু সঙ্কল্প।

প্রতুল ॥ ও মুখ চেয়ে মুগের ডাল প্রতুল তরফদারের কোষ্ঠিতে লেখা নেই।

মুরারী ॥ অনেষ্ট জার্ণালিজম্ ?

মুরারী গর্বিত ভঙ্গীতে চুরুট হাতে নিয়া টেবিলের সামনে হেলান দিয়া দাঁড়াইল

প্রতুল ॥ 'আওয়াজ' কোন অন্যায়কে কোনদিন প্রশ্রয় দেবে না। আমাদের অর্থ নেই, সম্বল নেই, কিন্তু 'আওয়াজের' পেছনে আছে দেশের জাগ্রত জনমত।

মুরারী ॥ 'আওয়াজের' জয় হোক!

প্রতুল ॥ দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এই আওয়াজ ধ্বনিত করে তুলতে হবে ফ্যাশিজমের ধ্বংস চাই। আজকের দিনে যা'রা ফ্যাশিষ্ট বর্বরতার বিরুদ্ধে গণ-প্রতিরোধকে দুর্বল করতে দিতে চায়, তারা দেশের শত্রু, জাতির শত্রু·

মুরারী ॥ (পকেট হইতে দশ টাকার নোট বাহির করিয়া প্রতুলের হাতে দিল) বিজ্ঞাপনের চার্জটা একটু বেশীই ধরেছেন, তবু বিলটা না কেটে পুরো একশ'ই দিচ্ছি আরো ছ'মাস full page-ই দেবেন।

প্রতুল ॥ (খুসীটা গোপন করিয়া) বিজ্ঞাপনের যেমন হাই চার্জ, তেমন কাগজের প্রচারটাও দেখবেন। বাংলা দেশে সাপ্তাহিক কাগজের নেট্ সেল্ এগারো হাজার, বলতে গেলে incredibly large.

মুরারী ॥ সে জন্যেই ত আপনাদের Patronise করা। (মুরারী কাছে গিয়া সুর নামাইয়া) শ্রীশ্রী গণেশের ইচ্ছায় যদি Prohibition orderটা উঠে গিয়ে আবার অবাধ বাণিজ্য চালু হয়, তবে বুঝলেন তরফদার (গলার সুরে তরঙ্গ তুলিয়া লোভনীয় আনন্দে) আপনার সঙ্গে বছরের কনট্রাক্টই রইলো। আর কলম নিয়ে বিল কাটাকাটি করা —সে মুরারী চৌধুরীর—against his very principle—ও পূরো দু'শো, দু'শোই সই। ঐ বাবা আসছেন···

মুরারীর প্রস্থান। গণপতি চৌধুরীর প্রবেশ

গণপতি ॥ (পদোচিত গাম্ভীর্যে) তোমার কাগজ পেলাম। (বসিয়া) মন্দ লিখনি। (প্রতুলের চোখ উজ্জ্বল হইল) তবে 'আওয়াজ'

ফাওয়াজ বাদ দিয়ে একটা বাংলা নাম খুঁজে পেলে না, তোমাদেরও যত সব ···'আওয়াজ' মানে কী হে ?

প্রতুল ॥ আওয়াজ মানে tone—মানে voice · (গলদঘর্ম হইবার ভঙ্গীতে)

গণপতি ॥ কী আশ্চর্য্য, বাংলা—বাংলা মানে কী ?

প্রতুল ॥ বাংলা ? বাংলার অনুবাদ করলে দাঁড়ায়—মানে,···ডিক্‌স্‌নারী, ডিক্‌সনারীটা কোথায় ? (খুঁজিতে লাগিল)

গণপতি ॥ থাক্‌, আর ডিক্‌সনারী দেখতে হবে না। বাংলায় কাগজ বার করেছ অথচ নাম দিয়েছ উর্দ্দু।

প্রতুল ॥ আজ্ঞে, ইচ্ছে করেই democratic নাম রেখেছি—যাতে জনসাধারণ সহজেই বুঝতে পারে. (বক্তৃতার উত্তেজনায়) ফ্যাশিস্‌ট্‌দের বিরুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনার জন্যে আজ সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন জনশক্তির সমর্থন লাভ। আর সে জন্যে শতধা বিচ্ছিন্ন জাতিকে একই আদর্শে সঙ্ঘবদ্ধ করে গড়ে তুলতে হবে রায়বাহাদুর।

রায়বাহাদুর নীরবে কাগজ পড়িতে লাগিলেন

প্রতুল ॥ আপনার একটা মেসেজ···

গণপতি ॥ "ফ্যাশিজমের পতনের সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা অনিবার্য, আর সে জন্যে আমরা মিত্রশক্তির আশু জয়লাভ কামনা করি"—এ আমরা সবাই মানি, কিন্তু এই যে লিখেছ সংখ্যালঘুদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণ—Right of self determination, পাকিস্থান, হিন্দু মহাসভা জাতিকে এমন করে সর্বনাশের পথে ঠেলে দিতে পারে না প্রতুল।

প্রতুল ॥ আজ্ঞে র‍্যাডিকেল লীগের ফরমূলাকে প্রথম সবাই পাগলের প্রলাপ বলে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আজ গান্ধীজী স্বয়ং তা মেনে নিয়েছেন।

গণপতি ॥ কিন্তু হিন্দু-মহাসভা মানে নি। ভারত ব্যবচ্ছেদের পরিকল্পনায় হিন্দু-মহাসভা কোন সর্ত্তেই সম্মতি দিতে পারে না, এমন কি মহাত্মার সমর্থন পেলেও না। জাতির আত্মহত্যার অংশীদার হওয়াকে সে পাপ বলেই মনে করে।

প্রতুল ॥ থাক ওসব পলিসির তর্ক। নতুন কাগজকে আপনি শুভকামনা জানাবেন···

গণপতি ॥ আচ্ছা, আচ্ছা, এসো আর একদিন। তুমি কাগজ বের করেছ, শুভকামনা আমার এমনি আছে···

প্রতুলের প্রস্থান। একটু পরেই কুন্তলার প্রবেশ। পরনে ট্রাউজার ও গেঞ্জী। তাহার চঞ্চল ভাব-ভঙ্গীতে স্পষ্টই বোঝা গেল—অন্তরে দারুণ দ্বন্দ্বের ঝড় বহিতেছে। সে শোফার মাথায় হাত দিয়া নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিল। মেয়ের এই অদ্ভুত পোষাকে গণপতি না হাসিয়া পারিলেন না।

গণপতি ॥ কম্‌রেড হ'ল বুঝি পুরুষেব মত পোষাক পরতে হয় না ?

কুন্তলা ॥ (নিজের দিকে তাকাইয়া) ট্রাউজার ! সে ত সব সময় পরি না। কাল থেকে সাইকেল প্র্যাক্‌টিস্ করছি কি না, তাই একটা টাইট্‌-ড্রেস······

গণপতি ॥ (বিস্মিত বেদনায়) সাইকেল প্র্যাক্‌টিস্! অবাক করলি মা।

কুন্তলা ॥ (হাসিয়া উঠিল) তুমি ত আমার নতুন কিছু দেখলেই ভীষণ অবাক না হয়ে পার না। ফ্যাশিস্‌ট্ বর্ব্বরদের জখম করবার জন্তে আজ মেয়েদেরও হাতিয়ার নিয়ে তৈরী থাকতে হবে বাবা।

গণপতি ॥ তোর পাগলামি দিন দিন যে তালে বাড়ছে, শেষে আমাকেই না ভুলে যেতে হয়, তুই আমার ছেলে—না মেয়ে।

কুন্তলা ॥ ও দুই-ই। আমি তোমার মেয়ে আর সঙ্গে সঙ্গে প্রাইভেট্ সেক্রেটারী।

গণপতি ॥ (স্নিগ্ধ হাসিতে) এদিকে কলেজ খোলার সময় যে হয়ে এলো কুন্তলা।

কুন্তলা ॥ আমার অভাবে কলেজ অচল হবে না। কিন্তু আমার মত মেয়ে কমরেড ঝাঁকে ঝাঁকে জন্মাবে না বাবা। জাপানী দস্যুদের হাত থেকে আমাদের সোনার হিন্দুস্থানকে বাঁচাবার জন্যে আমরা সব মেয়ে কমরেডরা গ্রামে গ্রামে গেরিলা বাহিনী গড়ে তুলতে যাচ্ছি কিনা।

গণপতি ॥ (কৌতুকে) তাই বুঝি সাইকেল প্র্যাক্‌টিস্ করা হচ্ছিল ?

কুন্তলা ॥ শুধু কী সাইকেল ? আমাদের মেয়ে কমরেডদের মোটর ড্রাইভ করা, উটের পিঠে ঝুলে থাকা, হাতীর হাওদায় বসতে জানা— সবই শিখতে হবে। রাশিয়ার মেয়েরা যা পারে, মেয়ে হয়ে আমরাই তা পারবনা কেন বাবা ?

গণপতি ॥ তোকে কতদিন বলেছি পুরুষের যা শোভা পায়—মেয়েদের তা মানায় না।

কুন্তলা ॥ খুব মানায় বাবা ! খুব মানায় ! তোমার মনু সংহিতার মতের সঙ্গে মিলল না—এই ত ? (আহ্লাদের ভঙ্গীতে) মনুসংহিতায় নাকি মেয়েদের জন্য সব কড়া কড়া শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে, আচ্ছা বাবা, মেয়েদের নামে তোমার ভগবান মনু হঠাৎ এমন তেলে বেগুণে জ্বলে উঠলেন কেন ?

গণপতি ॥ (কুন্তলার চপলতায় গণপতির প্রশান্তি ক্ষুব্ধ হইল না। তিনি হাসিলেন, প্রজ্ঞার হাসি) মার্কস্ আর মনুসংহিতা একসঙ্গে বোঝা যায় না মা···

কুন্তলা ॥ (চপল লাস্যে) কাজ নেই আমার অত শত বোঝবার। এখন কী মনুসংহিতা আর মার্কণ্ডপুরাণ নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় ?

গণপতি ॥ কতকগুলো বাঁধা বুলি মুখস্থ করেছিস—যার মানে জানিস না।

কুন্তলা ॥ মেয়েদের আজ রান্না ছেড়ে বাইরের দায়িত্ব নেবার সময় এসেছে বাবা।

গণপতি ॥ ভুল, ভুল মণি, ভারতের মেয়ে তোরা। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তার আদর্শই তোদের আদর্শ।

কুন্তলা ॥ তুমি ভুলে যাচ্ছ বাবা, এটা মনুসংহিতার যুগ নয়।

গণপতি ॥ সত্য সব যুগেই সত্য। সে কথা থাক্। আমার মেয়ে হয়ে আমার সামনে এই সব অনাচার, আমার দেখতে ভাল লাগবে?

কুন্তলা ॥ অনাচার নয় বাবা—ফ্যাশিস্ট্ অত্যাচারের বিরুদ্ধে বীর সৈনিকের বুক পেতে দেয়া (বুক ফুলাইয়া) গ্রামের মেয়েদের মত ভীরু লজ্জায় আমি তুলসীতলায় প্রদীপ দোব, নার্সদের মত সারা জীবন ভরে শুধু পুরুষের সেবাই করে যাব—এই কি তুমি আমার কাছে আশা কর?

গণপতি ॥ (স্নেহ-ব্যঞ্জক দৃঢ়তায়) শুধু আশা নয়, আমার মেয়ের কাছে সে চরিত্রের শুচিতা, আদর্শের সে মহিমাই আমি দাবী করি কুন্তলা।

কুন্তলা ॥ এ তোমার অতিরিক্ত আশা।

গণপতি ॥ তুই অবুঝ, কোনটা ন্যায় আর কোনটা অন্যায় তা বোঝবার জ্ঞানও তুই হারিয়েছিস্।

কুন্তলা ॥ দেশের মুক্তি-সংগ্রামে মেয়েদের কী কোন কর্ত্তব্যই নেই বাবা?

গণপতি ॥ (শুনিতে পাইলেন না। হাতে তাঁ'র গীতা, উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নিজের মেয়েতে নিজের জন্মার্জ্জিত সংস্কার ও স্বপ্নের ব্যর্থতায় গভীর দুঃখের সুর বাজিয়া উঠিল তার কণ্ঠে ও বেদনার্ত্ত মুখ-ভঙ্গীতে) তুই যে সবার উপরে, সবার আগে মায়ের জাত, তুই তা ভুলে গেছিস। তুই কমরেড হয়েছিস, হাতিয়ার হাতে নিয়ে জাপানকে রুখতে দাঁড়িয়েছিস, কিন্তু তুই শুধু মেয়ে হতে ভুলে গেছিস কুন্তলা।

কুন্তলার উপর পিতার খেদোক্তির প্রতিক্রিয়া হইল। গণপতির শেষ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই সে স্নেহকাতর ভঙ্গীতে পিতাকে স্পর্শ করিয়া বলিল 'বাবা'। দ্রুত যবনিকা।

চতুর্থ দৃশ্য

ড্রয়িং রুমে কুন্তলা অন্যান্য কম্যুনিষ্ট মেয়েদের সঙ্গে 'লেনিন-ডে'র কোরাস্ গানটির মহড়া দিতেছিল। সকলের অলক্ষ্যে শঙ্কর আসিয়া পিছনে দাঁড়াইল।

কোরাস্ :

ঐ শোনা যায় আকাশে বাতাসে
ধ্বনিয়া উঠিছে নতুন যুগের আশা।
মেঘের আড়ালে বজ্রের ভেরী বাজে,
ঝঞ্ঝার মুখে কারা করে যাওয়া আসা।
মরণের পথে জীবনের দূত আসে
দিশি দিশি হতে দুরন্ত উল্লাসে,
রিক্ত ললাটে জীর্ণ শতাব্দীর,
দেবে জয়টিকা জীবন জয়শ্রীর।

শঙ্কর ॥ (গানের শেষে) চমৎকার উৎরে গেছে যা' হোক।

শঙ্করের অপ্রত্যাশিত আগমনে কুন্তলা লাল হইয়া উঠিল। শঙ্করের লেখা গান সে মহড়া দিতেছে, শঙ্কর তাহা জানুক, কুন্তলার তাহা আপাতত অনভিপ্রেত

কুন্তলা ॥ (মেয়েদের প্রতি) আজ এই পর্যান্তই থাক ॥

মেয়েদের প্রস্থান

কুন্তলা ॥ (শঙ্করের প্রতি) ধন্য হয়ে গেলাম সে গৌরবে।

কুন্তলা ভঙ্গীতে হিল্লোল তুলিয়া পা কয়েক সামনে গেল। তার ভঙ্গীতে বিদ্রূপ ও বেদনা

শঙ্কর ॥ প্লে'টা ভালো হলে সবাই অবাক হয়ে ভাববে—ডায়োসিশনে পড়েও মেয়েরা আশ্চর্য্য কিছু দেখাতে পারে।

কুন্তলা ॥ ঠিক যেন পাথরে ফুল ফুটিয়ে তোলার মত!

শঙ্কর ॥ ওঠা পণ্ডশ্রম। কিন্তু এটা সৃষ্টি।

কুন্তলা ॥ তোমার লেখা গান, তার 'পর যদি তোমার ট্রেনিং পায়, তবে যে কোন মেয়েই তা পারে। এমন কী মণিকা দেবীও।

বাঁকা বেদনা ও ক্ষোভের বিদ্যুৎ ঝলসিত হইয়া উঠিল দৃষ্টিতে এবং সুরে। শঙ্কর একটু ধাক্কা খাইল। কিন্তু সে সব আঘাত এবং বিদ্রূপের মুখেই ধীর, স্থির, অবিচলিত। বিষয়টা লঘু করিবার জন্য শঙ্কর খুবই আন্তরিক আবেদনে শিশুর মত সহজ হইয়া উঠিল সুন্দর হাসিতে।

শঙ্কর ॥ মণিকার কথাও শুনেছ তাহ'লে?

কুন্তলা ॥ তোমার মুখ থেকে নয়।

শঙ্কর ॥ যা'র মুখ থেকেই শুনে থাক, মণিকা সম্বন্ধে তোমার উচ্চ ধারণাটা একটু বেশি রকম অতিরঞ্জিত শোনাচ্ছে।

কুন্তলা ॥ থাক, আর শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে হবেনা। মণিকাদেবীর সত্য পরিচয়টা তোমার কাছ থেকে না শুনলেও চলবে।

শঙ্কর ॥ তার মানে, মিথ্যে শুনে অনর্থক একজন সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করা।

কুন্তলা ॥ তবু তা অর্দ্ধ সত্যের চেয়ে ঢের বেশী নিরাপদ (বাঁকা দৃষ্টি হানিয়া) এ যুগের যুধিষ্ঠিররা একটু ঘন ঘন সত্যি মিথ্যে মিশিয়ে বলতে সুরু করছেন কিনা!

শঙ্কর ॥ সত্য মানুষকে সচেতন করে, সুন্দর করে।

কুন্তলা ॥ আমার অত সইবে না। বেশী উপরে উঠতে গেলে খুব নীচুতে পা ফস্‌কাবার সম্ভাবনা। সে গৌরব মনিকাদেবীর জন্তেই তোলা থাক।

শঙ্কর ॥ তুমি যা পার, মণিকা তা কল্পনাও করতে পারে না কুন্তলা।

কুন্তলা ॥ শুনে সুখী হলাম। আমার সৌভাগ্য।

একটু চুপ করিল। তারপর হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল

মণিকার কথা কেন আমাকে বলো নি? কেন, কেন তুমি আমার কাছ থেকে সব কিছু লুকোতে চাও?

কুন্তলার বাহ্যিক দৃঢ়তার অন্তরালে কান্নার সুর

আমি তোমার কাছে এমন কী অপরাধ করেছি যে, এমনি করে পদে পদে তুমি আমাকে অবিশ্বাস করছ?

শঙ্কর ॥ মণিকা আর তুমি—সম্পূর্ণ আলাদা ধাতুতে গড়া। একজন সমুদ্র, আর একজন আগ্নেয়গিরি।

কুন্তলা ॥ তুমিত কোন দিন তার কথা ঘুণাক্ষরেও আমায় জানতে দাওনি।

শঙ্কর ॥ সমুদ্রের কাছে গেলে আগ্নেয়গিরি শুকিয়ে যায়, আর আগ্নেয়গিরি শুষে নেয় সমুদ্রকে ··

কুন্তলা ॥ কিছুটা দরদ মণিকাদেবীর জন্তে অবশিষ্ট রেখো।

শঙ্কর ॥ গ্রামের মেয়েদের মত কোমরে আঁচল জড়িয়ে কোঁদল করতে শিখেছ। (প্রশান্ত হাসিতে) তোমাকে মানায় না।

কুন্তলা ॥ তা'তে তোমার কী?

শঙ্কর ॥ আমার কী? (স্বপ্ন-জড়ানো গলায়) আমার সব।

কুন্তলা মুহূর্তে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তাহার রক্তে উচ্চারিত উন্মাদনার বেশ। সে স্থান কাল পাত্র ভুলিয়া মঞ্চের দিকে অগ্রসর হইল, নিশি-পাওয়ার মত

কুন্তলা ॥ (স্বগত) তোমার সব।

অসহ্য পুলকে সে বুঝি এক্ষুনি ফাটিয়া পড়িবে। হঠাৎ চন্দ্রকে যেন গ্রাস করিল রাহু, তার কণ্ঠস্বর সংশয়ে, দ্বন্দ্বে, দুর্বল, ক্ষীণ।

কিন্তু মণিকার কপালে জয়টিকা পরালো কে ?

শঙ্কর ॥ তুমি তৈরী হয়ে নাও, রিহার্সেল ঠিক ছ'টায়। আমি রায়বাহাদুরের সঙ্গে কাজটা সেরে আসছি।

শঙ্করের প্রস্থান। কুন্তলা গানের প্রথম কলি ভাঁজিতেছে গুণগুণ সুরে, ব্যস্তভাবে প্রবেশ করিল হীরালাল

হীরালাল ॥ তোমাদের ঐ সুধাকণ্ঠ না কী নাম—যিনি জলে স্থলে, অনলে অনিলে সব সময় জাপানের স্বপ্ন দেখেন—তা'র আবির্ভাবের সময় কি এখনো হয়নি কুন্তলা ? চা'য়ের আর কত দেরী ?

কুন্তলা ॥ অসাধারণদের দেখা এত সহজে মেলে না পল্টুদা।

হীরালাল ॥ অসাধারণ বলতে অসাধারণ···কী নাম সুধাকণ্ঠ······

কুন্তলা ॥ সিতিকণ্ঠ সিন্‌হা···

হীরালাল ॥ মহাভারতে পেয়েছিলাম এক ঘটোৎকচের নাম, আর এই পেলাম সিতিকণ্ঠ। এমন অদ্ভুত নাম ভূ-ভারতে লাখে না মিলিবে এক।

কুন্তলা ॥ আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছ কিনা, তাই ধরাকে সরা জ্ঞান করছ।

হীরালাল ॥ আমরা ত তবু কমলালেবুর মত গোল পৃথিবীকে সরা জ্ঞান করছি, মানে আয়তনকে একটু কম করে বলছি, কিন্তু তোমার ঐ জাপান-ফেরত বীর পুরুষটি ?

কুন্তলা ॥ অতটা সম্মান ওর সইবে না।

হীরালাল ॥ তিনি ত সারা দুনিয়ায় টেক্‌সটাইল্ ছাড়া আর কিছু দেখতেই পান না।

কুন্তলা ॥ (চটুল হাসিতে) ওর দৃষ্টির দোষ

হীরালাল ॥ যত সব হাম্বাগ, মামাকে আমি এক্ষুনি গিয়ে বলছি···

কুন্তলা ॥ মা'র চেয়ে মাসীর দরদ চিরদিনই একটু বেশী, নয় কী পল্টুদা ?

হীরালাল ॥ তুই এখনো ছেলে মানুষ। দুনিয়ার হাল্‌চাল্ তুই কী বুঝিস্ ? ওসব মতলব-বাজদের গোড়াতেই বাগ্‌ড়া না দিলে··· ··

কুন্তলা ॥ তোমাদের কনট্রাকটারদের চেয়ে তবু ঢের ভালো। টাকা ছাড়াও জীবনের অন্য উদ্দেশ্য থাক্‌তে পারে, তা তোমাদের সঙ্গে মিশলে ভুলেই যেতে হয়। তোমারা হচ্ছ এ যুগের অভিশাপ।

হীরালাল ॥ জানিস্, এই যুদ্ধের দিনে contractors are more than anything.

বেয়ারা চা আনিয়া দিল

কুন্তলা ॥ তবে বলব, তোমরা কনট্রাক্‌টাররা ··বিংশ শতাব্দীর ঈশ্বর।

হীরালাল ॥ (চা'র কাপ হাতে লইয়া) There you are. Long live contractors.

দ্বারের প্রান্তে প্রতুলবাবুর স্বর শোনা গেলো। "আস্‌তে পারি" ?

কুন্তলা ॥ (সস্মিত অভ্যর্থনায়) আসুন ! একেবারে সবিনয় নিবেদন যে ··

হীরালাল ॥ (প্রায় সঙ্গে সঙ্গে) এই যে বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিকের সম্পাদক— just in the nick of time.

প্রতুল দুইজনকেই সহাস্য নমস্কার করিয়া বসিলেন

কুন্তলা ॥ একী কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে ?

কুন্তলা ও হীরালাল হাসিতেছে

জাতীয়তাবাদী থেকে বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক—এক লাফেই প্রমোশন !

প্রতুল ॥ আজকালকার দিনে দেশকে জাতীয়তাবাদের মদ খাওয়ানো, জাতিকে ফ্যাশিস্‌ট্‌দের হাতে তুলে দেওয়ারই একটা অপ-কৌশল কুন্তলাদেবী।

হীরালাল ॥ আমাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে সে অপকৌশলকে ব্যর্থ করতে হবে।

প্রতুল ॥ দেশের লোকের সামনে কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের মুখোস খুলে ধরতে "আওয়াজ" আপ্রাণ লড়ছে। (হাত নাচাইয়া) আমরা হোয়াইট্ ব্যুরোক্রেশির বদলে ব্রাউন বুরোক্রেশি চাইনা কুন্তলাদেবী।

দরজার প্রান্ত হইতে "চিত্রাঙ্গদা"র পার্ট আবৃত্তি করিতে করিতে বিজনের প্রবেশ

বিজন ॥ "লজ্জা, লজ্জা, হায় এ কী লজ্জা
মিথ্যা রূপ মোর, মিথ্যা সজ্জা।
এ যে মিছে স্বপ্নের স্বর্গ
এ যে শুধু ক্ষণিকের অর্ঘ্য
এই কি তোমার উপহার
ধিক্ ধিক্ ধিক্।"

কুন্তলা ॥ 'চিত্রাঙ্গদা'র প্রবেশ ?

কুন্তলা মৃদু হাসিতেছে

বিজন ॥ (চাঁদার খাতা বাহির করিয়া) অর্জ্জুনের মনোহরণ না করে 'চিত্রাঙ্গদা'র প্রস্থান হচ্ছে না।

"পুরুষের বিদ্যা করেছিনু শিক্ষা
লভি নাই মনোহরণের দীক্ষা
কুসুম-ধনু
অপমানে লাঞ্ছিত তরুণ তনু,
অর্জ্জুন ব্রহ্মচারী
মোর মুখে হেরিল না নারী।"

আবৃত্তি শেষের সঙ্গে সঙ্গে সিতিকণ্ঠের প্রবেশ। প্রতুল কাগজে মন দিল। বিজন দেয়ালে টাঙানো ফটোর কাছে গেল

সিতিকণ্ঠ ॥ What's wrong in the State of Denmark ? এই নাচ, গান, আবৃত্তি ?

কুন্তলা ॥ অর্থ-সংগ্রহের গৌরচন্দ্রিকা। (সিতিকণ্ঠকে দেখাইয়া) মিঃ সিতিকণ্ঠ সিংহ, Fresh from Japan…

হীরালাল ॥ Expert in Textile and texture.

হীরালাল ব্যঙ্গ-ভঙ্গীতে চলিয়া গেল। সিতিকণ্ঠ আত্মপ্রসাদের হাসিতে উজ্জ্বল হইলেন। বিজনকে নির্দ্দেশ করিয়া

কুন্তলা ॥ শ্রীযুক্ত বিজন কুমার রায়।

বিজন ॥ (বীণানিন্দিতকণ্ঠে) নাট্যলক্ষীর নীরব পূজারী…

কুন্তলা ॥ (মধুর হাসিতে) সিনেমা সুন্দরীর সেবায় তনুমনপ্রাণ উৎসর্গীকৃত।

সিতিকণ্ঠ ॥ (হাত বাড়াইয়া) Film artist ; very glad to meet you.

কুন্তলা ॥ শ্রীযুক্ত প্রতুল তরফদার – সাপ্তাহিক 'আওয়াজে'র সম্পাদক।

সিতিকণ্ঠ ॥ 'আওয়াজ'—Weekly paper ?…

সেকহ্যাণ্ড করিলেন। সকলেই বসিলেন।

প্রতুল ॥ নতুন বেরিয়েছে স্যার।

বিজন ॥ (চাঁদার খাতা বাড়াইয়া) রিলিফের জন্যে 'চিত্রাঙ্গদা' প্লে হচ্ছে স্যার, একটা ডোনেশন··

সিতিকণ্ঠ ॥ By all means. (পকেট হাতড়াইয়া কিছু পাইলেন না) চেক বইটা সঙ্গে নেই। কাল পাঠিয়ে দোব। রবিবাবুর লেখা বই, নিশ্চয়ই দেখতে যাব। I like Tagore terribly. He writes wonderfully good.

নমস্কার করিয়া বিজনের প্রস্থান

কুন্তলা ॥ সুতো নিয়ে গবেষণা করছিলেন, তাই করুন। সাহিত্য নিয়ে কেন এই অনধিকার চর্চা ?

সিতিকণ্ঠ ॥ Texture নিয়ে আছি বলে literature বুঝি না—That's silly. By the by, কী উপলক্ষে এই প্লে ?

কুন্তলা ॥ দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সাহায্যার্থ···

সিতিকণ্ঠ ॥ টাকাটা কোথায় পাঠানো হচ্ছে ? China or Greece. Both suffer badly from famine.

কুন্তলা ॥ বাঙলা দেশের জন্তেই যে এখনো লক্ষ লক্ষ টাকার দরকার···

সিতিকণ্ঠ ॥ Famine in Bengal ? Is it a fact ?

কুন্তলা ॥ A solid fact indeed.

সিতিকণ্ঠ ॥ কিন্তু কাগজে ত তেমন কিছু লিখছে না।

প্রতুল ॥ সে কী স্যর ? দুর্ভিক্ষ নিয়ে ফি হপ্তায় দু'গেলীতে করে দেড়গজী লীডার লিখছি—এ নিয়ে সারা দেশ জুড়ে তোলপাড় !

সিতিকণ্ঠ ॥ কিন্তু Times এ লিখেছে—There is only scarcity of food in Bengal. গ্রীসের মতো তেমন সিরিয়াস্ কিছু নয়।

প্রতুল ॥ আচ্ছা, তবে আসি কম্‌রেড চৌধুরী। আপনি মিঃ সিন্‌হাকে বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে ওয়াকিফওয়াল করুন।

কুন্তলা ॥ বুড়ো খোকারা কোন দিন কিছু বুঝতে চায়না, বুঝতে পারে না।

নমস্কারান্তে প্রতুলের প্রস্থান

সিতিকণ্ঠ ॥ তুমি যার তা'র সামনে আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করবে, তা আমি মোটেই পছন্দ করি না কুন্তলা।

কুন্তলা ॥ (নেশাজড়ানো স্বরে) রাগলে কিন্তু আপনাকে অদ্ভুত সুন্দর দেখায় মিঃ সিন্‌হা।

সিতিকণ্ঠ ॥ (আচ্ছন্ন গলায়) Hark, Hark, the lark at the Heaven-gate Sings···

কুন্তলা ॥ (বিহ্বলকণ্ঠে) আপনাকে কিন্তু আজ বেশ লাগছে—সমুদ্রের ঝড়ের মত, সর্ব্বনাশের নেশার মত···

সিতিকণ্ঠ ॥ You are a phantom of delight.

কুন্তলা ॥ চলুন, আজ সন্ধ্যায় দু'জনে মোটরে বেড়িয়ে আসি।

সিতিকণ্ঠ ॥ I am always at your beck and call.

কুন্তলা ॥ আমাদের মোটর ছুটবে ঘণ্টায় ষাট মাইল স্পীডে—ভয় পাবেন না ত?

সিতিকণ্ঠ ॥ Pooh—জাপানে যে কোন মেয়েই তা পারে।

কুন্তলা ॥ আপনার সাহস আছে, মানতেই হয়।

সিতিকণ্ঠ ॥ None but the brave deserves the fair. ছ'টাত প্রায় বাজে—এক্ষুণি তা'হলে রওয়ানা হতে হয়।

সিতিকণ্ঠ যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইলেন। কুন্তলার উৎসাহ দেখা গেলো না। সে গভীর কিছু ভাবিতেছে।

সিতিকণ্ঠ ॥ (অসহিষ্ণুভাবে) তবে আর দেরী কিসের কুন্তলা? এক্ষুণি রওয়ানা না হলে ফিরতে যে অনেক রাত হবে।

কুন্তলা তবু জবাব দিলনা। সে চিন্তামগ্ন।

তুমি কার জন্ত অপেক্ষা করছো, আমি তা জানি।

কুন্তলা প্রশ্নবোধক দৃষ্টি তুলিয়া ধরিল। সিতিকণ্ঠ পাইপ টানিতে টানিতে দুলিয়া নীচের পংক্তি আবৃত্তি করিলেন। বাঁকা এবং জড়িত উচ্চারণে বিকৃত ও অদ্ভুত শুনাইতেছে।

"প্রাণ চায়, চক্ষু না চায়
মরি এ কী তোর দুস্তর লজ্জা
সুন্দর এসে ফিরে যায়,
তবে কার লাগি মিথ্যা এ সজ্জা।"...

কুন্তলা ॥ কবির শ্রাদ্ধটা আর নাইবা করলেন। দাঁড়ান, আমি এক্ষুণি আসছি।

কুন্তলার প্রস্থান। সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করের প্রবেশ।

শঙ্কর ॥ কুন্তলা কোথায় ?

সিতিকণ্ঠ ॥ এখন দেখা হবে না, আমরা Joyride-এ যাচ্ছি।

শঙ্কর ॥ কিন্তু আজ যে ষ্টেজ রিহার্সেল।

ওড়না জড়াইয়া কুন্তলার প্রবেশ

কুন্তলা ॥ রিহার্সেলে আমি যাব না।

শঙ্কর ॥ ওরা যে সবাই অপেক্ষা করছে।

কুন্তলা ॥ উনি মোটর নিয়ে আমার জন্যে অনেকক্ষণ হয় বসে আছেন।

শঙ্কর ॥ বেড়ানোটাত যে কোন দিন চল্‌তে পারে।

সিতিকণ্ঠ ॥ যে কোন দিন নয়—আজ, আজ সন্ধ্যায়ই আমাদের বেড়াতে যাওয়া চাই—"Who knows but the world may end to-night ?"

কুন্তলা ॥ (শঙ্করকে) হ্যাঁ, আজ সন্ধ্যায়ই বিজয়িণীর জয়ের অভিসার।

শঙ্কর ॥ (রূঢ় কণ্ঠে) কী সব ছেলেমানুষী হচ্ছে।

কুন্তলা ॥ রোজ রোজ তোমাদের ঐ পার্টি আর ইস্তাহার—আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। চলুন মিঃ সিন্‌হা, আমাদের দেরী হয়ে যাচ্ছে।

সিতিকণ্ঠ ॥ (শঙ্করের প্রতি তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে হাত তুলিয়া) চল—চল "Let us go, far, far away from the maddening crowd."

হাতের ভঙ্গীটি ভাঙিয়া পড়িবার পূর্বেই দ্রুত যবনিকা

পঞ্চম দৃশ্য

শিবধন রায়ের বাড়ীর একটি অব্যবহৃত কক্ষ। প্রাচুর্য্যের দিনে ইয়ার বন্ধুদের নিয়া মজলিস বসিত এই কক্ষে। আজ রায়বংশের সে রুমঝুমি নাই; শিবধন রায় দেউলিয়া বলিয়া নিজেকে ঘোষণা করিবার জন্তে আদালতে আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। তাই, প্রদীপ নিভিবার আগে আকস্মিক উত্তেজনায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

শেষ সম্বল আংটী বিক্রী করিয়া দামী বিলাতি মদ পান করিয়াছেন শিবধন রায়। নেশা ক্রমশঃ তাঁর স্নায়ুকে আচ্ছন্ন করিতেছে। পুরোপুরি মাতাল তিনি কোনদিনই হ'ন না, আজও নেশায় মাঝে মাঝে ঢুলু ঢুলু করিতেছেন। মনে পড়িতেছে অতীতের উজ্জ্বল সমারোহ ঘেরা বৈচিত্র্যময় দিনগুলি—মনের পটে ভিড় করিয়া আসিতেছে তাঁহার কীর্তি কলাপ, 'সাজাহান', 'চাণক্য', 'কর্ণ' তাঁহার অতিসাধের, বহুরূপে বহুবার অভিনীত পার্টগুলি। মাঝে মাঝে তিনি ভুলিয়া যাইতেছেন,—এটা বাড়ী, না রঙ্গমঞ্চ, তিনি শিবধন রায়, না 'চাণক্য', 'সাজাহান' অথবা ''মহাবীর কর্ণ'। কক্ষটি ধুলি ধূসরিত। ভগ্নপ্রায় আসবাব, মাকড়সার জালঘেরা আলোদানী, সব মিশাইয়া মধ্যযুগের কোন পরিত্যক্ত দুর্গ বলিয়া মনে হইতেছে। সন্ধ্যার বিদঘুঁটে অন্ধকার নামিয়া আসিতেছে। একটা করুণ ভয়ার্ত্তির আভাস, একটা ছম্‌ছমে ভাব। মঞ্চ শূন্য, একটু পরেই দেখা গেল এক অস্পষ্ট মূর্ত্তি থামের আড়ালে। তাঁহার কণ্ঠে সব হারাণোর গভীর বেদনা ও হতাশা। তিনি যেন তীব্র আকাঙ্ক্ষায় কী খুঁজিতেছেন।

কখনো দেয়ালে, কখনো পিতৃপুরুষের টাঙানো ছবির নীচে হাত বুলাইয়া তিনি প্রার্থনা জানাইতেছেন, হয়ত তাঁহার কৃতকর্ম্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন মূক ভাষায়। মনে হয় এ পরিত্যক্ত পুরীতে তিনি এক অভিশপ্ত আত্মা। দূরশ্রুত কোন বারিপাতের মতো গম্ভীর তাঁর কণ্ঠস্বর—ক্ষোভে, বেদনায়।

শিবধন ॥ (থামে হাত বুলাইয়া)

হিরণগড়,······রায়বংশের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি, চরম কীর্ত্তি হিরণগড়···

ফটোর নীচে মাথা অবনত করিয়া

পিতা, এই তোমার বড়ো সাধের হিরণগড়, সোণার হিরণগড়··· ছারখার হয়ে গেলো···অভিশাপে ছারখার হয়ে গেলো···

হিরণগড়··· তোমার যৌবনের স্বপ্ন, সারা জীবনের সাধনা, জোয়ারের মুখে তার শেষ পরিচয়টুকু নিশ্চিহ্ন হয়ে ডুবে গেলো, পারলেনা না, তোমার অযোগ্য বংশধর—সে ধ্বংসের স্রোতকে প্রতিরোধ করতে পারলে না। ক্ষমা করো পিতা, স্বর্গ থেকে তোমার অধঃপতিত সন্তানকে ক্ষমা করো।

নতজানু হইলেন।

হিরণগড়ের ধ্বংসস্তূপের নীচে তোমার অকর্ম্মণ্য পুত্রের সমাধি রচনা করতে দাও। হিরণগড়ের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাকেও পৃথিবীর বুক থেকে নীরবে মুছে যেতে দাও। পিতা, শুধু এইটুকু দয়া করো, আশীর্ব্বাদ করো।

পিছন দিকে আসিয়া দাঁড়াইলেন সুকুমারী। আলো জ্বালার সঙ্গেই নতজানু অবস্থায় শিবধন রায় চমকিয়া উঠিলেন।

শিবধন ॥ কে ?

সুকুমারী ॥ (কাছে গিয়া মদের গন্ধ পাইলেন) আবার তুমি মদ খেয়েছ ? (অশ্রু-কাতর কণ্ঠে) তোমাকে কত করে বারণ করলাম।

শিবধন ॥ শুধু এই শেষ বারের মতো হিরণগড়ের শেষ রাজাকে পেট ভরে মদ খেতে দাও বড়বৌ।

সুকুমারী ॥ তুমি যদি মনোযোগ দাও, হিরণগড়ের শ্রী আবার ফিরে আসবে।

শিবধন ॥ মিথ্যে আশা বড়বৌ, মিথ্যে আশা। মানুষ যখন হারায়, তখন এমনি করেই সর্বস্ব খুইয়ে পথের ভিখিরী সাজে।

শিবধন দেওয়াল সংলগ্ন কুঠুরী হইতে মদ ঢালিতে গেলেন

সুকুমারী ॥ মণির বিয়ের আলাপটার কথা ভেবে দেখো।

শিবধন রায় ডিকাণ্টারে মদ ঢালিলেন

শিবধন ॥ ওসব পরে শুনব। এই সাত দিন ভরে শুধু আমোদ, আহ্লাদ, শুধু উৎসব আর আনন্দ।

মদের পেয়ালায় চুমুক দিয়া

তোমকে বলিনি, দেউলে ঘোষণা করবার জন্যে আদালতে দরখাস্ত পেশ করেছি। এবার সত্যিই হিরণগড়ের রাজাকে পথের ভিখিরী হ'তে হলো বড়বৌ!

মদ পানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কণ্ঠ উদ্গত অশ্রুতে জড়াইয়া আসিল। সুকুমারী হাত ধরিলেন

সুকুমারী ॥ ও বিষ তুমি আর খেতে পারবেনা। আমার মাথার দিব্যি রইল।

শিবধন হাত সরাইয়া দিলেন।

শিবধন ॥ আজ তোমার কোন বারণ-ই আমি শুনবনা বড়বৌ। সাতদিন পরে তোমাকে, আমাকে, সবাইকে পথে দাঁড়াতে হবে।

শিবধন রায় মদ পান করিলেন

হিরণগড়ের কুবেরের মতো ঐশ্বর্য্যশালী রাজাকে দু'মুঠো অন্নের জন্য ভিক্ষের-পাত্র হাতে নিয়ে সকলের সঙ্গে এক সারিতে দাঁড়াতে হবে, কেউ চিনবে না, কেউ জানবে না, অখ্যাত, অবজ্ঞাত…

শিবধন রায় উচ্ছৃঙ্খল ভাবে হাসিয়া উঠিলেন

চমৎকার দৃশ্য, দেখবার মতো, অভিনয় করবার মতো···

সুকুমারী ॥ ঐ মদ আর নাটক, তুমি আমার গা ছুঁয়ে শপথ করে ছেড়ে দাও।

শিবধন ॥ ছাড়তে পারছি কই? আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, আজকের মতো নেশায় আমাকে ডুবে থাকতে দাও বড়বৌ, আমায় একলা থাকতে দাও।

শিবধন রায় আরেক চুমুক দিলেন

সুকুমারী ॥ তুমি বংশের মাথা। ঝড়ের ঝাপটা বড় গাছকেই সইতে হয়। শত বিপদেও তোমার ত হাল ছাড়লে চলবে না।

শিবধন ॥ শিবধন রায় ভাঙবে, তবু মচকাবে না।

সুকুমারী ॥ ছেলেরা খেয়ালী—থাক ওরা ওদের খেয়াল নিয়ে। মণি আমার মেয়ে হলেও ছেলের সমান। ওর বর-ই তোমার ছেলের কাজ করবে।

শিবধন ॥ দেউলে জমিদারের মেয়েকে বিয়ে করে কে গলগ্রহ বাড়াবে বড়বৌ?

সুকুমারী ॥ পাত্র আমি মনে মনে ঠিক করে রেখেছি। চৌধুরী মশায়ের ভাগ্নে পল্টু। ঠিকেতে মোটা টাকা পেয়েছে।

শিবধন ॥ (গুম হইয়া রহিলেন, তারপর গম্ভীরভাবে) আমাকে মত দিতে বলছ?

সুকুমারী ॥ এখন শুধু তোমার মতের অপেক্ষা। এ বিয়েতে আমাদের সাশ্রয় হবে, যৌতুক কিছুই দিতে হবে না, শুধু শাখা সিদুঁর দিয়ে মেয়ে ওরা ঘরে তুলবে। আর আমাদের সব দেনাও ওরা শোধ করে দেবে।

শিবধন ॥ (চুপ করিয়া রহিলেন, তারপর তাঁহার পিতার ফটো দেখাইয়া) এই ফটো দেখছ?

সুকুমারী তাকাইলেন

বাবা বেঁচে থাকলে এ বিয়ের প্রস্তাব করতে তুমি সাহস পেতে ?

সুকুমারী ॥ (শান্ত কণ্ঠে) শ্বশুর মশায় বেঁচে থাকলে অবস্থা বিবেচনায় তিনি অমত করতেন না। এখনো আমরা তাঁর আশীর্ব্বাদ চাইব। হিরণগড় যদি রক্ষা পায়, স্বর্গে থেকেও তিনি শান্তি পাবেন।

শিবধন ॥ হিরণগড়ের বংশ, মর্য্যাদা মান, সম্ভ্রম, সব তুমি টাকার পায়ে বিকিয়ে দেবে ? এই পরামর্শ তুমি বড়বৌ হয়ে দিচ্ছ ?

সুকুমারী ॥ মাথা যাঁর উঁচু, তারই নত করা চলে।

শিবধন ॥ (ম্লান হাসিতে) শেষ অবধি সিংহ শিশুকে সন্ধি করতে হবে ন্যাংটি ইঁদুরের সঙ্গে ?

সুকুমারী ॥ ছোটকে কাছে টেনে নিলে বড়োর গৌরব বাড়ে বৈ কমে না।

শিবধনের মনে গুরুতর প্রতিক্রিয়া সুরু হইল। অতিরিক্ত মাত্রায় মদ পান করিলেন

সুকুমারী ॥ তুমি অমত করোনা, আমি বলছি তুমি মত দাও।

শিবধন রায়ের নেশা চরমে উঠিতেছে। সুকুমারী কাছে গেলেন।

শিবধন ॥ আমার কি মনে হয় জানো বড়বৌ, মনে হয়, নাটকটা-ই যদি জীবনে সত্যি হয়ে উঠতো, আর জীবনটা হয়ে যেতো মিথ্যে, অভিনয়ের মতো শুধু কল্পনা···

মদের পেয়ালায় চুমুক দিলেন

সুকুমারী ॥ বলো মত দিলে। এত বড় সম্পত্তি, রাজ-সমারোহে, সব দু'দিনেই উবে গেল। তবু তুমি ফিরে তাকাবে না ? এমনি করে তুমি খেয়ালের বশে সব উড়িয়ে দেবে ?

শিবধন রায়ের গাঢ় গলা। নিজকে 'সাজাহান' কল্পনা করিয়া

"ঐ প্রস্তরীভূত প্রেমাশ্রু, ঐ অনন্ত আক্ষেপের আপ্লুত বিয়োগের অমরকাহিনী, ঐ স্থির মৌন নিষ্কলঙ্ক শুভ্র মন্দির, ঐ তাজমহলের দিকে চেয়ে দেখ, সে কি করুণ "···

সুকুমারী ॥ তুমি ওমন করলে বাড়ীর সবাই যে ভয় পাবে। তুমি স্থির হও, শান্ত হও।

'সাজাহান' হইতে

শিবধন ॥ "আমি আজ পুত্রের হস্তে বন্দী, নারীর মত অসহায়—শিশুর মত দুর্ব্বল। মাঝে মাঝে ক্রোধে গর্জন করে উঠি, কিন্তু শরতের মেঘের গর্জন, একটা নিষ্ফল হাহাকার মাত্র। আবার নির্বিষ আস্ফালনে আমি নিজেই ক্ষয় হয়ে যাই। উঃ, ভারত সম্রাট্ সাজাহানের আজ এ কি অবস্থা!"

সুকুমারী ॥ তোমার ছেলেদের ভবিষ্যত এমনি করে তুমি নষ্ট করো না।

নিজকে 'কর্ণ' কল্পনা করিয়া

শিবধন ॥ "আস নাই মোর তরে,
আমি সেই বিসর্জ্জিত অভাগা তনয় তব।
আসিয়াছ পঞ্চপাণ্ডবের কল্যাণ কামনা করি।
আর কলঙ্কের ডালি তুলে দিতে
শিরে মোর। ....
কিন্তু সত্যে বদ্ধ আমি দুর্য্যোধন পাশে,
আমরণ আজ্ঞা তব করিব পালন।
ত্যজিতে তাহারে না পারিব কভু,
যদি জগতের সমস্ত মাতৃত্ব
আজি দীন কণ্ঠে ভিক্ষা করে
কর্ণের নিকট।"

সুকুমারী ॥ তুমি এমন করলে আমি সইতে পারি না, আমি পারি না।

শিবধন রায় চুমুকে চুমুকে মদ পান করিতেছেন। সুকুমারীর আর সহ্য হইল না, তিনি জোর করিয়া ডিকাণ্টার কাড়িয়া লইলেন

তোমাকে এ পাপ আমি আর ছুঁতে দো'ব না, এমন ভাবে সকলের সর্ব্বনাশ ডেকে আনতে দোব না, কিছুতেই না। তুমি শোবে চলো।

সুকুমারী হাত ধরিলেন। ধাক্কা দিয়া শিবধন রায় সুকুমারীকে সরাইয়া দিলেন। 'চাণাক্যে'র পার্ট

শিবধন ॥ "তুমি কি বুঝবে নারী! লুপ্ত গৌরবের দীন মহিমা, যার রুদ্ধ আবেগে কারাগারের লৌহদ্বারে মাথা খুঁড়ে নিজেই রক্তাক্ত হয়ে ভূলুণ্ঠিত হয়। তুমি কী বুঝবে নারী, এ প্রতি-হিংসার জ্বালা, এ মর্মদাহ···"

তিনি টলিতে টলিতে মঞ্চ ত্যাগ করিলেন। অন্য দরজা দিয়া মণিকার প্রবেশ।

মণিকা ॥ বাবা কোথায় মা, তাঁর ওষুধ খাওয়ার সময় হলো।

সুকুমারী ॥ সবই আমার কপাল মা, ভাঙা কলসী সহজে জোড়া লাগে না!

মণিকা ॥ সময়ে ওষুধ না খেলে শরীর কী টিক্‌বে মা?

সুকুমারী ॥ মন স্থির না হলে ওঁর শরীর বলো, সম্পত্তি বলো, কিছুতেই মন বসবে না॥ আর তাঁ'কে আবার বিষয়ী করতে পারিস্ একমাত্র তুই মা!

মণিকা ॥ (সবিস্ময়ে) আমি?

সুকুমারী ॥ (দৃঢ় প্রত্যয়ে) হ্যাঁ তুই, পরিবারের যা অবস্থা, তা'ত দেখেছিস্! দেনার দায়ে মাথার চুলটি পর্য্যন্ত বিকিয়ে যাচ্ছে।

মণিকা ॥ তুমি যত খুসী চ্যাঁচাও, দাদারা কিছুতেই শুনবে না মা।

সুকুমারী ॥ ওদের কথা বাদ দে, তুই-ই আমার ছেলের কাজ করবি। আমি ঠিক করেছি পল্টুর সঙ্গেই তোর বিয়ে দোব।

এই প্রস্তাবে মণিকা বিমূঢ় হইয়া গেলো। তাহার জবাব বাহির হইল না।

আর বংশ নিয়ে অতো আঁটাআঁটি কিসের? চাল নেই, চুলো

নেই, বংশের ধ্বজা ধরলে লোকে শুধু মুখ টিপেই হাসে মা। তুই মত দে।

মণিকা॥ (তাহার জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়া আসিল) আমাকে ভাবতে দাও মা।

সুকুমারী॥ খুব বেশী ভাব্‌বার সময়ও নেই মণি। শুভ কাজে অনেক বাধা। ভেবে দেখ, এ বিয়ে না হলে গোটা পরিবার ভেসে যাবে। হিরণগড়ের শোকে তোর বাবা পাগল হয়ে যাবেন। ভিক্ষের ঝুলি হাতে নিয়ে সবাইকে পথে দাঁড়াতে হবে। তুই আপত্তি করিসনে মণি, তুই মত দে।

সুকুমারীর প্রস্থান

" এ বিয়ে না হলে গোটা পরিবার ভেসে যাবে।"

মণিকার কানে কথাটা প্রতিধ্বনিত হইলো। সে শিহরিয়া উঠিল প্রতিবারের প্রতিধ্বনিতে

" হিরণগড়ের শোকে তোর বাবা পাগল হ'য়ে যাবেন।"

মণিকার মনে দারুণ দ্বন্দ্ব

" ভিক্ষের ঝুলি হাতে নিয়ে সবাইকে পথে দাঁড়াতে হবে।"

দারুণ চাঞ্চল্য তাহার মুখে। সে দ্রুত চলিয়া গেল। মঞ্চ শূন্য। একটু পরেই বিজন ও সুকুমারীর প্রবেশ।

বিজন॥ আমার কথাটা আগে শোনো মা। আমার রোজ মাখন খাওয়া চাই।

সুকুমারী॥ তোদের পাঁচ রকমে খাওয়াতে কি আমার সাধ যায় না বাবা?

বিজন॥ পাঁচ রকম না হোক, মাখন আমার চাই-ই। ফিল্ম কোম্পানী থেকে ফটো চেয়ে নিয়েছে কিনা। যে কোন দিন ডেকে পাঠাতে পারে।

সুকুমারী॥ চাকরী করবি?

বিজন ॥ চাকরী নয়। হ্যাঁ, চাকরীও বলতে পারো। তবে কেরাণীগিরি নয়, আর্টের চর্চা। পণ্টু বলে "Film is your line." ও তুমি আবার ইংরেজি বুঝবে না, মানে সিনেমাই আমার প্রতিভা বিকাশের একমাত্র স্থান।

সুকুমারী ॥ পণ্টু ভালো বুদ্ধি ত দেবেই। চিরদিন-ই এ বাড়ীর শুভানুধ্যায়ী।

বিজন ॥ (হঠাৎ নাটকীয় ভঙ্গিতে)

নারী! সম্মুখে কালের সংহার-মূর্তি! দেখছ না আকাশ কি স্থির! রুদ্ধশ্বাসে সে যেন এক ঝটিকার অপেক্ষা করছে। সব প্রস্তুত। এখন নারীর কাকুতি শুনবার সময় নয়। যাও, শিবিরে ফিরে যাও।……

পিতার নাটকাসক্তি পুত্রে বর্তিয়াছে ভাবিয়া সুকুমারী দুই পা পিছাইয়া গেলেন।

বিজন ॥ ও ধরণের যাত্রা ঢংএর এ্যাক্টিং এখন একেবারেই অচল। সিনেমার যুগ কিনা, অভিনয়ের কায়দা কানুন সব আগাগোড়া বদলে গেছে। বাবার এ্যাক্টিংএর genius ছিল না, কিন্তু দানী-বাবুকে follow করতে গিয়ে তিনি utter failure হয়ে গেলেন।

'গৃহদাহ' কথাচিত্র হইতে মাকে লক্ষ্য করিয়া

"কি তোমার গর্ব করবার আছে, অচলা? ঐ ত মুখের শ্রী, ঐ ত কাঠের মত দেহ, ঐ ত গায়ের রঙ। তবু যে ভুলেছিলাম—সে কি তোমার রূপে?"……

দেখলে ত মা, হাত পা ছোড়াছুড়ি নেই, লাফালাফি নেই, মিহি সুরে কেমন একখানা fine part। পর্দাতে অভিনয়ের ধারাই আলাদা।

মণিকার প্রবেশ

মণিকা ॥ মা'কে অভিনয়কলা না শেখালে ও আকাশে চন্দ্র সূর্য্য ঠিক উঠবে দাদা, এদিকে ঘরে চাল নেই, রাত্রে কি হাড়ি চড়বে না?

বিজন ॥ (বিরক্তিতে) দেখ্, ওসব মাইনর ওয়ার্কসের জন্যে আমায় ডিষ্টার্ব করিসনে। I have a mission in life—ও বাবা, বাবা আসছেন

বিজনের দ্রুত পলায়ন। মণিকাও চলিয়া গেল। শিবধনের প্রবেশ। ঝড়ের পর স্নিগ্ধ প্রশান্তি হাতে তাহার মুখে রুদ্রাক্ষের মালা

শিবধন ॥ (ভারী গলায়) মণিকে ডেকে দাও ত

শিবধনকে আত্মভোলা দেখাইতেছে। উচ্ছৃঙ্খলতার পর গভীর প্রতিক্রিয়ায় তিনি অবনত, শ্রান্ত। সুকুমারী মণিকাকে ডাকিতে গেলেন একটু পরেই মণিকার প্রবেশ।

মণিকা ॥ আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন বাবা।

শিবধন ॥ হ্যাঁ মা। একটা কথা জিজ্ঞেস করব। তোমার মন যা বলে, তাই জবাব দিও। সঙ্কোচ করোনা।

মণিকা প্রতীক্ষায় উন্মুখ হইল

শিবধন ॥ (মর্য্যাদা-দৃপ্ত কণ্ঠে) তোমার মা ক'দিন থেকেই পল্টুর সঙ্গে তোমার বিয়ের আলাপ করতে বলছেন। প্রস্তাবটা অগ্রাহ্য বলেই এতদিন আমি আমলই দিইনি। কিন্তু, ঋণের দায়ে আমি দেউলে হতে চলেছি। দেউলে ঘোষণার প্রার্থনা মঞ্জুর হলেই আমাদের পথে দাঁড়াতে হবে। এ অবস্থায় পরিবারের মুখ চেয়ে ··

শিবধন জবাবের প্রত্যাশায় মণিকার দিকে স্থির দৃষ্টি তুলিয়া ধরিলেন। মণিকা মানসিক দ্বন্দ্বে বিদীর্ণ। তাহার কথা আর্ত্তনাদের মত শুনাইল

মণিকা ॥ বাবা!

শিবধন ॥ আমার মতকে জোর করে কোন দিন কারো ওপরে চাপাতে চাইনি মা, আজো চাপাব না। সব দিক বিবেচনা করে তোকেই জবাব দিতে বলছি।

মণিকার মুখে শুধু মূক বেদনা.. সে কাঁপিতেছে

মণিকা ॥ আপনার মতের 'পর কোনদিন কথা কইবার শিক্ষা আমরা পাইনি বাবা।

শিবধন ॥ আমার বড় সাধ ছিল তোকে লেখাপড়া শেখাব। দাদাগুলো ত গোল্লায় গেছে, তুই ডিগ্রী পাবি, এম, এ, পাশ করবি। কিন্তু ভগবান মানুষের সব ইচ্ছাকে পূর্ণ করেন না মা—তাই অসময়ে এই বিয়ে—বিয়ে নয় মা, বিয়ের নামে বিক্রী।

মণিকা 'বাবা' বলিয়া শিবধনের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল। শিবধন গভীর আবেগে মেয়েকে আলিঙ্গনে ডুবাইয়া রাখিলেন। সবুজ আলো কেন্দ্রীভূত হইয়াছে মেয়ে ও পিতার মুখে।

শিবধন ॥ (গভীর স্নেহে মেয়ের বিস্রস্ত চুলকে সুবিন্যস্ত করিতে করিতে) বুঝেছি মা, জবাব আমি পেয়েছি। সম্পত্তি যাক্, পরিবার ডুবুক, সব যাক, তবু তোকে আমি যার তার সঙ্গে ভাসিয়ে দিতে পারবো না। হিরণগড়ের মেয়ে তুই, রাজরাণী হতে না পারিস, সারা জীবন আইবুড়ো থাকবি, সেও বরং ভালো, এ বিয়ের চেয়ে সে ঢের ভালো, ঢের ভালো।

শিবধন মেয়ের কপালে সস্নেহে হাত বুলাইতেছেন, মন্থর গতিতে যবনিকা নামিতেছে

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কুন্তলা 'রেডিও'র গানের সঙ্গে সুর মিলাইয়া গান গাহিতেছিল। কক্ষটি প্রায়ান্ধকার। শুধু সবুজ শেডে ঢাকা টেবিল-ল্যাম্প জ্বলিতেছে।

'রেডিও'র গান ঃ

দিক দিগন্ত আঁধারে গিয়েছে ঢাকি'।
নিভে গেছে আলো, আজিকে রুদ্ধপ্রাণ।
কোথা উড়ে যাও অন্ধ কালের পাখি?
তিমির তীর্থে আমরা তোমারে ডাকি,
শোন এ বন্দী বাতায়নিকের গান ঃ
এই আঁধারের ঘন অবরোধ খানি,
ছিন্ন করো গো কঠিন চঞ্চু হানি'।
তোমার পাখায় দাও প্রভাতের প্রাণ,
তোমার কণ্ঠে ঝরুক আলোর গান॥

হঠাৎ একটি লোক কক্ষে প্রবেশ করিল। মাথায় মাংকি-ক্যাপ, চোখে নীল চশমা। আগন্তুককে চিনিতে না পারিয়া কুন্তলা থমকিয়া দাঁড়াইল। আগন্তুক কিন্তু নিজেই টুপী ও চশমা খুলিয়া ফেলিল। কুন্তলা সুইচ্ টিপিয়া শাদা আলো জ্বালিলে দেখা গেলো সে অশোক। অশোকের এই অপ্রত্যাশিত আগমনে বিস্ময়-নির্বাক কুন্তলা।

অশোক॥ চিন্‌তে কষ্ট হচ্ছে বুঝি?

কুন্তলা॥ মাথায় টুপী, চোখে চশমা……

অশোক ॥ লোকের চোখে ধুলো দেবার জন্য মুখোসটা খুবই দরকারী। যে ঠকায় তার পক্ষেও, যারা ঠক্‌তে চায় তাদের জন্যেও।

কুন্তলা ॥ এই অসময়ে ?

অশোক ॥ সময় জ্ঞানটা আমার খুব টন্‌টনে নয়। অত ঘড়ির কাঁটা ধরে চলা আমার পোষায় না, আর প্রেম নিবেদন করতে আসিনি— নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

কুন্তলা ॥ মন-দেয়া-নেয়ার পালা আমাদের অনেক আগেই ফুরিয়েছে।

অশোক ॥ তুমি দয়া করে যখন নিষ্কৃতি দিয়েছ…

কুন্তলা ॥ তুমি মুক্তি নিয়েছ আর · ···

অশোক ॥ আর অমনি তুমি মনের আনন্দে লালঝাণ্ডা হাতে নিয়ে ফ্যাশিষ্ট দস্যুদের তাড়াতে বেরিয়েছ—চমৎকার দৃশ্য কম্‌রেড্‌ কুন্তলা— জোয়ান অব-আর্ক অব-ইণ্ডিয়া…

কুন্তলা ॥ তোমার মন দেখছি এখনো শান্ত হয়নি। নইলে এমনভাবে বাড়ী বয়ে অপমান করতে তুমি আসতে না।

অশোক ॥ অপমান নয়, তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে এসেছি, তুমি আগুন নিয়ে খেলতে সুরু করেছ।

কুন্তলা ॥ চরম আনন্দ পেতে হলে আগুন নিয়ে খেলাই ত উচিত।

অশোক ॥ আগুন হাতে নিয়ে সর্ব্বনাশের নেশায় মেতেছ তুমি।

কুন্তলা ॥ তবু ত চরম খেলা, আগুনের হল্‌কা হাতে নিয়ে চরম খেলা।

অশোক ॥ আমি সাবধান করে দিচ্ছি, তুমি সাংঘাতিক পথে পা বাড়াচ্ছ।

কুন্তলা ॥ আমার ভালো মন্দের ভাগী হতে কাউকে ত ডাকিনি আমি।

অশোক ॥ এ যদি তোমার ব্যক্তিগত ভালো মন্দের কথা হতো, আমি বাধা দিতে আসতাম না। কিন্তু তোমরা শ্লোগান দিয়ে বিভ্রান্ত করে দিচ্ছ গোটা দেশকে।

কুন্তলা ॥ আমার রাজনৈতিক মতবাদ নিয়ে কারো সঙ্গে আমি ঝগড়া করতে চাইনে।

অশোক ॥ এ মতবাদ নয়—শখ, মেয়েদের নতুন ফ্যাসানে শাড়ী পরার মত একটা ক্ষণস্থায়ী খেয়াল।

কুন্তলা ॥ মেয়েদের সম্পর্কে তোমার মূল্যবান অভিমতগুলো আমাকে না শুনিয়ে কাগজে লিখে পাঠালেই বাহবা পেতে বেশী।

উত্তেজিতকণ্ঠে

অশোক ॥ তোমরা—কম্যুনিস্‌ট্‌রা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বুকে পেছন থেকে ছুরি মারছ। কংগ্রেস গত পঞ্চাশ বছরে যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল, তোমরা সে আন্দোলনের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিচ্ছ—তোমরা, তোমরা কম্যুনিস্‌ট্‌রা দেশের শত্রু, জাতীর শত্রু,······

অশোকের দ্রুত প্রস্থান। অশোকের এই আকস্মিক ক্রোধোচ্ছ্বাসে কুন্তলা বাত্যাক্ষুব্ধ পাখীর মত আন্দোলিত হইতেছিল। এমন সময় নম্র পদে, ভীরু সঙ্কোচে প্রবেশ করিল মণিকা। রাত্রি তখন আটটার বেশি। চারিদিক নীরব, নির্জ্জন।

কুন্তলা ॥ কে আপনি? কী দরকার?

মণিকা ॥ আমি এসেছি আপনারই কাছে।

কুন্তলা ॥ আপনার পরিচয়টা আমার জানা বোধ হয় দরকার।

মণিকা ॥ আমি······বিজন, আমার বড়দা।

কুন্তলা ॥ ও,

অস্ফুট উচ্চারণ থামিয়া গেল বিস্মিত স্তব্ধতায়।

তুমিই মণিকা······অশোকদা'র······(সহজ কণ্ঠে) হিরণগড়ের জমিদার শিবধন রায়ের মেয়ে।

মণিকা ॥ জমিদার বলে আমাদেরে আর লজ্জা দেবেন না কুন্তলাদি। (একটু থামিয়া) আপনার কাছে আজ আমি চাইতে এসেছি।

কুন্তলা ॥ চাইতে এসেছ ?

কুন্তলা সহসা মণিকার এই অদ্ভুত ধরণের কথা বার্ত্তায় অবাক হইয়া গেল

মণিকা ॥ হাঁা, চাইতে এসেছি, ছোট্ট একটি অনুরোধ নিয়ে ভিক্ষে চাইতে এসেছি।

কুন্তলা ॥ বেশ, অনুরোধটা আগে শুনি।

মণিকা অল্পক্ষণ চুপ করিয়া রহিল

বলতে সম্মানে বাধছে বুঝি ?

মণিকা ॥ সম্মানে নয়। ভাবছি কথাটা আপনি কী ভাবে নেবেন।

কুন্তলা ॥ কথাটা আগে আমাকে বুঝতে দাও।

মণিকা ইতস্তত করিতেছে

মণিকা ॥ শঙ্করদা'কে আপনি চলে যেতে দিন।

কুন্তলা ॥ (ভ্রূধনু বাঁকাইয়া) এ কথার অর্থ ?

মণিকা ॥ আমি জানি, আপনিই শুধু তা পারেন।

কুন্তলা ॥ এ সব তোমার অনধিকার চর্চ্চা, আর আমার শোনাও নিষ্প্রয়োজন।

মণিকা ॥ কিন্তু শঙ্করদা'র স্বার্থের দিকে তাকিয়েও আপনার শোনা দরকার।

কুন্তলা ॥ তোমার গরজ থাকে, তুমি স্বার্থরক্ষা করগে। আমাকে জড়ানোর কোন মানে হয় না।

মণিকা ॥ আপনি তাঁকে ছেড়ে দিন।

কুন্তলা ॥ ছেড়ে দিন মানে ? আমি তাঁকে বেঁধে রেখেছি নাকি।

মণিকা ॥ আপনি দেশের কাজে নেমেছেন—এমন কত কর্ম্মী আপনার সাহায্যে এগিয়ে আসবে—আপনি শুধু তাঁকে ছেড়ে দিন।

কুন্তলা ॥ তুমি অশান্ত, তাই গোড়ার কথাটাই বুঝতে পারছ না। তাকে পূজো করেই ত আমার দেশের কাজে নামা। সে কম্যুনিসট্ বলেই ত, আমি কমরেড।

মণিকা ॥ কিন্তু একদিন আপনাকে অনুতাপ করতে হবে—আপনার ভুলের জন্যে।

কুন্তলা ॥ শরতের পর শীত, জীবনের পেছনে মৃত্যু, অনুরাগের পরিণামে অনুতাপ—এই ত সংসারের নিয়ম। (ভাববিহ্বল কণ্ঠে) ভুল করে একজনকে হারিয়েছি, আর আমি কাউকে হারাতে পারব না।

মণিকা ॥ জোর করে ধরে রাখলে আপনি শুধু তাঁরই বিপদ ডেকে আনবেন, আপনি ত জানেন না, তিল তিল করে সে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, যক্ষ্মার বীজাণু বুকে করে সে কাজের নেশায় নিজকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

কুন্তলা সহসা শীতার্ত্ত পত্রের মত ঝরিয়া গেল। আকস্মিক আঘাতে বিমূঢ়-স্তব্ধ

কুন্তলা ॥ তাঁব যক্ষ্মা—টি, বি?

মণিকা ॥ আমি নিজে তাকে সেবা করেছি। স্যানিটরিয়মে সে ছিল কিছু দিন - কিন্তু দেশের ডাক তাঁকে থাকতে দেয়নি।··· শুধু আপনি মুক্তি দিলেই আমি তাকে নিয়ে চলে যেতে পারি···শহর থেকে দূরে; গ্রামের শান্ত বুকে, খোলা হাওয়ার মাঝখানে। কোলাহল নেই, কাজের তাড়া নেই···

কুন্তলা ॥ (প্রায় স্বগতোক্তির মত) কিন্তু তাঁকে হারিয়ে আমি বাঁচব কী সম্বল নিয়ে?

মণিকা ॥ আপনি কমরেড্—আপনার জীবনের আদর্শ এর চেয়ে অনেক বড়ো। আমি মেয়ে হয়ে আর একজন মেয়ের কাছে ভিক্ষে চাইতে এসেছি···আপনি তাঁকে ছেড়ে দিন, তাঁকে বাঁচান।

কুন্তলা ॥ (ম্লানহাসি) কমরেডদের জীবনে বুঝি স্বপ্ন থাকতে নেই, কমরেডদের বুঝি ভালোবাসতে নেই······? (দারুণ চাঞ্চল্যে) না, না, ভিক্ষে আমি দিতে পারব না। সে-ই আমার দেশ, আমার স্বপ্ন, আমার সর্বস্ব। পারব না, আমি তাঁকে হারাতে পারব না।

কুন্তলার কণ্ঠে কান্নার সুর ফুটিয়া উঠিল। দারুণ দ্বন্দ্বে কুন্তলা বিপন্ন, বিপর্যস্ত।

দ্রুত যবনিকা

দ্বিতীয় দৃশ্য

শিবধন রায়ের কক্ষ। নীল আলো জ্বলিতেছে। অতীত ঐশ্বর্য্য এবং আড়ম্বরের বিলুপ্ত প্রায় ভগ্নাবশেষ চোখে পড়ে। দামী অথচ পুরানো পালঙ্কের একাংশ দেখা যাইতেছে। অন্যান্য আসবাবপত্র খুব বেশী নাই। কক্ষটি শ্রীহীন এবং শ্রীভ্রষ্টতার ছাপ অতি সুস্পষ্ট। যবনিকা উঠিলে দেখা গেল, যে কোন কারণেই শিবধন রায় ঠিক প্রকৃতিস্থ ন'ন এবং সুকুমারী তাহাকে অনুনয় করিতেছেন।

সুকুমারী ॥ তোমাকে আমি মিনতি করছি, শুধু এই অনুরোধটুকু আমার করোনা।

শিবধন ॥ (একটু জাড়ানো সুরে) রায়বংশের মর্য্যাদার কথা স্মরণ করেও তোমার আপত্তি করা উচিত নয় বড়বৌ।

সুকুমারী ॥ গোটা পরিবারকেই যখন পথে দাঁড়াতে হচ্ছে, তখন অমন মিথ্যে বংশের জাঁক আমাদের শোভা পায় না।

শিবধন ॥ সে যখন পথে দাঁড়াবো, তখনকার কথা তখন। এখন পর্য্যন্ত এ বাড়ীর মালিক আমরা—অতিথিদের যোগ্য সম্বর্দ্ধনার ভার আমাদের এবং তা সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন হওয়া চাই।

সুকুমারী ॥ তোমাকে এত করে মাথার দিব্যি দিলুম—তবু থিয়েটারের নেশা তুমি ছাড়তে পারলে না।

শিবধন ॥ হিরণগড়ের নাটমন্দিরে হয়ত এই আমাদের শেষ অভিনয়। যাও, অলঙ্কারের বাক্সটা নিয়ে এসো।

সুকুমারী ॥ অদ্ভুত তোমার শখ। সব বিক্রী করেও তোমার সাধ মিট্‌ল না… এখন শ্বশুর ম'শায়ের দেয়া ক'খানা গয়না বিক্রী তুমি না করলে শান্তি পাচ্ছ না।

শিবধন ॥ কী করব বল। যদ্দিন ধার পেয়েছি, তোমাদের জিনিষে হাত দিইনি।

সুকুমারী ॥ আমাদের বিয়ের স্মৃতি-চিহ্ন এই গয়না, এমনভাবে নষ্ট হতে দিলে শ্বশুরমশাই স্বর্গে থেকেও অভিশাপ দেবেন।

শিবধন ॥ কিন্তু টাকার অভাবে ভাঙা নাটমন্দিরের যদি সংস্কার না হয়, তবে অভিনয় দেখতে এসে অতিথিরা হতাশ হয়ে ফিরে যাবে… এতে রায়বংশের মান খুব বাড়বে, না স্বর্গ থেকে পিতৃপুরুষরা পুষ্পবৃষ্টি করবেন? যাও, দেরী করো না, গয়না নিয়ে এসো।

সুকুমারী ॥ ছেলেমেয়েদের শেষ সম্বল, তাদের মুখের গ্রাস, পিতা হয়ে কেড়ে নেবে তুমি?

শিবধন ॥ আমি রাজার সম্পত্তি পেয়েও হারালুম, কপালে থাকলে কপর্দ্দক-হীন হয়েও আমার ছেলেরা সংসারে দাঁড়াতে পারবে।

সুকুমারী নীরব রহিলেন—অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে

সাজ সরঞ্জামের অর্ডার আজই পাঠাতে হবে। আমি আর মিছে বকতে পারছি না। গয়নাগুলো বের করে আন।

সুকুমারী ॥ তুমি যাও, আমি কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

মঞ্চের সাদা আলো জ্বলিয়া উঠিল। শিবধনের প্রস্থান। সুকুমারী প্রস্তর মূর্ত্তির মত নিষ্পলক নেত্রে কাঠের দিকে তাকাইয়া আছেন—দেওয়ালে টাঙানো রায়বংশের প্রধানদের ফটো। চোখের কোণে তার জল। প্রবেশ করিল অশোক। সে মার এই অশ্রুমুখী দৃশ্য লক্ষ্য করিল না। মণিকার প্রস্তাবিত বিবাহ ব্যাপারে তাহার মস্তিষ্ক উষ্ণ।

অশোক ॥ কথাটা কী সত্যি মা ?

সুকুমারী ॥ (ভারী গলায়) কী অশোক ?

অশোক ॥ শুনলাম পণ্টুর সঙ্গে মণির বিয়ের আলাপ হচ্ছে ?

সুকুমারী ॥ আগেত বিয়ে হোক্। শাস্ত্রে আছে লাখ কথা পূর্ণ না হলে বিয়ে হয় না। আলাপ ত অনেক এলো, আবার ভেঙ্গেও গেলো।

অশোক ॥ এ বিয়েতে আমার মত নেই মা।

সুকুমারী ॥ তোরা বাইরে বাইরে থাকিস, মেয়ে বিয়ে দেয়ার যে কী ঝক্কি তা'ত জানিস না।

অশোক ॥ তা' বলে হাত পা বেঁধে মেয়েকে জলে ফেলে দিতে হবে নাকি ? টাকা ছাড়া ওর আর আছে কী শুনি ? একটা গোঁয়ার, চরিত্রহীন · ···

সুকুমারী ॥ পাত্রের ভালো মন্দ বিচার করবার জন্যে উনি রয়েছেন। আমাদের এ সবে কথা কইতে না যাওয়াই ভালো।

অশোক ॥ মণি শুধু ওর মেয়ে নয়, আমাদেরও বোন। তাঁর সম্পত্তি তিনি খুসীমত বিক্রী করেছেন, আমরা বাধা দিতে যাইনি। কিন্তু টাকার লোভে মণিকে একটা অমানুষের কাছে বলি দিতে আমরা দেবো না মা।

সুকুমারী ॥ ছিঃ অশোক, ওমন করে গুরুজনের নামে বলতে নেই।

অশোক ॥ আমরা অনেক সয়েছি, কিন্তু এ অন্যায় আমরা কিছুতেই হতে দোবনা···এ নিয়ে জেদ ধরলে বাবার সঙ্গে আমার বাধবে মা, আমি আগেই বলে রাখছি।

অশোক স্থির দৃষ্টিতে তাকাইল

এ কী, তোমার চোখে জল ? তুমি কাঁদছ ?

সুকুমারী চোখ মুছিলেন

তুমি সব কিছু আমাদের কাছ থেকে ঢেকে রাখতে চাও মা। কীসের তোমার দুঃখ ?

সুকুমারী বেদনার্ত্ত দৃষ্টি তুলিয়া ধরিলেন

অশোক ॥ বাবার খেয়ালে সম্পত্তি গেছে, কিন্তু আমরাত এখনও তোমার বুক জুড়ে আছি। . আমরা কী তোমার দুঃখ ঘোচাতে পারিনা মা ?

সুকুমারী কথা কহিলেন। প্রশান্ত অথচ বেদনার স্পর্শ-রঞ্জিত সুরে

সুকুমারী ॥ তোদের মুখের দিকে তাকিয়েই আমি সব অভাব অনটন ভুলে আছি অশোক।

অশোক ॥ আমি কি তোমার আশার উচিত মূল্য দিতে পারব ?

সুকুমারী ॥ তুই পাশ করবি, চাকরী করবি, অতল সমুদ্রে ডুবতে ডুবতেও আবার আমরা ভেসে উঠবো, সেই আশায় বুক বেঁধে আমি দিন গুণছি আর ভগবানকে বলছি "দুঃখের রাত্রি কি শেষ হবে না দয়াময় ? আমাদের সুদিন কি আবার ফিরে আসবে না ?"

অশোক ॥ এই দুঃখে তোমার চোখে জল ?

অশোক মুহূর্তের জন্য বিভ্রান্ত হইল

তোমার ম্লান মুখ দেখলে আমি অন্য সব কাজ ভুলে যাই। কিন্তু জানো মা—অনাচারে, অবিচারে গোটা জাতটাই আজ ডুকরে কাঁদছে। আমি ভুলে যাই, সে করুণ কান্নায় আমি ভুলে যাই·· তোমাকে, পরিবারকে।

সুকুমারী ॥ সবই বুঝি, সবই জানি, কিন্তু আমরা একেবারেই অসহায়—এতগুলো লোক অথচ ঘরে মাত্র এক বেলার চাল। একশ টাকা মণ দিয়েও বাজারে চাল পাওয়া যাচ্ছে না।

অশোক ॥ আমাকে বলনি কেন ? আমি চাল জোগাড় করে আনছি। টাকা দাও, আমি এনে দিচ্ছি।

এত দুঃখেও সুকুমারী না হাসিয়া পারিলেন না

সুকুমারী ॥ সেই ত ভাবনার কথা। শেষ সম্বল ছিল খানকয়েক গয়না, তাও চেপে ধরছেন নিয়ে যাবেন।

অশোক ॥ আচ্ছা আমি দেখছি···চালের জোগাড় আমি করছি।

অশোক ও সুকুমারীর প্রস্থান। অন্য দরজা দিয়া শঙ্কর ও মণিকার প্রবেশ। শঙ্করের ঠোঁটে প্রশান্ত হাসি

শঙ্কর ॥ "লেনিন-ডে" নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলাম, তাই এদ্দিন আসতে পারিনি।

মণিকা ॥ পার্বতীর তপস্যায় শিবের আসন টলে উঠেছিলো; কিন্তু সে ছিল একদিন—আর এই এক যুগ।

শঙ্কর ॥ সে সব ছিলো দেবদেবীর কথা, পুরাণের গল্প।

মণিকা ॥ সে জন্যেইত গরমিল বড্ড বেশি। শিবের ক্রোধে মদন ভস্ম হয়ে গিয়েছিলেন। আর এযুগের শিব··

মণিকা থামলি

শঙ্কর ॥ নির্ভয়ে বলতে পার। এ যুগের শিব কিছুতেই দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করতে রাজী ন'ন।

মণিকা ॥ তোমার শরীরের যা অবস্থা, আমার সত্যি ভয় করেছ শঙ্কর'দা।

শঙ্কর ॥ শরীরের নাম মহাশয়, যা সয়াবে তাই সয়।

মণিকা ॥ কিন্তু তুমি সহ্য করবার সীমা' অতিক্রম করেছ। এবার তোমার সম্পূর্ণ বিশ্রামের দরকার।

শঙ্কর ॥ আমার সময় কোথায়—অমন আরাম করে 'সম্পূর্ণ বিশ্রাম' করবার?

মণিকা ॥ আমিও তাই ভাবছিলাম। এখানে না ঘটবে তোমার সময়ে খাওয়া, না নাওয়া। তোমার এখান থেকে দূরে চলে যাওয়াই উচিত শঙ্করদা।

শঙ্কর ॥ এখানে ত তবু তুমি আছ, কুন্তলা, সুজাতা এরা সবাই রয়েছে। দূরে গেলে যে সে যত্নটুকুও কপালে জুটবে না?

মণিকা ॥ তুমি যদি চাও, তবে তোমার সেবার ভার নেবার লোকের অভাব হবে না।

দুইজনেই চুপ করিল

তোমাকে দেখে আজ কা মনে হচ্ছে জানো? এই উসকখুসকো চুল, উদ্ভ্রান্ত চেহারা—আগোছাল বেশ—বলব কী মনে হচ্ছে?

শঙ্কর ॥ আমি শুনতে আপত্তি করব না।

মণিকা ॥ তোমাকে মোটেই কমরেড্ বলে মনে হচ্ছেনা। ঠিক যেন ব্রহ্মচারীর বেশে স্বয়ং মহেশ্বর।

শঙ্কর ॥ এবার আমাকে রীতিমত ভাবিয়ে তুলেছো।

মণিকা ॥ পলিটিক্‌সে গভীর কথা ভাবতে কষ্ট হয় বুঝি?

শঙ্কর ॥ একটু হয় বৈ কী? তা ছাড়া বেদ-বাইবেল্ আমার ততো ভালো করে পড়া নেই।

মণিকা হাসিয়া উঠিল

মণিকা ॥ বেদ বাইবেল্ নয়। কুমার-সম্ভবের কাহিনী, কালিদাস পড়ছি কিনা।

শঙ্কর ॥ দুশ্চিন্তার হাত থেকে বাঁচলাম। যাক্ ওসব গভীর কথা, চা'লের কথা কী বলছিলেন মাসীমা?

মণিকা ॥ (অপ্রস্তুতভাবে) যা হোক একটা বন্দোবস্ত হবে।

শঙ্কর ॥ কেন শুধু শুধু লুকোচ্ছ। আমারত কিছুই অজানা নয়। আমাকে তোমাদের অভাব অভিযোগ জানাতে কিসের লজ্জা মণিকা?

মণিকা নিরুদ্ধ আবেগে কাঁপিয়া উঠিল, শঙ্করের সন্নিহিত হইয়া গাঢ় কণ্ঠে

মণিকা ॥ আমি আর পারি না, আমি সইতে পারি না। তুমি চিরদিন এমন করে পালিয়ে বেড়ালে সত্যিই আমি পারিনা শঙ্করদা।

দ্রুত যবনিকা

তৃতীয় দৃশ্য

"চৌধুরী ভিলার" বিরাট হলঘর। বিলাসোপকরণে চমৎকার নৈপুণ্যে সজ্জিত। রাত্রি সাড়ে আটটারও বেশি। সবুজ আলো জ্বলিতেছে। মৃদু বাতাসে জানালার নীল পর্দা আন্দোলিত হইতেছে। শঙ্কর ও কুন্তলার প্রবেশ।

শঙ্কর ॥ তোমাকে যেমন করেই হো'ক বস্তা দুই চা'লের বন্দোবস্ত করে দিতে হবে।

কুন্তলা ॥ আমি ভরসা পাচ্ছি না।

শঙ্কর ॥ তোমার বাবাকে অবস্থাটা বুঝিয়ে বল্লে হয়ত··

কুন্তলা ॥ খুব মানুষ চিনেছ যা হোক! তিনি আছেন হিন্দু-মহাসভা আর হিন্দু-সংগঠনের স্বপ্ন নিয়ে, এসব ছোটখাট বিষয়ে কানই দেবেন না, বেশি চেপে ধরলে বড়জোর কিছু টাকাই না হয় সাহায্য করলেন।

শঙ্কর ॥ তবে-তো মুরারীবাবুকেই ধরতে হয়।

কুন্তলা ॥ সেই তো ভয়, দাদাকে ত তুমি চেন, তার কাছে আবদার মোটেই চলবে না।

শঙ্কর ॥ (মাথা নত করিয়া চিন্তিতভাবে) এটা ঠিক আবদার নয়—একটা কর্ত্তব্যও বটে।

কুন্তলা ॥ (তির্য্যক ভঙ্গীতে) পরশু লেনিন-ডে, সে সব বাদ দিয়ে দুঃস্থ পরিবারের চা'ল জোগাড় করাটা কী এমন মহৎ কর্ত্তব্য হয়ে দাঁড়ালো শুনি?

শঙ্কর ॥ 'লেনিন-ডে'র প্রোগ্রাম তো এক রকম তৈরী, তোমরা আছ—

অন্য সব কমরেডরা আছেন। কিন্তু আজকালের মধ্যে চাল জোগাড় করে না দিতে পারলে ওদের ঠাঁই উপোস থাকতে হবে।

কুন্তলা ॥ তুমি ছাড়া পরিবারের সমর্থ পুরুষ মানুষ আর কেউ নেই ?

শঙ্কর ॥ ও না থাকারই সমান, যে যার খেয়াল নিয়ে ব্যস্ত, আর আমিও ঠিক পরিবারের লোক নই, অনেক দিনের চেনাজানা তাই ·

কুন্তলা ॥ সেই বিশেষ পরিবারের নাম জানতে আপত্তি আছে কি ?

শঙ্কর ॥ নামটা আর নাই বা জানলে, ভদ্রলোকের পরিবার বিপন্ন—লোক লজ্জার ভয়ও তো একটা আছে। তাছাড়া এককালে ওদের বিরাট সম্পত্তি ছিল।

কুন্তলা ॥ (বিদ্রূপের সুরে) তবে তো সোনায় সোহাগা। বিরাট সম্পত্তির মালীকরা সম্পত্তি হারিয়ে বিরাট সঙ্কটের মুখে—সম্বল শুধু বুকে জড়িয়ে রাখা দেমাকের কুমোড়। অবস্থা গুরুতর সন্দেহ নেই।

শঙ্কর ॥ আমি তো পথ দেখতে পাচ্ছি না।

কুন্তলা ॥ পথ তো খোলাই আছে—লঙরখানায় সার বেঁধে দাঁড়ানো।

শঙ্কর ॥ ভদ্রলোকের মেয়েছেলে প্রাণ থাকতে লঙরখানায় ভিক্ষে চাইতে যাবে ? কী সব যা তা বলছ।

কুন্তলা ॥ লজ্জা আর দেমাক না ছাড়লে এ যাত্রায় মুস্কিল আসানের তো কোন সম্ভবনাই দেখছি না।

শঙ্কর ॥ তোমাকে যদি এ অবস্থায় পড়তে হতো···কী করতে তুমি ? পারতে, লঙরখানায় হাত পাততে ?

কুন্তলা ॥ বাধ্য হয়ে পাততে হতো···ওমন অনুরক্ত দাদা না থাকলে তাই করতাম।

শঙ্করের কান লাল হইয়া উঠিল

শঙ্কর ॥ লক্ষ্যটা তাহলেই ঠিকই ভেদ করেছ।

কুন্তলা এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তীর বেগে ছিটকাইয়া পড়িল।

কুন্তলা ॥ (বিহ্বল কণ্ঠে) কিন্তু দৌপদ্রীর তাতে কী—দ্রৌপদীর তাতে কী ?

শঙ্কর ॥ আমি গান লিখি সত্যি, কিন্তু কথায় কথায় তোমার ঐ কাব্যিক বাঁকাচোরা কথাগুলো বুঝতে আমার বেশ একটু কষ্ট হয়। আমি স্পষ্ট ভাষায় জিজ্ঞেস করছি—চালের জন্য তুমি মুরারীবাবুকে বলবে কি না ?

কুন্তলা ॥ মণিকার জন্যে তো আমার দরদ উথলে উঠার কথা নয় ?

শঙ্কর ॥ বেশ, তোমার সঙ্গে এ নিয়ে আর কথা বাড়াতে চাইনে।

গমনোদ্যত

কুন্তলা ॥ দাঁড়াও, তোমার কাছেও আমার একটা স্পষ্ট কথা জিজ্ঞেস করবার আছে।

শঙ্কর ॥ বলো।

কুন্তলা প্রথমে কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। তার মনে আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব—শঙ্কর যদি অসুখের কথা অস্বীকার করে, যদি মিথ্যা বলিয়া থাকে—এই দোদুল্যমানতা।

যা জিজ্ঞেস করবার হয়, শিগ্‌গির বলো, দেরী করবার সময় আমার নেই।

কুন্তলা "যুদ্ধংদেহি" ভঙ্গীতে দাঁড়াইল, দৃষ্টি অস্বাভাবিক রকমের কুঞ্চিত।

কুন্তলা ॥ কেন তুমি আমায় ভাঁওতা দিয়েছিলে ?

শঙ্কর ॥ আমি ভাঁওতা দিয়েছিলুম ?

কুন্তলা ॥ হ্যাঁ তুমি, এত বড় একটা অসুখ বুকে নিয়ে বেড়াচ্ছো—অথচ এর বিন্দুবিসর্গও আমাদের জানতে দাও নি।

শঙ্কর ॥ আমার অসুখ আমারই থাক্।

কুন্তলা ক্ষোভে ঝিলিক দিয়া উঠিল

কুন্তলা ॥ কিন্তু অন্যদের এতে বিপদের সম্ভাবনা আছে। যক্ষ্মার মত এমন একটা মারাত্মক অসুখ···

শঙ্কর ॥ মারাত্মক যদি হয়, তবু তোমাদের বিপদে পড়তে হবে না। তার আগেই আমি সরে পড়বো। আপাততঃ আমি সুস্থ—সম্পূর্ণ সুস্থ।

কুন্তলা ॥ একেবারে "এ প্লাস্ বি স্কোয়ারের ফরমূলা।" কিন্তু জীবনটা শুধু অঙ্কের হিসেব নয়।

শঙ্কর। আমার কাছে তাই।

কুন্তলা ॥ তোমার কাছে জীবনটা শুধু পলিটিক্স্ আর প্রচার—এই তো? তার রূপ, রঙ, রহস্য,—সব মিথ্যে, তোমার মনের কাছে আর সব কিছু মিথ্যে?

শঙ্কর ॥ আমার কাছে একমাত্র সত্য কাজ। কাজে থেমে পড়া মানেই পতন। ক্লান্তি মানেই মৃত্যু।

কুন্তলা ॥ আজ মণিকাকে এ জবাব তুমি দিতে পারিতে?

শঙ্কর ॥ আমার কোন কথাই কারো একলার জন্যে নয়। কোন বিশেষ মেয়ের জন্য নয়। আমার কথা মানুষের জন্যে।

কুন্তলা ॥ তবে মণিকা কেন তোমার হয়ে সুপারিশ করতে আসে? তার স্পর্দ্ধা তো তোমার প্রশ্রয় পেয়েই বেড়ে উঠেছে।

শঙ্কর ॥ আমার সৌভাগ্যই বল আর দুর্ভাগ্যই বলো—মণিকার শুশ্রূষা আমার নিতে হয়েছিলো-- নইলে তারো,···আমাকে জানবার কথা, নয়। আর গেয়ে বেড়াবার মত খবরও এটা নয়।

কুন্তলা ॥ কিন্তু ওমন সাংঘাতিক রোগ চেপে রাখা একটা বোকামি।

শঙ্কর ॥ তুমি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ কুন্তলা।

কুন্তলা ॥ যাব, একশ'বার যাব—আজ আমি সকল সীমাই ছাড়িয়ে যাবো।

কান্না ও ক্ষোভের মিশ্রণে তাহার স্বর আর্ত্তনাদের মত শুনাইতেছে

যে দস্যুর মত ছিনিয়ে নিয়েছিল আমার মন, বিশ্বাস করে যার হাতে তুলে দিয়েছিলুম জীবনের সব সম্পদ, তাকে আমি ক্ষমা করব না।

স্বর মমতায় কোমল ও তন্দ্রিল হইল

আমার স্বপ্ন, ভালোবাসা, আমার জীবন—এমন করে তাকে আমি পায়ে দলে যেতে দেবো না—আমি যেতে দোব না।…

শঙ্কর ॥ স্বপ্ন, মন…জীবন…ভালোবাসা ··কিন্তু আমি কি তোমার কাছে শুধু প্রেমই চেয়েছিলুম ?

কুন্তলা দ্রুতবেগে শঙ্করের দিকে আগাইয়া গেলো

কুন্তলা ॥ কী তুমি চেয়েছিলে, কী তুমি চেয়েছিলে ? মেয়েদের কাছে পুরুষদের আর কী-ই বা চাইবার থাকতে পারে ?

সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চের আলো নিবিয়া গেল। দৃশ্যান্তর, হীরালালের শয়ন কক্ষ। হীরালাল মদ খাইতেছে। নেশায় পুরোপুরি জ্ঞান হারায় নাই। খুশীতে উচ্ছ্বসিত হইয়া কবিতা আবৃত্তি করিতেছে।

হীরালাল ॥ (মদের পেয়ালা হাতে নিয়া আধো-জড়িত স্বরে)

অতীত যা তার সুখের স্মৃতি
ভবিষ্যতের ভাবনা ঘোর
দিল্‌পিয়ারী সাকী গো আজ
পেয়ালা ভরে ঘুচাও মোর।"

মদ চুমুকে নিঃশেষ করিল

সাকী নেই, সাকী নেই – স্বর্গে বা নরকে।

আবার মদের পেয়ালায় চুমুক দিল।

মেয়ে ছাড়া পুরুষের জীবন একটা মরুভূমি, বিরাট সাহারা মরুভূমি। Wine and women are the salts of life…

হীরালাল মদ ঢালিতেছে। পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল মণিকা কুণ্ঠিত পদে। বেশে ও বসনে বিপর্য্যয়ের ছাপ. দেখিলেই মনে হয় গভীর সংকট সমাধানের জন্যই সে বাধ্য হইয়া বাঘের গহ্বরে প্রবেশ করিয়াছে। হীরালালের দৃষ্টি পড়িতেই মণিকা মাথা নত করিল। হীরালাল প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারিল না যে এই রাত্রে মণিকা তাহার শয়ন কক্ষ প্রবেশ করিতে পারে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তুলিয়া ধরিল হীরালাল, তাহার ভুল হয় নাই—সশরীরে মণিকা।

হীরালাল ॥ (শ্লেষের সুরে) হিরণগড়ের রাজকুমারী মণিকাদেবী—এই দীনের কুটীরে ! বন্দেগী শাহাজাদী ···

হীরালাল হাসিয়া উঠিল। মদের পয়ালা সরাইয়া রাখিল।

এমন অসময়ে তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে ভগবান বলে যে ভদ্রলোকটী নিশ্চিন্তে স্বর্গে বসে আরাম করছেন · তিনি সত্যিই দয়ার অবতার। আমাদের মত অভাজনদের ডাকও তার কানে পৌছায়······।

মণিকা ভীত হইয়া পিছাইয়া গেলো। হীরালাল আজ অপ্রকৃতিস্থ, তাই আলাপ করা বৃথা ভাবিয়া সে চলিয়া যাইবে ভাবিতেছে। হীরালাল যেন মণিকার মনের ভাব বুঝিল। এত সহজে মেয়েদের হাত ছাড়া করিতে সে রাজী নয়।

হীরালাল ॥ ভয় পেয়ো না. তোমার বাবা যা খান তার তুলনায় এত ভেজিটেবিল ড্রিঙ্ক, আর খাচ্ছিও হোমিপ্যাথিক ডোজে।

হাসিয়া উঠিল

মণিকা ॥ আমি খুব বিপদে পড়েই এসেছি পল্টুদা ?

হীরালাল ॥ আমার কাছে ? (নিজকে দেখাইয়া) To me ? এই much-condemned পল্টু মিত্র।

মণিকা ॥ আমরা আজ নিরুপায়।

হীরালাল ॥ I see, একদিন দু'টো উপহার পাঠিয়েছিলুম বলে•• (হাসিয়া উঠিল) There are many things in heaven and earth···

মণিকা ॥ ওসব কথা আর তুলবেন না। আপনি ছোট বোনের দোষ ক্ষমা করতে পারেন।

হীরালাল ॥ Angelic, Heavenly. পৃথিবীটা বুঝি ডুবে গেলো হায় ক্যাস্পিয়ানের হ্রদে··· ··

মণিকা ॥ একদিন ভুল করে যদি অন্যায়ই করে থাকি, আপনি সে অন্যায়কে চিরদিন বড় করে দেখবেন ?

হীরালাল ॥ মোটেই না, আমার মনটা একেবারে ফাঁকা, আকাশের মত ফাঁকা, ওতে কিছুই দাগ কাটতে পারে না।

মণিকা ॥ আমাদের পরিবারে দশজন লোক অথচ টাকা দিয়েও চা'ল কিনতে পারছি না। আর অসম্ভব দরে কিনবার মত টাকাও আমাদের নেই। এখন আপনি যদি বস্তা দুই চাল আমাদের জোগাড় করে দেন···আপনি ইচ্ছা করলে তা পারেন।

হীরালাল ॥ (খানিক চুপ করিয়া রহিল) কিন্তু আমার সাহায্য নিলে আবার তোমাদের পাড়ায় ঢি ঢি পড়ে যাবে না তো ?

মণিকা ॥ . আমাদের মরা বাঁচার সমস্যা···

দেওয়ালের ঘড়িটার দিকে তাকাইয়া বলিল

হীরালাল ॥ চা'লের জোগাড় আমি করে দিচ্ছি—দু'বস্তা নয়—তারও বেশী, কিন্তু এত রাত্রে, এমন অসময়ে আমার মত হতচ্ছাড়ার ঘরে একা তুমি, হাতে আমার মদের পেয়ালা···লোক জানাজানি

হলে—সতীপণা দেখাবার জন্তে শঙ্করের পায়ে মাথা রেখে বলবে না ত—"বুড়ীগঙ্গায় কত জল শঙ্করদা? এ জলেও কি আমার কলঙ্ক ধুয়ে মুছে যাবে না, তুমি আমার সব লজ্জা ঢেকে দেবে না"...

হীরালাল উচ্ছৃঙ্খল হাসিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল.
যবনিকা নামিতেছে।

দৃশ্যান্তর। ড্রয়িংরুমে গণপতি ও মুরারী।

গণপতি ॥ যা শুনছি, এসব কি সত্যি মুরারী?

মুরারী ব্যবসা-সংক্রান্ত কাগজ পত্রে ডুবিয়া আছে,
মুখ না তুলিয়াই জবাব দিল

মুরারী ॥ লোকের কথায় এত কান দিতে নেই বাবা। বেকারদের কাজই হচ্ছে ব্ল্যাকমেলিং করে বেড়ানো...।

গণপতি ॥ কিন্তু সারা শহর জুড়ে এই নিয়ে ফিস্‌ফাস, হৈ চৈ!

মুরারী ॥ হিংসে বাবা, হিংসের জ্বলে পুড়ে মরছে। আমাদের মত এত বড় চা'লের ষ্টক আর কারো নেই কিনা, তাই এটা কারো সহ্য হচ্ছে না।

গণপতি ॥ সে না হয় বুঝলাম ব্যবসাদারদের কারসাজী। কিন্তু কাগজে যে চিঠি বেরিয়েছে, সেটা পড়েছ?

মুরারী ॥ পড়েছি।

গণপতি ॥ কী জবাব দেবে তুমি?

মুরারী ॥ জবাব দেবার কিছু ওতে নেই। স্রেফ্ ব্ল্যাকমেলিং।

গণপতি ॥ এতবড় গুরুতর অভিযোগ—রিলিফের জন্য চাল এনে চোরা বাজারে বিক্রী। কী মারাত্মক কথা।

মুরারী ॥ আপনি শুধু চুপ করে থাকুন বাবা, ও দু'দিনেই আমি সবার মুখ বন্ধ করে দেবো।

গণপতি ॥ আমার চুপ করে থাকা চলে না মুরারী। ব্যক্তিগত সম্মানের কথা ছেড়ে দিলেও এর সঙ্গে হিন্দু-মহাসভার মর্য্যাদা জড়িত। আমি রিলিফ কমিটির সভাপতি আর আমার ছেলের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ? এ আমি কিছুতেই সইবো না।

মুরারী ॥ আপনি বিষয়টাকে যত বড় করে দেখছেন, আসলে তা নয় বাবা। এত টাকার লেনদেন, রোজ হাজার হাজার মণ চালের কারবার, এর মধ্যে যদি বস্তা কয়েক এদিক ওদিক হয়েই থাকে ·····

গণপতি ॥ অন্যায়, মারাত্মক অন্যায়। রিলিফের জন্য আনা পাই পয়সাটি পর্য্যন্ত যাতে অযথা অপচয় না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আমার চোখের সামনে সাধারণের টাকা নিয়ে এভাবে হোলি খেলতে আমি দেবো না মুরারী ··

জবাবের প্রতীক্ষায় গণপতি। মুরারী জবাব দিল না

বেশ বুঝতে পারছি জবাব দেবার মত তোমার কিছু নেই। যা হবার হ'য়ে গেছে, কালই কাগজে একটা চিঠি পাঠিয়ে দাও—মেসার্স চৌধুরী এণ্ড সন্স দশ টাকা মণে মধ্যবিত্ত পরিবারদের জন্যে চাল সরবরাহ করবে···

মুরারী ॥ (বিস্মিত হইয়া) লোকে একশ টাকা মণেও চাল পাচ্ছে না—আর আপনি দশ টাকায় ছাড়তে বলছেন?

গণপতি ॥ হ্যাঁ বলছি—প্রায়শ্চিত্ত করতে বলছি।

মুরারী ॥ কিন্তু এযে ব্যবসা বাবা?

গণপতি ॥ বিবেক খুইয়ে ব্যবসা করাকে আমি ঘৃণা করি মুরারী।

মুরারী ॥ এ দুটো এক সঙ্গে চলে না বাবা, অত মানুষের কথা ভাবলে মুনাফার কোঠা একেবারেই ফাঁকা থেকে যায়।

গণপতি ॥ শহরের শত শত মধ্যবিত্ত পরিবার আজ বিপন্ন, তারা ঠাঁই উপোস করে মরবে, তবু ভিক্ষে চাইতে আসবে না। তাদের প্রতি তোমার কোন কর্ত্তব্য নেই ?

মুরারী ॥ আমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ছোট্ট একটা চালের দোকানকে এত বড় ফার্মে দাঁড় করিয়েছি—ব্যবসার যাতে উন্নতি হয় তাই আমার একমাত্র লক্ষ্য, খয়রাতি করে আমি ফতুর হতে পারবো না বাবা।

গণপতি ॥ কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ—তুমি কার ছেলে ?

মুরারী ॥ আমি ব্যবসায়ী···মুনাফাই আমার মূলমন্ত্র।

গণপতি ॥ সারা শহরের লোক আমারদিকে তাকিয়ে আছে। দেশের লোকের প্রতিনিধি হয়ে আমি তাদের চা'ল দিতে পারবো না, এত বড় অগৌরব, এত বড় পরাজয়, তুমি ছেলে হয়ে চোখের সামনে দাঁড়িয়ে দেখবে ?

মুরারী ॥ আপনার খেয়াল—হিন্দু-মহাসভার দাবী, এসব পুরণ করতে গিয়ে ফার্মকে আমি ডোবাতে পারব না।

গণপতি ॥ ছেলে হয়ে পিতার বিরুদ্ধে কথা কইবে তুমি ?

মুরারী ॥ আপনার অন্যায় আদেশ আমি মানতে পরেবো না।

গণপতি ॥ বিদ্রোহ ?

মুরারী ॥ না, স্বার্থরক্ষা—ব্যবসাকে রক্ষা !

গণপতি ॥ এর নাম ব্যবসা, সারা দেশকে উপোস রেখে তুমি ব্যবসা করবে মুরারী ?

ত্বরিত পদে কুন্তলা সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিল

কুন্তলা ॥ দেশ তোমার পেছনে নেই বাবা। আজ তুমি একা, তুমি শুধু হিন্দু-মহাসভার নেতা, দেশের নও।

গণপতি এই আকস্মিক বাধাদানে বিরক্ত হইলেন

গণপতি ॥ তুই আবার কেন বিরক্ত করতে এলি ?

কুন্তলা ॥ দেশ কি শুধু হিন্দুর বাবা ?

গণপতি ॥ তুই এখন যা ত, মুরারীর সঙ্গে আমার কাজের কথা আছে।

কুন্তলা ॥ আমার কথার জবাবত এ নয়। দেশ যদি হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান···সকলের হয়···তবে হিন্দু-মহাসভার কথা কা'রো মনে সাড়া জাগাবে না বাবা।

গণপতি ॥ (প্রশান্ত হাসিতে) জাগাবে রে পাগলি—জাগাবে। আর্য্য ঋষিদের আশীর্ব্বাদ-ধন্য এই ভারতবর্ষে হিন্দু জাতি আবার জাগবে তার অতীত মহিমায়। তুই কমরেড্, বুঝলেও তুই এসব মানবি না।

কুন্তলা ॥ ফের যদি আমাকে কমরেড বলো তবে, আমি ভী-ষ-ণ রাগ করবো।

গণপতি ॥ (বিস্মিত কণ্ঠে) জনযুদ্ধ আর লাল-নিশানের ভূত তা'হলে নেমেছে ঘাড় থেকে ?

কুন্তলা ॥ ওস্তাদ দেখলেই ভূত পালায় কি না।

গণপতি ॥ ভালই হয়েছে, এবার থেকে তুই আমাকে সাহায্য করবি, একা আমি এত কাজ কুলিয়ে উঠতে পারছি না। তুই ত আমারই মেয়ে কুন্তলা।

কুন্তলা ॥ না বাবা, আমি কলকাতায়ই ফিরে যাবো। আমি শুধু তোমার মেয়ে নই, আমি শুধু হিন্দু-মহাসভার নই। আমি যে দেশের, আমি সকলের।

মুহূর্ত্তের জন্য গণপতি চৌধুরী ক্ষুণ্ণ হইলেন

গণপতি ॥ (ক্ষুব্ধ কণ্ঠ) থাক তোরা তোদের জেদ নিয়ে। আমি একাই যাবো, একাই এগিয়ে যাবো। হিন্দু-মহাসভাকে আমি লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে দোব না।

পরক্ষণে আশা ও উৎসাহে গণপতি চৌধুরী উজ্জ্বল হইয়া উঠিলেন। কুন্তলা ও মুরারীর প্রস্থান।

আমি দেখছি সারা ভারতব্যাপী মহান হিন্দু-জাতির বিরাট অভ্যুত্থান, অখণ্ড হিন্দুস্থানের জয়। তিনি আসছেন—কুরুক্ষেত্রের বুকে ধ্বংসের পাঞ্চজন্য হাতে নিয়ে তিনি আসছেন—মানুষের অভিশাপ হরণ করবার জন্যে বরাভয় কণ্ঠে নিয়ে নেমে আসছেন মহামানব।

মহাপুরুষের ফটোর নীচে দাঁড়াইয়া

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্
পরিত্রাণায় চ সাধূনাম্,
বিনাশায় চ দুষ্কৃতান্
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায়
সম্ভবামি যুগে যুগে।"

গণপতি চৌধুরী প্রণত হইলেন

মঞ্চের যবনিকা

চতুর্থ দৃশ্য

পার্কের একটি দৃশ্য। সভার একাংশ দেখা যাইতেছে। ল্যাম্প্-পোষ্টের নীচে সভাপতির আসন। তাহার পাশেই লালপতাকা উড়িতেছে। 'মাইকে'র সামনে দাঁড়াইয়া কম্যুনিষ্ট মেয়েরা গান গাহিতেছে। যবনিকা উঠিবার আগেই গান সুরু হইয়াছে।

ঊর্দ্ধে উড়িছে লাল-নিশান।
বঞ্চিত নিস্বের সঞ্চিত যত অভিমান ॥
অম্বরে ঘনঘটা ঘোর দুর্দিন
বিশ্ববিজয়ী তুমি চির-উড্ডীন।
জীর্ণ মলিন বাস হলো যে রঙীন্

শহিদী-রক্তে করি স্নান
লাল-নিশান, লাল-নিশান ॥

সর্বহারার দুঃখ ব্যথা
বক্ষে তোমার রয়েছে গাঁথা
কও সে কথা, কও সে কথা

আকাশ বাতাসে কম্পমান।
লাল-নিশান, লাল-নিশান ॥

ইংগিত হেরি তব লাল আভায়
স্বাগত আগামী···অধ্যায়
অত্যাচারীর অট্টালিকায়

তুমি হে মৃত্যু মূর্তিমান
লাল-নিশান, লাল নিশান ॥

নিম্নে দাঁড়ায়ে করি পণ
মুক্তি আনিব মোরা, নয়ত মরণ
বদ্ধ মুঠির বজ্র বাঁধন
রাখিবে তোমার সম্মান।
লাল-নিশান, লাল-নিশান ॥

গান শেষ হইলে পর একজন বক্তৃতা করিতে উঠিলেন। উত্তেজনায় তিনি স্ফীত হইয়া উঠিতেছেন, হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া তিনি জনতাকে সম্বোধন করিতেছেন।

বক্তা ॥ সারা দেশের বুকে আজ প্লাবন, মহামারী আর দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া। আপনাদের চোখের সামনে লাখো লাখো লোক আজ শুধু দু'মুঠো অন্নের অভাবে মৃত্যুর গহ্বরে পলে পলে এগিয়ে যাবে—আর দূরে দাঁড়িয়ে আপনারা বিনা প্রয়াসে তাই দেখবেন? আপনারা শুধু নিশ্চেষ্ট সাক্ষী হয়ে রইবেন, দেশের প্রাণশক্তির এই বিরাট অপচয়ের, এই সর্বনাশা অপমৃত্যুর।
বন্ধুগণ, যাদের বুকের রক্তে বাংলার শ্যামল প্রান্তর শ্রীময়ী হয়ে উঠলো সোনার ফসলে; নিজেদের শ্রমশক্তির বিনিময়ে যারা দেশকে সমৃদ্ধিশালী করলে শস্যসম্পদে—সে কৃষকসমাজ যদি আজ অন্নের অভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তবে দেশ বাঁচবে কি? ভিত্তি ধ্বসে পড়লে প্রাসাদ দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে কি? বাংলা না বাঁচলে ,ভারতবর্ষ বাঁচবে কি?

জনতার ঘন ঘন করতালি ধ্বনি। দৃশ্যান্তর। রায়-বাহাদুরের ড্রইং রুম। সুজাতা সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতেছে। সিঁড়ির গোড়ায়ই দেখা হইল শঙ্করের সঙ্গে।

সুজাতা ॥ কুন্তলার খেয়ালের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলার সাধ্য আমার নেই শঙ্করদা, তুমি বুঝিয়ে বলোগে।

হাতের ব্যাগ পার্শ্ববর্তী সোফায় রাখিল

শঙ্কর ॥ নতুন বায়না ধরেছে বুঝি?

সুজাতা ॥ খেয়াল চেপেছে আজই কোলকাতা ফিরে যাবে।

শঙ্কর ॥ কিন্তু আজই যে ওর নাচ গানের প্রোগ্রাম।

সুজাতা ॥ কোন কথাই শুনতে চায় না। বলে, 'লেনিন্-ডে' তো তোর আর শঙ্করদার। আমার কি? আমি ছাড়াও ঠিক চলবে।

শঙ্কর ॥ ও, আচ্ছা থাক, ওকে আর পীড়াপীড়ি করো না।

শঙ্করের মুখ ম্লান

সুজাতা ॥ কুন্তলা যদি সত্যিই কোলকাতা চলে যায়, তবে রাত্রের ফাংশনের কি হবে?

শঙ্কর ॥ বন্দোবস্ত যাহোক একটা হবেই।

শঙ্কর নীরব রহিল। তাহাকে বিমর্ষ দেখাইতেছে

ওর উপর আমি বড় বেশি নির্ভর করেছিলুম, বড় বেশি আশা আশা করেছিলুম···

সুজাতা ॥ 'লেনিন-ডে'র প্রোগ্রাম ঠিকই চলবে. ও না আসে, শিবানীকে ঘণ্টা দু'এক এর মধ্যেই তৈরী করিয়ে নিতে পারবো।

শঙ্কর ॥ তাই নিতে হবে। পার্টির কাজ বন্ধ থাকতে পারে না।

সুজাতা ॥ তা হ'লে শিবানীকে আমি তৈরী থাকতে বলিগে?

শঙ্কর ॥ সে পরে বললেও চলবে। তোমাকে যা বলতে এসেছি···

শঙ্কর একটু থামিল। খুব প্রয়োজনীয় কিছু শুনিবার আশায় সুজাতা গভীর শ্রদ্ধার দৃষ্টি তুলিয়া ধরিল

'লেনিন-ডে'র পরেই আমি মাস কয়েকের জন্যে দূরে চলে যাব— আসাম ফ্রন্টিয়ারে রেলওয়ে ওয়ার্কাস্‌দের মধ্যে আমাদের কাজ যে ভাবে চালান উচিত, ঠিক সে ভাবে হচ্ছে না।

সুজাতা ॥ তোমার শরীর যে ভাবে ভেঙে যাচ্ছে—এর পর এই নতুন দায়িত্ব সইবে কী ?

শঙ্কর ॥ সে বিবেচনার সময় আর নেই। ডাক এসেছে, এখন সাড়া দিতেই হবে। এদিকের সব দাযিত্ব আমি তোমার ওপর ছেড়ে দিতে চাই।

সুজাতা ॥ আমি একা কি সব দায়িত্ব পালন কবতে পাববো ?

শঙ্কর ॥ খুব পারবে···আমি জানি তুমি পারবে।

সুজাতা ॥ কুন্তলাকে আর একবার ডেকে জিজ্ঞেস করলে হয় না ?

শঙ্কর ॥ কোন লাভ নেহ। তাব চেয়ে তুমিই সাহস করে সব ভার তুলে নাও, দেখবে কাজে নামলে ঠকতে হবে না।

সুজাতা ॥ কিন্তু···

শঙ্কর ॥ আর কিন্তু নয। ইতঃস্তত করবাব সময় এটা নয়। গ্রামেব সঙ্গে শহরের যোগ নেই—গ্রামকে জানেনা শহর, শহরকে ভয় করে গ্রাম। কিন্তু এ বিবোধ দূব কবতে না পারলে দেশের কল্যাণ-ব্রত সম্পূর্ণ হলোনা সুজাতা।

সুজাতা ॥ তোমার ভরসা পেলে গ্রামে যেতে ভয় করি না। তবে কিনা···

শঙ্কর ॥ শহর আর গ্রাম—এখানে আছে মোহ, আর ওখানে আছে মৃত্যু। ওরা বাঁচতে জনেনা, আর এরা শুধু বাঁচবার ভাণ করে। তুমি যদি তাদের মাঝে গিয়ে দাঁড়াও, তবে কুয়াশার মত মুহূর্তেই মিলিয়ে যাবে সেই জড়তা। তোমাব প্রাণের দীপ্তিতে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে সে মোহ আর মৃত্যু।

সুজাতা ॥ কিন্তু কুন্তলা! সে-ই শুধু সবাইকে মাতিয়ে তুলতে পাবে।

শঙ্কর ॥ তার শক্তি ঝড়ের শক্তি—তা শুধু নাড়া দিয়ে যায়, গড়তে পারে না। তার গতি আছে, নিষ্ঠা নেই। আদর্শ আছে ; কিন্তু আদর্শের জন্য সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে সে পারে না। আব মণিকা—শান্ত গৃহকোণে

কল্যাণদীপ হয়ে সে আলো ছড়াতে পারে, এর বেশি কিছু নয়। কিন্তু আমরা যা চাই, তা' শুধু তুমিই পার সুজাতা— সে গুরু দায়িত্ব শুধু তুমিই নিতে পার।

সুজাতা ॥ এখানে আমি একা—তুমি রইলে দূরে। এত বড় দায়িত্ব। আমি ভেবে দেখি।

শঙ্কর ॥ তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি থাকতে বলব না।

সুজাতা ॥ সে কথা নয়। তুমি বলছ তাই যথেষ্ট। আমি ভাবছি—তোমার শরীরের অবস্থা। বিদেশে কে-ই বা দেখা শোনা করবে ?

শঙ্কর ॥ শরীরের কথা ভাবছিনা। কোন কাজেই যদি না লাগলো, তবে এ থেকেও কোন লাভ নেই।

শঙ্করের মুখে ম্লান হাসি

শঙ্কর ॥ (একটু থামিয়া) আমাদের হয়ত অনেক বৎসর দেখা হবে না। কিন্তু আমি আশা নিয়ে চিরদিন বেঁচে থাকব তোমার ভাষায়—তোমার আদর্শে।

শঙ্করের সুর ঝাপসা হইয়া আসিল। সুজাতা মাথা নত করিল।

কর্তব্যের দাবী যে চিরদিনই নিষ্ঠুর সুজাতা।

শঙ্করের দীপ্ত কণ্ঠে বরাভয় উচ্চারিত হইল

মণিকা আর কুন্তলা, এদের সকলের চেয়ে বড় তুমি, ত্যাগে, আদর্শে, নিষ্ঠায় ; আর বড় বলেই কর্তব্য তোমার কঠিন, দায়িত্ব তোমার মহৎ। তোমাকেই আজ স্বেচ্ছায় নিজকে বিলিয়ে দিতে হবে সুজাতা।

সুজাতা ॥ আমি যেন তার যোগ্য হতে পারি শঙ্করদা!

শঙ্কর ॥ সর্বনাশা ঝড়ের রাতেও তোমার হাতে জ্বলবে দুঃখের দীপ, বিভ্রান্ত জাতির বুকে তুমি আনবে নতুন আশা—নতুন স্বপ্ন। (কাছে গিয়া) সুজাতা, তুমিই হবে বুদ্ধের সুজাতা।

শঙ্করের কথা সুজাতাকে নতুন প্রেরণায় উদ্দীপ্ত করিল। সে ব্যাগটা সোফা হইতে তুলিয়া লইল। দুই জনেই দুই জনের দিকে আবেগময় দৃষ্টি তুলিয়া ধরিল। বিদায়ের করুণ মুহূর্তটি সুন্দর হইল, স্পন্দিত হইল আবেগে; নীরব ভালোবাসার প্রকাশে। শঙ্করের নীরব শুভকামনা নিয়া সুজাতা চলিয়া গেল। শঙ্কর মুহূর্ত্ত কয়েক কি ভাবিল, তারপর সে সুজাতাকে অনুসরণ করিল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি দিয়া গণপতি ও কুন্তলা নামিয়া আসিলেন।

কুন্তলা ॥ আমি তোমার একসঙ্গেই কলকাতায় যাব বাবা।

গণপতি ॥ এরই মধ্যে দেশে কম্যুনিজম্ এসে গেল নাকি কমরেড্ কুন্তলা।

রায়বাহাদুর কৌতুক-উজ্জ্বল দৃষ্টি তুলিয়া ধরিলেন

কুন্তলা ॥ তোমাকে কত দিন বলব রাজনীতি আমাকে মানায় না। একদিন কমরেড ছিলাম, এখন আমি শুধু কুন্তলা, তোমার মেয়ে কুন্তলা।

গণপতির ঠোঁটে স্নিগ্ধ হাসি

গণপতি ॥ বেশ মা, আর বলব না। তবু ভগবান তোর সুমতি ফিরিয়ে আনুন। মানুষই ভুল করে, আর মানুষই শুধু তা শুধরে নিতে পারে।

কুন্তলা ॥ (বেদনা-গভীরস্বরে) এ ভুল আর শুধরানো যাবে না। (স্বাগতোক্তি) জীবনের প্রথম ভুল, চরম ভুল···

মেয়ের গোপন ব্যথা রায়বাহাদুরকে স্পর্শ করিল

গণপতি ॥ ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যেই করেন মা। আমরা অন্ধ, তাই তাঁর শুভ ইঙ্গিতটুকু ধরতে পারিনা ; যাও মা জিনিষপত্র গোছগাছ হলো কিনা সব দেখে নাওগে। চাকর বাকরদের বিশ্বাস নেই, একটা দেবে ত তিনটে দেবে না।

কুন্তলার প্রস্থান। ব্যস্তভাবে সিতিকণ্ঠের প্রবেশ

সিতিকণ্ঠ ॥ আজই রওয়ানা হচ্ছেন নাকি রায়বাহাদুর ?

গণপতি ॥ সন্ধ্যার ট্রেণে।

সিতিকণ্ঠ তাঁহার বক্তব্যটি কী ভাবে পেশ করিবেন তাই ভাবিতেছেন

গণপতি ॥ তোমার টেক্স্‌-টাইল মিলের কদ্দুর ?

সিতিকণ্ঠ ॥ আজ্ঞে আপনার সঙ্গে in detail আলাপ করবার ছিল। এ যাত্রা তো হলো না…

গণপতি ॥ আমিত দিন পনর বাদেই ফিরব।

সিতিকণ্ঠ আসল মতলবটি এবার পেশ করিলেন

সিতিকণ্ঠ ॥ আমি বলছিলাম কি, এই যুদ্ধের বাজারে যন্ত্রপাতি যখন পাওয়া যাচ্ছে না, আর যথেষ্ট টাকার জোরও আমাদের, নেই তখন মিলের আইডিয়া আপাতত বাদ দেয়াই ভালো।

গণপতি ॥ সব দিক বিবেচনা করে তবে কাজে নামাইতো উচিত।

সিতিকণ্ঠ ॥ Exactly so. তাইত আপনার কাছে আসা। কাগজে নিশ্চয়ই দেখেছেন, এ্যাসিষ্টাণ্ট টেক্স্‌-টাইল কমিশনারের পোষ্টের জন্যে বিজ্ঞাপন দিয়েছে……তাই আমি বলছিলুম কি ‥আপনি যদি মিনিষ্টারকে আমার case টা recommend করেন…

গণপতি ॥ কিন্তু ওরা তো স্পষ্ট করে লিখে দিয়েছে—হয় মুসলমান নয় সিডিউল্‌ড্‌ কাস্‌ট্‌ চাই।

সিতিকণ্ঠ ॥ That's a negligible bar. ধর্ম বলুন, জাত বলুন, after all a hereditary prejudice চাকরী পেলে বৌদ্ধ বলুন, পার্শি বলুন, জৈন বলুন, I can transfer my faith at the pleasure of the authority. To be brutally frank, I have no religious scruple.

রায়বাহাদুর স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, ঘৃণা ও ক্রোধ তাঁহার চোখে মুখে স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়াছে, তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন

গণপতি ॥ সে পরে বলব খন—তুমি এখন যাও তো। কুন্তলাকে শিগ্‌গীর তৈরী হ'তে বল। গাড়ীর আর খুব দেরী নেই।

সিতিকণ্ঠ এই জবাব প্রত্যাশা করেন নাই। তবু রায় বাহাদুরকে চটাইবার সাহস তাহার নাই। বিরক্তির তীব্র তিক্ত ভঙ্গীতে প্রস্থান। হন্তদন্ত হইয়া প্রতুল তরফদারের প্রবেশ

প্রতুল ॥ আমার কেসটা যদি একটু চেপে ধরেন···

গণপতি ॥ আমাকে মনে করিয়ে দিতে বলো কুন্তলাকে, ও আমার সঙ্গে যাচ্ছে কিনা!

প্রতুল ॥ একশ'বার। আর গভর্ণমেণ্টের "বিজ্ঞাপন" পাওয়ার দাবী ত "আওয়াজে"রই সব চেয়ে বেশী! Only anti-fascist organ of the valley···

গণপতি ॥ আমি নিশ্চয়ই বলব, প্রচার বিভাগকে তোমার কথা জানিয়ে আসব।

প্রতুল ॥ (বক্তৃতার স্বরে) 'আওয়াজে'র কলম কি বন্দুকের চেয়ে কম জোরাল রায়বাহাদুর?

গণপতি ॥ কলমের সঙ্গে সঙ্গে তোমার গলার জোরও তাল রেখে চলেছে। কিন্তু এত তোমার বিক্রী···ক'হাজার বলছিলে? এতে চলেনা? কেন মিছিমিছি বিজ্ঞাপনের বিনিময়ে সরকারের অনুগ্রহ ভিক্ষে চাইতে যাবে বলো? হাজার হোক, একটা বাধা-নিষেধের মধ্যে পড়তে হবে তো!

প্রতুল ॥ আজ্ঞে, মফঃস্বলের কাগজ -যত জন গ্রাহক তার দ্বিগুণ complimentary copies, বিজ্ঞাপনই একমাত্র ভরসা। আর নীট বিক্রী ? (ক্লিষ্ট হাসিয়া) সবই ত জানেন রায়বাহাদুর, সংখ্যার পেছনে খুসীমত শূন্য জুড়ে প্রচার সংখ্যা রাতারাতি ফাঁপিয়ে তোলাও বাংলা দেশের একটা সাংবাদিক tactis.

গণপতি ॥ বেশ, বিজ্ঞাপন যাতে পেতে পাব, আমি তার ব্যবস্থা করব।

প্রতুল ॥ সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলবেন স্যার বিনাসর্তে মিত্রশক্তির সমরোদ্যমের সাহায্যের প্রস্তাব গ্রহণ করেছে র‍্যাডিকেল লীগ। ফ্যাশিস্ট্ বর্বরতার বিরুদ্ধে সারা দেশের বুকে আজ আওয়াজ··

মুখ ব্যাদান করিয়া 'আওয়াজ' কথাটা শেষ করিবার পূর্বেই বাহিরে প্রচণ্ড কলরব শোনা গেল। সকলেই চমকিত হইলেন

প্রতুল ॥ সাইরেন, সাইরেন দিয়েছে, সবাই ফ্ল্যাট্ হয়ে শুয়ে পড়ুন।

প্রতুল বিমান আক্রমণের আশঙ্কায় পকেটে রবার খণ্ড ও তুলা রাখেন। দাঁতে রবার ও কানে তুলা দিয়া তিনি টেবিলের নীচে শুইয়া পড়িলেন। সিতিকণ্ঠ, চোখ বুজিয়া এবং কানে তুলা দিয়া রায়বাহাদুরের পিছনে কাঁপিতে লাগিলেন।

সিতিকণ্ঠ ॥ Oh God, have mercy on us. Oh almighty !

হীরালাল হুঙ্কার দিয়া প্রবেশ করিল।

হীরালাল ॥ গুণ্ডামী করে চাল কেড়ে নিতে এসেছে মামাবাবু। এতদূর স্পর্দ্ধা ! একটা বন্দুক, একটা বন্দুক···

হঠাৎ চোখে পড়িল টেবিলের উপর ফিতা দিয়া বাঁধা এক দিস্তা কাগজ। রাগে তখন হীরালাল উন্মত্ত। হাতের কাছে একটা কিছু তবুও পাইল। সে কাগজ নিয়াই ছুটিয়া বাহির হইবে। কিন্তু কাগজের দিস্তা নুইয়া পড়িল।

গণপতি ॥ এ কী হচ্ছে ?

হীরালাল ॥ কিন্তু লাঠি···একটা লাঠিও যে পাচ্ছি না।

মঞ্চের আলো নিভিয়া গেল। ফটকের সামনে বিরাট জনতা—উচ্ছৃঙ্খল, অসংযত। ক্ষুধার জ্বালায় তাহারা হিংস্র। দানা না পাইলে তাহার বাড়ীটাকে চুরমার করিয়া ফেলিতেও কুণ্ঠিত হইবে না। 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ, মজুতদার নিপাত যাক এবং নানা প্রকার উত্তেজনাপূর্ণ ধ্বনি করিতেছে। মঞ্চের আলো জ্বলিয়া উঠিল। রায়বাহাদুর ও অশোক মুখোমুখি, অশোক জনতার নেতা সাইরেন যে নয়, তাহা বুঝিতে পারিয়া প্রতুল ও সিতিকণ্ঠ লজ্জিত। রায়বাহাদুরের পাশে কুন্তলা। ঝড়ের পূর্বাভাষ সারা কক্ষে।

গণপতি ॥ কতকগুলো গুণ্ডো বদমাইশদের জড়ো করে চা'ল আদায় করতে চাও ?

অশোক ॥ গুণ্ডো বদমাইশ ওরা নয় রায়বাহাদুর—ক্ষুধার জ্বালায় ওরা আজ দিশেহারা। পশুর মতো মুখ বুজে ওরা এদ্দিন সব অনাচার অবিচার সহ্য করেছে, টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত করেনি। ওরা দুবেলা পেট পুরে খাবার দাবী করেনি, শুধু দু'মুঠো পেটে দিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল, কিন্তু ব্যবসায়ীর লোভ তাদের সে গ্রাসটুকুও কেড়ে নিতে চায়। দুঃস্থ মানুষের প্রতি শুধু মানুষের করুণা ওরা চাইতে এসেছে রায়বাহাদুর।

গণপতি ॥ করুণা প্রার্থনার কী অভিনব পন্থা! ভিখিরিকে ভিখিরির মতই চাইতে হবে। চোখ রাঙিয়ে দয়া আদায় করা যায় না।

বাহিরের কোলাহলে মাঝে মাঝে কথোপকথন ডুবিয়া যাইতেছিল

অশোক ॥ ওরা ভিক্ষে চাইতে আসেনি। ওরা চায় সুবিচার, ন্যায় বিচার।

হীরালাল ॥ ওরা ন্যায় বিচার দাবী করবার কে ? কী অধিকারে ওরা আমাদের বাড়ী চড়াও করেছে ?

অশোক ॥ ক্ষুধা—ক্ষুধাই তাদের একমাত্র যুক্তি। ক্ষুধার অধিকারেই তারা চাল দাবী করতে এসেছে। লুট করতে নয়, ন্যায্য মূল্য দিয়ে কিনে নিতে এসেছে(রায়বাহাদুরকে) আমি এসেছি হিন্দু-মহাসভার নেতার কাছে, আমি দাবী নিয়ে এসেছি শহরের বিখ্যাত চাল ফার্মের মালিকের কাছে। সারাদেশের উপবাস-ক্লিষ্ট নর-নারীর পক্ষ থেকে আমি জিজ্ঞেস করছি জন-প্রতিনিধি রায়বাহাদুরকে। গুদামভরা চা'ল রেখেও কি সারা শহরের লোক উপোস করে মরবে?

বন্দুক হাতে নিয়া হিংস্র উত্তেজনায় সদর্পে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিল মুরারী

মুরারী ॥ আমি বলছি, আমি জবাব দিচ্ছি।

গণপতি ॥ আহা, তুমি আবার নেমে এলে কেন, আমি দেখছি মুরারী।

মুরারী ॥ আস্কারা পেয়ে পেয়ে ইতরগুলো মাথায় উঠে বসেছে বাবা।

অশোক ॥ আপনি বড্ডো বাড়াবাড়ি করছেন মুরারীবাবু।

মুরারী ॥ চুপ রও বজ্জাত। আগে পালের গোদাকে আমি ঢিট্ করবো—তারপর ঐ ছিঁচকে চোরগুলোকে আমি একটি একটি করে কুকুরের মত গুলি করে মারব।

জনতা ক্রমশঃ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলিয়া যাইতেছে। উত্তেজনা বাড়িতেছে। মুরারী বন্দুক উঁচাইয়া ধরিল

অশোক ॥ বন্দুক নামিয়ে রাখুন মুরারীবাবু। আপনি হেরে যাবেন, আপনার বারুদের গুলি এ ক্ষুধার আগুণ দাবিয়ে রাখতে পারবে না। হয় চা'লের গুদাম খুলে দেবেন আর না হয় জনতার রক্তে ডুবে যাবে 'চৌধুরী ভিলা।' আর সঙ্গে সঙ্গে আপনারাও…

হঠাৎ বাহির হইতে অনবরত ঢিল আসিয়া পড়িতে লাগিল। কাঁচের জানালা ভাঙ্গিয়া গেল। ফুলদানি চুরমার হইয়া গেল। খোলা জানালা লক্ষ্য করিয়া মুরারী গুলি ছুড়িল। বন্দুক কাড়িয়া নিবার জন্ম অশোক ছুটিয়া গেল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে গুলিটা তাহার কপালের পাশ ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। এই দুর্ঘটনার জন্ম কেহই প্রস্তুত ছিলেন না। সকলেই হতভম্ব হইয়া গেলেন। কুন্তলা 'এ কী করলে, এ কী সর্ব্বনাশ করলে' বলিয়া অশোকের রক্তাক্ত মাথাটা জানু পাতিয়া তুলিয়া নিল। দ্রুত যবনিকা নামিয়া আসিল।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

এক মাস পরে

অশোকের কক্ষ। একটী বেতের হেলান দেয়া চেয়ারে অশোক শুইয়া আছে। আকাশে তৃতীয়ার চাঁদ। একটু পরেই প্রবেশ করিল কুন্তলা।

কুন্তলা ॥ আজ কেমন আছ অশোক দা ?

অশোক ॥ ভালো।

কুন্তলা ॥ ব্যাণ্ডেজটা তা হলে খুলি ?

জবাবের অপেক্ষা না করিয়া কুন্তলা ব্যাণ্ডেজ খুলিল। ক্ষতস্থান সম্পূর্ণ সুস্থ। কুন্তলার চোখ উজ্জল হইয়া উঠিল। সে মৃদু পরশে অশোকের কপালে হাত বুলাইয়া দিল।

এত শিগ্‌গীর যে সেরে উঠবে তা আমিও ভাবিনি।

অশোক ॥ এমন শুশ্রূষা পেলে মরা মানুষও বেঁচে উঠতে পারে।

কুন্তলা লজ্জায় রক্তিম হইল

কুন্তলা ॥ এমন করে বললে আমি আর আসব না।

অশোক ম্লান হইল। দীর্ঘনিশ্বাস পতনের শব্দ স্পষ্ট শোনা গেলো।

অশোক ॥ তোমাকে ধরে রাখব—এমন সম্বল আমার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই কুন্তলা।

কুন্তলার মর্ম্মস্পর্শ করিল। হঠাৎ সে জবাব দিতে পারিলনা। আপনা হইতেই তাহার মাথা নুইয়া আসিল

ওমন সেবা! ওমন শুশ্রূষা॥ আমি ভাবছি এ ঋণ জীবনেও শোধ করতে পারব কি?

কুন্তলা॥ তোমার কী-ই বা আমি করেছি? আর একে কেন তুমি ঋণ বলে ভাবছ বলো ত? তোমার জন্য এইটুকু করবারও কি আমার অধিকার নেই?

অশোক॥ কিন্তু নেবার অধিকারও তো থাকা চাই?

কুন্তলা॥ থাক্ ওসব কথা।

অশোক॥ আমিও ভাবতে চাই না—ভেবে শুধু শুধু দুঃখ পাওয়া। তার চেয়ে তুমি একটা গান গাও।

কুন্তলা॥ আমি গাইব?

অশোক॥ তুমি গাইবে, আমি শুনব। পুরণো দিনের একখানা গান—আগে যেমনটি গাইতে।

কুন্তলা॥ গান আমি ভুলে গেছি।

অশোক॥ আমি মনে করিয়ে দিচ্ছি।

কুন্তলা॥ কিন্তু তুমি মনে করিয়ে দেবে ত শুধু কথা, সুরটা পর্য্যন্ত আমি ভুলে গেছি।

অশোক অভিমানে নীরব রহিল

রাগ করলে তো?

অশোক॥ আমিও চুপ্ করে থাকব।

কুন্তলা॥ বেশ, আমাদের কথা এখানেই ফুরিয়ে গেলো।

অশোক॥ অভিমান?

কুন্তলা॥ যদি তাই হয়।

অশোক॥ আমি মান ভাঙাতে যাব না।

কুন্তলার ঠোঁটে স্নিগ্ধ সোনালি হাসি। সে অশোকের সন্নিহিত হইয়া গান গাইতেছে

এ মায়া রজনী শুধু মোদের থাক ঘিরে
জ্যোৎস্না নিরিবিলি ঝরুক বাতায়নে।
কোথাও কেহ নাই, স্বপন নির্জন,
মিলনে মধুময় হোক এ জীবন—
বিষাদ বেদনা সব পিছনে থাক পড়ে।

দুইজনেই অতীত স্মৃতির স্বপ্নে বিহ্বল হইল।

অশোক ॥ তোমার আমার জীবনে যদি এ গানই সত্যি হয়ে উঠত কুন্তলা।

কুন্তলা ॥ সে সত্য বিদ্রূপে হয়ে উঠত আমাদের জীবনে। (সুর বদলাইয়া)
তোমার পথের সঙ্গে আমার মত মিলত কি?

অশোক ॥ মিলতো—কোনদিনই অমিল ছিল না। শুধু ক্ষণিকের উত্তেজনায় দু'জনেই আমরা ভুল পথে ছিটকে পড়েছিলুম মাত্র। পুরুষকে শক্তি দেবে নারী—অনুপ্রেরণা দেবে নারী। এই আমাদের ভারতবর্ষের শিক্ষা। আমরা ভুলে গিয়েছিলুম।

কুন্তলা ॥ এ জেনেও এখন কার কী লাভ?

অশোক ॥ উত্তেজনা আর শখ মূলধন করে দেশসেবা হয় না, এ সত্য আমাদের জীবনে উজ্জ্বল হয়ে উঠুক্।

কুন্তলা ॥ সে পথে যে অনেক বাধা।

অশোক ॥ আমরা মানব না। আমাদের যাত্রা সুরু হবে নতুন আদর্শ সামনে রেখে—জীবনকে আমরা নতুন করে চাইব, নতুন করে লাভ করব। আমরা ভুলে গিয়েছিলুম সত্যকে, আর মুহূর্ত্তের ভুলই আমাদের জীবনে সত্য হয়ে উঠেছিল, তাইত এই ভুলের বোঝা। আজ সত্যকে আমরা সাহস করে মেনে নেব। (কুন্তলাকে) কিন্তু তুমি থামলে কেন?

কুন্তলার গান :

একটী বার ভুলে ডাকিও নাম ধ'রে
বিকশি উঠুক আজ সুরভি সব আশা—
এরপর ভুলে যেও এ ক্ষণ-ভালবাসা
দিনের দীপ জ্বালি প্রভাত এলে পরে।

গভীর অনুরাগে কুন্তলা অশোকের বুকে মাথা রাখিল।

ধীরে ধীরে যবনিকা নামিতেছে।

শেষ দৃশ্য

শিবধন রায়ের বহির্কক্ষ। শিবধন রায় নেশায় বুঁদ হইয়াছেন। হিরণগড়ের নাট-মন্দিরে সে রাত্রে "মীরকাশিম" অভিনীত হইবে। শিবধন রায় নাটকের নেশায় মাতিয়া উঠিয়াছেন। 'মীরকাশিমে'র পার্ট আবৃত্তি করিতে করিতে শিবধন রায়ের প্রবেশ।

শিবধন ॥ "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক বলেছ পাগল। নইলে কী শুনতে পাই সিরাজের আর্তনাদ, লুৎফার ক্রন্দন, বাংলার হাহাকার। তোমরা কি তা শুনতে পাও? তোমরা দেখতে পাও এক ফোঁটা রক্ত বড় হয়ে সারা দেশ লাল করে দিচ্ছে?"

সুকুমারীর প্রবেশ

সুকুমারী ॥ তবু তুমি মদ ছাড়লে না! মণিকে আশীর্বাদ করতে আসছে বরপক্ষ। কী ভাববে বলত?

শিবধন ॥ মণিকে আশীর্বাদ করতে আসবে বরপক্ষ? মণির বিয়ে?

দরাজ হাসিতে বিস্তারিত হইলেন

চমৎকার মিলছে তো। এই ক'নে দেখার দিনে হিরণগড়ের নাট-মন্দিরে আবার বেজে উঠবে নর্তকীর নূপুর-নিক্কণ, ঝরচে-ধরা ঝাড়ে ঝাড়ে জ্বলে উঠবে লাল, নীল, সবুজ আলো। আজ 'মীরকাশিমে'র অভিনয়—বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব মীর-কাশিমের ভূমিকায় হিরণগড়ের শেষ জমিদার—দেউলে জমিদার, স্বয়ং শিবধন রায়।

অট্টহাসি

অদ্ভুত যোগাযোগ—অভিনব যোগাযোগ। তবে আর দুঃখ কীসের বড়বৌ, আনন্দ কর শুধু, আনন্দ কর

সম্বিৎ হারাইলেন

"আবার সুরু হোক গানের উৎসব, নাচের উৎসব · আপনারা মিছে চঞ্চল হবেন না। শুধু উৎসব—উৎসব—জীবনের পরম উৎসব—চরম উৎসব।'

উদ্ভ্রান্তভাবে শিবধন রায়ের প্রস্থান। সঙ্গে সঙ্গে সুকুমারীও অনুসরণ করিলেন।

দৃশ্যান্তর। মণিকার শয়নকক্ষ। হীরালাল ও মণিকা।

হীরালাল ॥ সেদিনের আচরণের জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত মণি।

মণিকা ॥ আপনার মহত্ব। আমরা মেয়ে, ধরিত্রীর মত সহিষ্ণু, সাত চড়েও শব্দ করা আমাদের মানা।

হীরালাল ॥ দেখতেই ত পেয়েছিলে আমি 'মুডে' ছিলাম না—সেজন্য ক্ষমা চাইছি।

মণিকা ॥ লক্ষ টাকার মালিক আপনি। আমাদের মত গরীবদের ওমন কড়া কথা কইবার অধিকার আপনার আছে বৈ কি।

হীরালাল ॥ না, না, শুধু টাকা দেখিয়ে তোমাকে পেলে, জীবনেও সে দুঃখ আমার ঘুচবে না। আমি তোমাকে···

অনুরাগে

আমি তোমাকে ভালোবাসি।

মণিকা ॥ ভালবাসার প্রশ্নই উঠছে না। হিন্দুর মেয়েরা বিয়ের পর বরকে ভালোবাসে, না বাসলেও ক্ষতি নেই! সংসার গড়াটা তাদের ঠিক-ই থাকে।

হীরালাল ॥ কিন্তু আমি শুধু সংসারই গড়তে চাই না, আমি তোমাকে পেতে চাই. ভালোবেসে পেতে চাই। তোমার মত থাকলে এ বিয়ে আমি এক্ষুনি ভেঙে দোব।

মণিকা ॥ আমার মত ? বাঙালীর মেয়ের কোন স্বতন্ত্র মত থাকতে নেই। মা বাবা যাকে স্বামী ঠিক করেছেন, তা'কে পছন্দ না করলে নরকেও আমার স্থান হবে না। কিন্তু আপনি মিছে ভাবছেন, বিয়ে আমাদের ঠিকই হবে।

হীরালাল ॥ (খুসীর ঔজ্জ্বল্যে) এই সামান্য উপহার, মঙ্গলাচরণের স্মরণ-চিহ্ন।

হীরালাল নেক্‌লেস্ মণিকার হাতে দিল।

মণিকা ॥ কেন এত খরচ করছেন। দেবার সবে ত এই সুরু।

হীরালাল হাসিল।

হীরালাল ॥ এন্‌গেজমেণ্টের দিনে দিতে হয়। আর একটা নেক্‌লেসে আমি ফকির হয়ে যাবনা—আচ্ছা এখন আমি আসি তবে।······

প্রস্থান। মণিকা স্থির দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ নেক্‌লেসের দিকে তাকাইয়া রহিল। তারপর সেটি ছুড়িয়া ফেলিয়া বিছানায় মাথা গুঁজিয়া রহিল। একটু পরেই প্রবেশ করিল শঙ্কর

শঙ্কর ॥ এই অসময়ে শুয়ে আছ যে ?

মণিকা ত্রস্তভাবে উঠিয়া বসিল

এ কী ? তোমার অসুখ করেনি ত ?

মণিকা তাড়াতাড়ি চোখ মুছিল

মণিকা ॥ কই, না-ত ?

শঙ্কর ॥ এবার ধরা পড়ে গেছ। আমি জানি কেন তোমার মন খারাপ।

মণিকা ॥ আমার সর্বজ্ঞ ঠাকুরটিরে ! মুখ দেখেই মনের কথাটি বলে দিতে পারেন !

শঙ্কর ॥ তুমি মুখ ভার করে আছ আমার শরীরের কথা ভেবে।

মণিকা ॥ আমার বয়ে গেছে। মন খারাপ করবার আর কারণ খুঁজে পাচ্ছিনা কিনা। মণিকার সুরে কান্না ও দৃঢ়তার মিশ্রণ

শঙ্কর ॥ তবে কেন তুমি ওমন মন ভারী করে বসেছিলে ?

মণিকা ॥ কেন রসব না। মা বাবাকে ছেড়ে যেতে কোন মেয়ের মন খারাপ না হয় শুনি ?

শঙ্কর ॥ কালই ত আর বাড়ী ছেড়ে যাচ্ছনা।

মণিকা ॥ যাচ্ছিনা মানে ? আজই যে পাকা দেখা। বিয়ের খবর শোন নি বুঝি !

শঙ্কর ॥ এই প্রথম শুনছি—আর শুনে শুনে অবাক হচ্ছি।

মণিকা ॥ বিয়ের খবরটা এমন কিছু অষ্টম আশ্চর্য্য নয়। সময়ে ছাপানো চিঠি পাবে। নেমন্তন্নটা বাদ দিও না কিন্তু।

শঙ্কর ॥ পাত্রটি কে ?

মণিকা ॥ মেয়েদের স্বামীর নাম বলতে নেই।

শঙ্কর ॥ হেঁয়ালি ছেড়ে সোজা জবাব দাও মণিকা। ঠাট্টা হচ্ছে না কি ?

বিছানা হইতে নেক্‌লেস্ কুড়াইয়া আনিল

মণিকা ॥ ভাবী স্বামীর প্রথম অনুরাগ। এর পরেও ঠাট্টা বলবে ?

শঙ্কর ॥ উপহার ত অনেকেই দিতে পারে··

মণিকা ॥ না, সবাই পারে না। লাখো লাখো টাকা যাদের রোজগার··· তারাই ক'নে দেখতে এসে এমন দামী নেক্‌লেস দিতে পারে।

শঙ্কর ॥ ও, হীরালাল। তোমার মা বাবা মত দিয়েছেন ?

মণিকা ॥ বাঙালীর মেয়ে আমি। কোর্টশিপ্ করে আমাদের বিয়ে হয় না। মা বাবাই আমাদের জন্যে পাত্র ঠিক করে দেন, আর সে রেডিমেড স্বামী নিয়ে আমরা পরম সুখে ঘরকন্না করি।

শঙ্কর ॥ আমি এ বিয়ে হতে দেব না মণিকা।

মণিকা ॥ তার চেয়ে আমায় মেরে ফেলা ঢের সহজ। এক মরণ ছাড়া হিন্দু বিয়ের বজ্র বাঁধন টুটে কখনও ?

শঙ্কর ॥ বিয়ে তোমার এখনও হয়নি। তোমার জীবনটাকে আমি এমনভাবে নষ্ট হতে দোবনা। পল্টুর সঙ্গে বিয়ে তোমার হবেনা।

মণিকা ॥ তবে কি সারা জীবন আইবুড়ো থাকবো ?

শঙ্কর ॥ কেন ? দুনিয়ায় পল্টু ছাড়া আর পাত্র নেই নাকি ? সে কী এমন দুর্লভ রত্ন শুনি।

মণিকা ॥ দুর্লভ রত্নই বটে ? একেবারে ডুমুরের ফুল, সহজে দেখা পাওয়া যায় না।

শঙ্কর ॥ তোমার স্বামী হবে জ্ঞানী, গুণী, বিচক্ষণ, বিদ্বান্।

মণিকা ॥ নাইবা হলো বিদ্যের জাহাজ। পেটভরা ওর ব্যবসা-বুদ্ধি, বড় বড় বুলি আওড়ায় না কিন্তু ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স্ রোজই বেড়ে চলেছে। এমন স্বামী ক'জনের ভাগ্যে জোটে ?

শঙ্কর ॥ তাই তোমার ভারী পছন্দ—না ?

মণিকা ॥ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে আমরা—আদর্শ নিয়ে মাথা ঘামাইনে। শাড়ী, বাড়ী আর অলঙ্কার পেলেই আমরা আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠি। তারপর স্বামীর সোহাগ—সেত আমাদের উপরি পাওনা।

শঙ্কর ॥ হাসির ছল করে এই কান্না—আমার ভালো লাগেছে না মণিকা। এসো আমার সঙ্গে···

শঙ্কর মণিকার কাঁধে হাত রাখিল

মণিকা ॥ ছিঃ লোকে দেখলে কী বলবে বলতো ? কাল বাদে পরশু বিয়ে···,

শঙ্কর ॥ পরশু তো বিয়ে হোক।

মণিকা ॥ শঙ্করদা, আমরা কী আর আগের মত আছি। এ নিয়ে কথা উঠতে পারে।

শঙ্কর ॥ বাজে কথায় কাণ না দিলেই হলো।

মণিকা ॥ তুমি কাণ না দিলেও সমাজ শোনাতে বাধ্য করবে।

শঙ্কর ॥ তবে আমরা শুনবো—আমার পাশে দাঁড়িয়ে তুমি মুখের মত জবাব দেবে সমাজকে।

মণিকা ॥ (বিস্মিত কণ্ঠে) তোমার পাশে ?

শঙ্কর ॥ হ্যাঁ আমার পাশে। এই ছন্নছাড়া ভাইটির পাশে। তোমার মত বোন যদি না থাকে, তবে কে তা'র দেখা শোনা করবে বলো। সুজাতা, কুন্তলা, কিন্তু তোমার মত সেবা···তারা কেউ জানে না। এই এক বিষয়ে তুমি তাদের সকলের চেয়ে বড়।

মণিকা এই অপ্রত্যাশিত মহিমা ও মাধুর্যে বিমূঢ় হইয়া গেল। সে নিজকে আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না

মণিকা (অশ্রু উচ্ছ্বসিতস্বরে) তুমি আমায় আশীর্বাদ কর শঙ্করদা, আমি যেন মেয়ে হয়ে না জন্মাই। আর এক জীবনে বাঙালির ঘরে মেয়ে হয়ে না জন্মাই!

সে দুই হাতে মাথা গুজিয়া অবনত হইল এবং শঙ্কর সস্নেহে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছে।

শঙ্কর ॥ ছিঃ ওমন ভেঙ্গে পড়তে নেই।

মণিকা ॥ শঙ্করদা।

শঙ্কর ॥ ছোট বোনের উপর লক্ষীছাড়া ভাইদের এমনি দুরন্ত আবদার।

মণিকা ॥ তুমি আমায় এমনি করে শাস্তি দিতে চাও শঙ্করদা!

শঙ্কর ॥ জানি, তুমি দুঃখ পাবে। আর এও জানি এ আঘাত বুক পেতে নিতে পার শুধু তুমি।···যারা দেশটাই যদি শুধু ভালোবাসতে চায়, স্বপ্ন দেখতে চায়, তবে এ অভিশপ্ত জাতের ঘুম আর কোন দিনই ভাঙবে না মণিকা।

অশোক ও কুন্তলার প্রবেশ

অশোক ॥ জ্যেঠামশাই আমদের বিয়েতে মত দিয়েছেন শঙ্করদা।

শঙ্কর ॥ তা'হলে তো আর কথাই রইলো না। তা কাজে নামবার আগে কিছু দিন বিশ্রাম কর।

কুন্তলা ॥ মধুচন্দ্রিমা ?

শঙ্কর ॥ যে নামই দাও (সকৌতুকে) মধুযামিনীর জন্যে কলের পাখায় ভর করে আবার জাপানে চলে যেওনা কিন্তু।

শঙ্কর ভয়ানক কাশিতেছে

কুন্তলা ॥ তুমি যদি রাশিয়ায় না গিয়ে দেশে থেকে আমাদের কাজে ডাকো, তা'হলে আমরা কি তা না শুনে পারি।

অশোক ॥ তুমি যদি ভারতবর্ষের কথা দেশের ভাষায় দেশের লোককে বুঝিয়ে দাও, তবে কী তারা সে ডাকে সাড়া না দিয়ে পারে?

শঙ্করের মুখ হইতে এক ঝলক রক্ত বাহির হইয়া আসিল

মণিকা ॥ ওকে আর কথা বাড়াতে দিওনা ছোড়দা। ও শরীর খুব খারাপ। উত্তেজনা পেলেই রক্ত উঠতে থাকে।

শঙ্কর ॥ (আর্তকণ্ঠে) এ রক্ত আমার বুক থেকে উঠছেনা, এ রক্ত উঠছে দেশের বুক থেকে, জাতির হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে (কাশিতে ভাঙা সুর) আমি যে বাণী পৌঁছে দিতে পারলাম না, যে কাজ শেষ করতে পারলাম না—তোমরা তাই করো, তোমরা সে অসমাপ্ত বাণীকে পৌঁছে দিও—গ্রাম থেকে গ্রামে, সারা বাঙলায়, সারা দেশে···

মঞ্চের আলো নিভিয়া গেলো। দৃশ্যান্তর। শিবধন রায়ের বহির্কক্ষ। আচম্বিতে শিবধন রায়ের প্রবেশ। 'মীর-কাশিমে'র ভূমিকাভিনয় করিতেছেন, এই বিশ্বাসটুকু তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইয়াছে। এটা যে মঞ্চ নয়—তাহার বাড়ী—সে খেয়ালটুকুও নাই।

শিবধন ॥ "পালাও, পালাও! বাংলা থেকে পাটনা, পাটনা থেকে মুঙ্গের, মুঙ্গের থেকে অযোধ্যায়·· অযোধ্যা থেকে দিল্লীতে পালিয়ে এলাম। আসতে আসতে দেখলাম—যে পারছে—সে-ই পালাচ্ছে। মাটিতে বুক ফুলিয়ে কেউ রুখে দাঁড়াচ্ছে না—কেউ না। সারা দেশে কেউ না—সারা দেশে কেউ না।"

সুকুমারীর উৎকণ্ঠিতভাবে প্রবেশ

সুকুমারী ॥ শুভদিনে এমন করতে নেই। চলো—ভেতরে চলো।

শিবধন রায়ের ধারণা 'মীরকাশিমে'র অভিনয় সুরু হইয়াছে এবং মীরকাশিমের স্ত্রী 'ফতেমা' মঞ্চে প্রবেশ করিয়াছেন

শিবধন ॥ "কে! মীরজাফরের কন্যা? এখানেও এসেছ পিতার আদেশে ধরিয়ে দিতে?"

সুকুমারী ॥ মীরজাফরের কন্যা আমি নই।

শিবধন রায়ের এই উন্মত্ত অবস্থা দেখিয়া সুকুমারী লজ্জায়, কুণ্ঠায় ম্রিয়মান।

তুমি চেয়ে দেখো—আমি বড়বৌ।

শিবধন ॥ 'কাশিম আলীর বাঁদী!'

সুকুমারী ॥ মণিকে আশীর্ব্বাদ করতে আসবে। তোমাকে এ অবস্থায় দেখে যদি ওরা আশীর্ব্বাদ না করেই ফিরে যায়—বিয়ে ভেঙে যায়, সবাই মুখ টিপে হাসবে। চার দিকে আমাদের জ্ঞাতিশত্রুরা…

শিবধন ॥ "তাই মীরজাফরের কন্যা দিল্লী পর্য্যন্ত ছুটে এসেছো লাখো টাকার লোভে? আসবে না। তার বাপ একদিন টাকার লোভে বাংলাকে বিক্রী করেছিল।"

সুকুমারী ॥ তুমি আমার মাথা খাও। আজকের মত তুমি শুধু আমার মুখ রক্ষা করো।

শিবধন ॥ (নিম্নস্বরে) কই, বইতে তো এসব নেই। পার্ট ভুলে কী সব যা খুসী বলছ।

সুকুমারী। আমি চিরটা কালই চুপ করে তোমার খেয়াল সহ্য করেছি। আমার উপর যত খুসী আবদার করো, আমাকে শাস্তি দাও, পীড়ণ করো; কিন্তু এভাবে মেয়ের ভবিষ্যত, পরিবারের ভবিষ্যত—নিজের হাতে তুমি নষ্ট করো না।

শিবধন॥ (নীচুগলায়) তা মন্দ বলোনি, এক রকম মানিয়ে যাচ্ছে। (উচ্চকণ্ঠে) "তবে তাই হোক্—মৃত্যুই হোক্ মীরজাফরের কন্যার স্বামীভক্তির পুরস্কার।"

'মীরকাশিম' নাটকের লিখিত নির্দেশ মত শিবধন গলা টিপিয়া ধরিলেন সুকুমারীর। সুকুমারী প্রতিবাদ করিলেন না, বাধা দিলেন না। তার চোখে শুধু নীরব অশ্রু।

শিবধন॥ "চোখের জলে আমি ভুলছিনা। লুৎফাও কেঁদেছিল, সিরাজ কেঁদেছিল, গোটা বাংলা আজ ডুকরে কাঁদছে। কে তার মূল্য দিল? কে তার মূল্য দেবে? সিরাজ নিয়ত আমার কানে কানে বলছে—পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত করো…পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত করো…"

অশোক, কুন্তলা ও বিজনের প্রবেশ

কুন্তলা॥ আপনি শোবেন চলুন জ্যেঠামশায়, আপনি অসুস্থ।

শিবধন॥ "এই যে উজীর! দয়া কর ভাই, দয়া কর, আমায় একটিবার বাদশার সম্মুখে হাজির কর।"

বিজন॥ (নাক সিটকাইয়া) একেবারে বদ্ধপাগল।

শিবধন॥ "কি আমি পাগল! বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার অধিপতি নবাব মীরকাশিম পাগল! আর সে কথা বলছে কিনা বেতনভোগী এক ভৃত্য"!

অশোক॥ বাবা, আমি আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি, নাটমন্দিরে নিয়ে যাচ্ছি চলুন আমার সঙ্গে।

শিবধন ॥ (থমকিয়া দাঁড়াইলেন) "তুমিও নজাফ খাঁ, শেষে তুমিও, তুমি আমায় পালাতে বলছ?"

বিজন ॥ (সবোষে) দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী সঙ দেখছ অশোক? জোর করে ঘরে নিয়ে যাও। এক্ষুণি মারামারি শুরু করবেন। যত সব আপদ এসে জুটে আমাদের জন্যে।

শিবধন ॥ "কার সাধ্য আমায় বন্দী করে। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার অধিপতিকে বন্দী করবে কে? কার আদেশে?"

অশোক ॥ আপনি ঘরে চলুন বাবা।

শিবধন ॥ "ছাড়, আমায় ছাড়। বিশ্বাস কর আমি পাগল নই, আমি পাগল নই। সুদূর বাংলা থেকে আমি পত্র বহন করে এনেছি। আলিবর্দির পত্র, সিরাজের পত্র, গোপনীয় পত্র—রক্তের হরফে লেখা পত্র...আমি বাদশার কাছে—খোদাতালার কাছে পেশ করব।"

চেয়ারে ধাক্কা লাগিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িলেন। কপাল ফাটিয়া রক্ত বাহির হইল

সুকুমারী ॥ ভগবান...

সুকুমারী স্বামীকে ধরিতে গেলেন। অশোক ও কুন্তলা তাহাকে সাহায্য করিল, কিন্তু শিবধন উঠিলেন না। তাহার ধারণা তখনও তিনি 'মীরকাশিমে'র অভিনয় করিতেছেন। নাটকের লিখিত নির্দেশ মত কপালে হাত দিলেন, কিন্তু সত্যই তখন রক্ত ঝরিতেছে।

শিবধন ॥ "রক্তে লাল হয়ে গেছে, রক্তে লাল হয়ে গেছে। পলাশীর প্রাঙ্গণ যে রক্তে রাঙা হয়েছে, সে রক্তে সারা বাংলা লাল হয়ে গেলো। সেই রক্তের বন্যা ধেয়ে আসছে, সারা ভারতও লাল হয়ে যাবে। সারা ভারত লালে লাল হয়ে গেলো, লালে লাল হয়ে গেলো, লালে লাল হয়ে গেল......।"

মঞ্চের আলো ম্লান হইয়া আসিল। 'মীরকাশিম' নাটকের সমাপ্তি অনুযায়ী মৃত্যুর দৃশ্যাভিনয়ের জন্য শিবধন শুইয়া পড়িলেন। কিন্তু হতভাগ্য জমিদারের নেশা চরমে উঠিয়াছিল। দুর্বল হৃদয় সে উত্তেজনা সহিতে পারিল না। তিনি সত্যই হার্ট-ফেল করিলেন।

অশোক ॥ হার্টফেল, হার্টফেল·

সুকুমারী মৃতের মাথা জড়াইয়া ধরিলেন। কুন্তলা ও অশোক তাঁহার দেহ বুকে তুলিয়া নিল। কুন্তলা বিষয়টার আকস্মিক মর্মান্তিকতায় বিমূঢ়। যবনিকা মন্থর ছন্দে নামিতেছে। কোমল আলো কেন্দ্রীভূত হইয়াছে শোকতপ্ত পরিজনদের মুখের উপর।